يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال

قاتلوا الذين يلونكم من الكفار

আত্-তাহরীদ

প্রস্তুতি সংখ্যা জুন ২০১২

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য
-জাষ্টিস আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.)

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু সংশয় নিরসন
-মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী (দা.বা.)

জান দেবো, জান্নাত নেবো
-মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দা.বা.)

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল

আফগানিস্তান মার্কিনীদের মরণ ফাঁদ

শহীদ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.
উনবিংশ শতাব্দীর জিহাদের মূল কাণ্ডারী

আত্ তাহরীদ
প্রস্তুতি সংখ্যা, জুন ২০১২

শুভেচ্ছা বিনিময়
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

মেইল পাঠাবার ঠিকানা:
at.tahreed@hotmail.com

প্রিয় পাঠক!

কেমন দেখতে চান আমাদের আগামী পত্রিকা?

আপনার মতামত, পরামর্শ, মন্তব্য জানিয়ে আজই মেইল করুন আমাদের ঠিকানায়।

তাওহীদ, ঈমান, আকীদা, জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আপনার যে কোনো প্রামাণ্য লেখা পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়।

at.tahreed@hotmail.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়.....০২
দারসুল কুরআন.....০৩
দারসুল হাদীস :
সাহায্য প্রাপ্ত দল.....০৪
দারসুল আকাইদ:
ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ.....০৬
-আবূ বকর সিদ্দিক

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য.....১০
-মূলঃ জাষ্টিস আল্লামা তৃকী উসমানী (দা. বা.)। অনুবাদঃ নাসরুল্লাহ মানসূর
মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ.....১২
-মূলঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহ.)। অনুবাদকঃ আহমাদ খুবাইব

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু সংশয় নিরসন.....১৫
-মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী (হাফিজাহুল্লাহ)। -শাইখুল হাদীস ও মুফতী দারুল উলুম দেওবন্দ।
অনুবাদঃ আসেম ও নাসরুল্লাহ।

আন্তর্জাতিক জিহাদ : বিভিন্ন সংশয় নিরসন ১৮
উস্তাদ আহমাদ ফারুক (হাফিজাহুল্লাহ) -এর সাক্ষাৎকার। বিভাগীয় প্রধানঃ তানজিম আদ-দাওয়া, পাকিস্তান।
জান দেবো, জান্নাত নেবো.....২১
-মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

গনতন্ত্র এ যুগের সবচেয়ে বড় শিরক.....২২
-মূল ঃ শাইখ আবু বাসীর আত্ তারতুস।
অনুবাদ ঃ ইবরাহীম রশীদ
'বিজয়ের' স্বপ্নে পরাজিত তারুণ্য.....২৪
-আবূ উমায়ের খান

উসামা বিন লাদেন (রহ.) এর একটি স্বপ্ন ও সুনানে আবূ দাউদ.....২৭
-নকী সীকান্দার
আমেরিকান মিডিয়া ও তাদের অন্ধ অনুসারী বিশ্ব.....২৯

শহীদ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.
উনবিংশ শতাব্দীর জিহাদের মূল কান্ডারী...৩০
ওহে আমেরিকান! ...এই হচ্ছে ওসামা!....৩২
-ওসামার (রহ.) সহযোদ্ধা
খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল...৩৭
-আশরাফ বিন আব্দুর রহমান।

মাজলুমের আর্তনাদ.....৩৯
-রেদওয়ান মাহমূদ
মুসলমানদের নির্মূলে সার্বিক যুদ্ধের 'প্রস্তুতি' নিচ্ছে মার্কিন সেনারা.....৪০

আফগানিস্তান মার্কিনীদের মরণ ফাঁদ.....৪১
-মাওলানা আসেম উমর (হাফিজাহুল্লাহ)
মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান অবস্থা ও আমাদের করণীয়.....৪৩
-মুফতী এনায়েতুল্লাহ
মিশরে ছিলেন এক নেতা.....৪৭

যারা পিছন পড়ে থাকে তাদের জন্য একটি উপদেশ.....৪৮
-ইবনে নুহ্হাস আদ দামেশকী (মৃত্যু ঃ ৮১৪)
হে মুসলিম! তোমার প্রতি বার্তা.....৫২
-ময়দান থেকে একজন বীর মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ)

আত তাহরীদ মিডিয়ার পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি আহবান.....৫৬

সম্পাদকীয়

আমরা বিশ্বাস করি, বহুদিন ধরে জুলম আর মিথ্যাচারের মাধ্যমে বাঙ্গালীর কাছ থেকে লুণ্ঠিত ইসলামী মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে বাংলাভাষী কিছু সংখ্যক সত্য প্রচারকারীর সাহসী পদৰেপ এই ভীরব সমাজে আবারো জন্ম দিতে পারে তিতুমীরের (রহ.) মত অসংখ্য মুজাহিদের।
আমরা আলৱাহর কাছে তাওফীক চাই, যেনো হক্ব ও বাতিলের মধ্যে চলমান বিশ্বময় জিহাদে বাঙ্গালী জাতি মূল্যবান অংশগ্রহণে পিছপা না হয়।

তাই আলহামদুলিলৱাহ, আমরা নিজেদের ছা'পোষা জীবনের ইতি টেনে বেছে নিয়েছি জিহাদী জীবনকে। আর যারা সত্য শোনার প্রকৃত সাহস রাখে তাদের আশ্বাস দিচ্ছি, যদি তুমি সত্যিই সাহস রাখো সত্য শুনতে, পরিণতির কথা ভেবে আমরা কখনো দ্বিধা দেখাবো না তোমায় সত্য শুনাতে। আমরা দৰ কৃষকের মত হৃদয় চিরে স্বপ্নের বীজ বুনে যাবো। তোমার হৃদয়ের উর্বরতা পেলেই তা হয়ে যাবে বিশাল মহিরবহ।

জেনে রাখো ভাই!
ননীর পুতুল হয়ে থাকার দিন বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। তাই বাড়াও তোমার হাত, কে আছো জিহাদে উদ্বুদ্ধ হবে।

দারসুল কুরআন

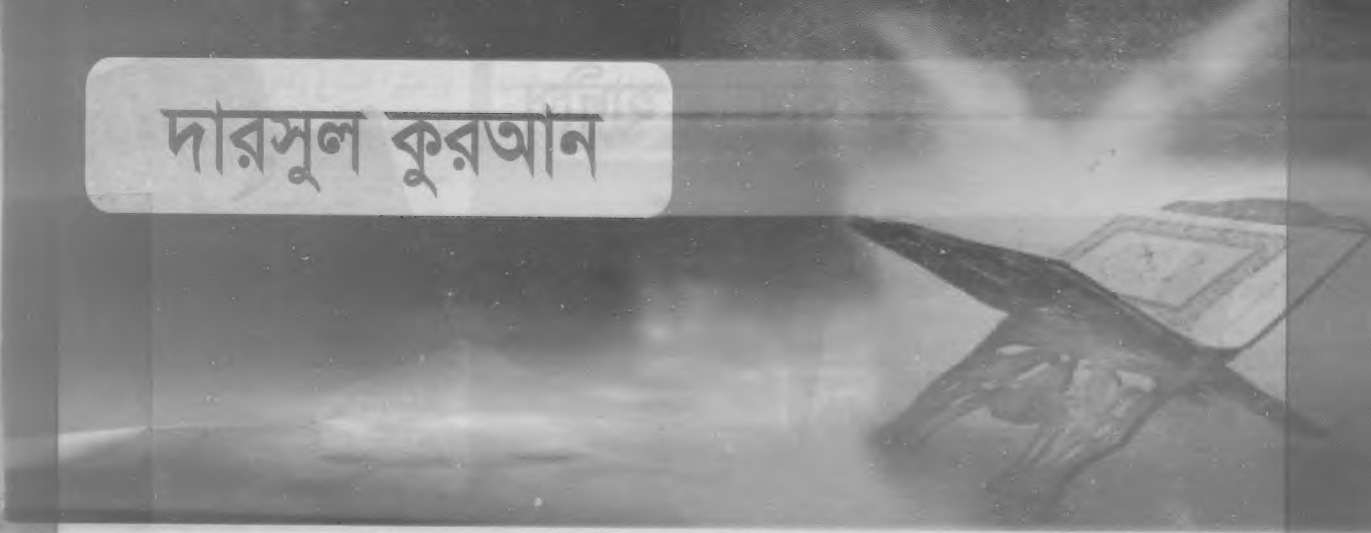

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ.

অর্থ: "হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে কিতালের (যুদ্ধের)প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন।" (সূরা আনফাল, আয়াত ৬৫)

অর্থাৎ আপনি তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করুন কাফেরদের শত্রুতাকে প্রতিরোধ করা জন্যে এবং বাতিল মতবাদের উপর আল্লাহর কালিমা ও ন্যায় ও ইনসাফের কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য। কারণ সেটা মানব জীবনের অপরিহার্য বিষয়।

এই জন্যেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদেরকে কিতালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। যখন মুশরিকেরা দলে দলে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হচ্ছিল তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদের কিতালের উপর উদ্বুদ্ধ করছিলেন এবং তিনি বলছিলেন:

« قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ بَخٍ بَخٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ». قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ « فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ». فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِى هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ - قَالَ - فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ. ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ

অর্থ: "তোমরা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমিনের প্রশস্ততার মত।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, উমাইর ইবনে হুমাম রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতের প্রশস্ততা কি আসমান ও যমিনের প্রশস্ততার ন্যায়?

তিনি বললেন হ্যা।

উমাইর বলে উঠলেন, বাহ বাহ, কি চমৎকার!

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিসে তোমাকে বাহ বাহ বলতে উদ্বুদ্ধ করল?

তিনি বললেন হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম! আমি তার অধিবাসী হওয়ার আশায়ই এরুপ বলেছি।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার অধিবাসী (হবে)।

রাবী বলেন, তারপরে তিনি তার সাথে থাকা থলি থেকে কয়েকটি খেজুর বের করলেন এবং খেতে লাগলেন। কিন্তু অল্প সময় পরই বললেন আমি যদি এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেচে থাকি, তবে অনেক দেরী হয়ে যাবে। রাবী বলেন, তারপর তিনি তার কাছে রক্ষিত খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।" (মুসলিম ৪৮০৯, তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এলান

এ সংখ্যাটি প্রস্তুতিমূলক ও স্বল্প সময়ে প্রকাশিত হওয়ার কারণে শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহ.) ও অন্যান্য উলামাদের লেখা বিস্তারিত ভাবে দেয়া সম্ভব হল না ইনশাআল্লাহ আগামী সংখ্যা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.), শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম(রহ.), শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহ.), ইমাম আনওয়ার আওলাকী (রহ.), শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ), উস্তাদ আহমাদ ফারুক (হাফিজাহুল্লাহ), মাওলানা মাসউদ আযহার (হাফিজাহুল্লাহ), আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.), আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.), মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী (দা.বা.), মুফতী আব্দুল মালেক (দা.বা.), মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দা.বা.)সহ অন্যান্য বিশ্ব বরেণ্য উলামায়ে কেরামের লেখা থাকবে -ইনশাআল্লাহ।

এতএব সকল বিষয়ে পাঠকদের দো'য়া ও সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

দারসুল হাদীস

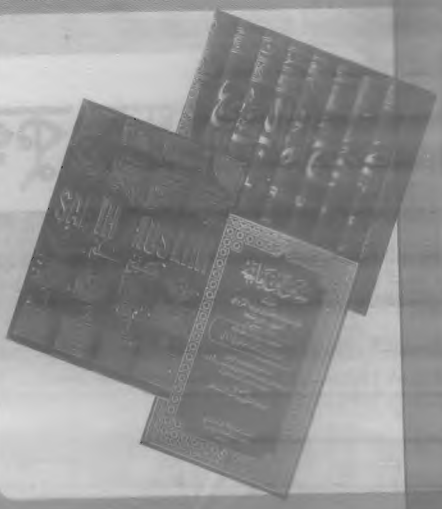

الطائفة المنصورة
সাহায্য প্রাপ্ত দল

طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ ». صحيح مسلم

অর্থ: "আমর ইবনে হানি বলেন, আমি মুওয়াবিয়া (রা.) কে মিম্বারে উঠে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর নির্দেশের উপর সংগঠিত থাকবে। তাঁদের নিন্দুকরা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না কিয়ামত আসা পর্যন্ত এবং তাঁরা মানুষদের উপর বিজয়ী থাকবে।" (সহীহ মুসলিম: ৫০৬৪)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ». سنن أبي داود

অর্থ: "ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল হক্বের উপর থেকে লড়াই করবে এবং অন্যদের উপর বিজয়ী থাকবে। এমনকি সর্বশেষে দাজ্জালের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে।" (আবু দাউদ: ২৪৮৬)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

অর্থ: "মুগীরা (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আগ পর্যন্ত, সর্বদাই আমার উম্মাতের একটি দল মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে।" (সহীহ মুসলিম: ৫০৬০)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

অর্থ: "জাবির ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলিমদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হক্বের পক্ষে লড়াই করবে।" (সহীহ মুসলিম: ৫০৬২)

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». صحيح مسلم

অর্থ: "জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হক্বের পক্ষে লড়াই করবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা বিজয়ী থাকবে।" (মুসলিম: ৫০৬৩)

قَالَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لاَ تَزَالُ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [صحيح البخاري]

অর্থ: "মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই বিজয়ী থাকবে কিয়ামত আসা পর্যন্ত। আর তাঁরা হবে বিজয়ী।" (বুখারী, হাদীস ৭৩১১)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ». وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ « وَهُمْ كَذَلِكَ ». [صحيح مسلم]

অর্থ: "সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। তাঁদের নিন্দুকরা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ মুসলিম: ৫০৫৯)

عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ ». صحيح مسلم

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلَاحَ وَقَالُوا لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوا الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرُ مُلَبَّثٍ وَأَنْتُمْ تَتْبَعُونِي أَفْنَادًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ (سنن النسائي كتاب الخيل)

অর্থঃ "সালামা ইবনে নুফাইল আল কিন্দী (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের পার্শ্বে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি রাসূলের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, মানুষ ঘোড়ার গুরুত্ব কম দিচ্ছে এবং অস্ত্র রেখে দিয়েছে। আর তারা বলে "জিহাদ নেই, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে।" আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে ফিরে বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে। লড়াই তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হক্বের উপর থেকে লড়াই চালিয়ে যাবে। আল্লাহ তাদের জন্য কতগুলো সম্প্রদায়ের অন্তরকে বক্র করে দিবেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের থেকে রিযিক দিবেন। এমনকি আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ রয়েছে।" (সহীহ, সুনানে নাসায়ীঃ ৩৫৬৩)

عن معاوية بن قرة عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة "

অর্থঃ "সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নিন্দুকরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ, ইবনে মাজাহঃ ৬)

عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها

অর্থঃ "আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদের বিরোধীরা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ, ইবনে মাজাহঃ ৭)

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه قال : قام معاوية خطيبا فقال : أين علماؤكم ؟ أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس ، لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم "

অর্থঃ "আমর ইবনে শু'য়াইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, মুয়াবিয়া (রা.) খুৎবার জন্য দাঁড়ালেন এবং তিনি বললেন, কোথায় তোমাদের উলামাগণ? কোথায় তোমাদের উলামাগণ? আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত সংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষদের উপর বিজয়ী থাকবে। তাঁরা পরওয়া করবে না কে তাঁদের নিন্দা করল এবং কে তাঁদের সাহায্য করল।" (ইবনে মাজাহঃ ৯)

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। আর তা হচ্ছে, তারা কিতাল করবে, যুদ্ধ করবে এবং এরাই শেষ পর্যন্ত ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে মিলিত হয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবে। সুতরাং যারা আল্লাহর রাস্তায় কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না বা যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনাও নেই তারা নাজাতপ্রাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলেও 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ' বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল হতে পারে না।

বর্তমানে যারা নিজেদেরকে 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র অনুসারী হিসেবে দাবী করে অথচ জিহাদের নাম শুনলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়, কপালে ভাঁজ পরে যায়, রাগে-ক্ষোভে দাঁত কড়মড় করে, হৃদপিন্ডের স্পন্দন বেড়ে যায় তাদের জানা উচিৎ যে, ঈসা (আঃ) যুদ্ধ করবেন, ইমাম মাহদীও যুদ্ধ করবেন।

সুতরাং যারা কোন পরাশক্তির চোখ রাঙ্গানী আর অস্ত্রের ঝনঝনানীর তোয়াক্কা না করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তারাই ইমাম মাহদীর সঙ্গে এবং ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আর যারা বর্তমানে জিহাদের বিরোধিতা করছে, জিহাদের অপব্যাখ্যা করছে, মুজাহিদীনদের সমালোচনা করছে এবং তাদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করছে। যারা ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের খুশি করার জন্য নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ ও কথার জিহাদ ইত্যাদির দ্বারা অপব্যাখ্যা করছে তারা অচিরেই দাজ্জালের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে নানারকম ফতওয়া দিবে আর দাজ্জালকে সমর্থন যোগাবে।

সুতরাং বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে জিহাদ ও কিতালের পথে চলে আসুন। 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র এর সদস্য হোন। শাহাদাতের তামান্নায় এগিয়ে যান নবী-রাসূলগণের আলোক উজ্জ্বল দীপ্ত রাজপথের দিকে।

সুখবর! সুখবর! সুখবর

শীঘ্রই আসছে বাংলা ভাষায় অনুদিত মহান শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর সুযোগ্য ছাত্র শাইখ আবদুল মুনঈম মুস্তফা হালিম (আবু বাসীর আত তারতুসী) রচিত:

هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعوا اليه

"এটাই আমাদের আক্বীদা এবং এর দিকেই আমরা আহবান করি।"

নামক এক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

আগ্রহী পাঠকদের কিতাব গুলো পড়ে দেখার অনুরোধ রইল।

দারসুল আকীদাহ

نواقض الإيمان

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

-আবু বকর সিদ্দীক

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। আর এই ঈমানই আমাদের মূল জিনিস কারণ ঈমান ছাড়া কোন ইবাদাতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না। সূরা আসরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল মানুষকেই প্রথমে ক্ষতিগ্রস্থ বলেছেন। কিন্তু পরের আয়াতেই ৪টি গুণ সম্পন্ন মানুষদেরকে এই ক্ষতির বাইরে রেখেছেন। আর এই ৪টি গুণের প্রথমটিই হচ্ছে ঈমান।

আর ناقض বা বিনষ্টকারী বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার অস্তিত্বের কারণে অন্য কোনো জিনিস বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সালাত বিনষ্ট বা বাতিল হওয়ার যেমন কিছু কারণ ও বিষয় আছে, ঠিক তেমনিভাবে ঈমান বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় আছে। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সালাতরত (নামাজরত) অবস্থায় সালাত বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর যে কোনো একটি, যেমন সালাতের মধ্যে শব্দ করে হাঁসলে, কিছু খেলে অথবা কিছু পান করলে তার সালাত যেমন বাতিল হয়ে যাবে, ঠিক তেমনি ঈমান বিনষ্টকারী কিছু বিষয় আছে, যার মধ্যে বান্দা পতিত হলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সে কাফের-মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে।

ঈমান বিনষ্টকারী বেশ কিছু কারণ আছে। ইমাম ইবনুল কাইউম রহ. ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.সহ অন্যান্য বিদ্বান উলামাগণ এরকম ১০ টি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও কারণগুলো ১০ এর ভিতর সীমাবদ্ধ নয়। আরও বেশ কিছু ঈমান ভঙ্গের কারণ আছে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধান প্রধান ১২ টি ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করতে যাচ্ছি।

ঈমান বিনষ্টকারী প্রধান বারটি বিষয় নিম্নে দেয়া হলো :

১। আল্লাহর সাথে শরীক করা: আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই তুমি যদি আল্লাহর সাথে শরীক কর, তোমার সকল আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" [সূরা যুমার: ৬৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শিরক করলে ছাড় পেতেন না, তখন তাঁর উম্মাত শিরক করলে ছাড় পাবার কোন সম্ভবনাই আর থাকল না। এই শিরক এমন এক গুনাহ, যার থেকে মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাবার আগে তওবা করে যেতে না পারলে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আল্লাহ আরও বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

অর্থ: "কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম।" [সূরা মায়েদা:৭২]

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত-মানসা করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ করা, মাজারে সিজদাহ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আইন বিধানদাতা মানা, মানব রচিত আইনের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া ইত্যাদি সবই শিরক; যা একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

২। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম বানানো যার কাছে বান্দা সুপারিশ কামনা করে এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল করে: মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: "তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন অন্যদের ইবাদত করে, যারা না পারে তাদের ক্ষতি করতে আর না পারে কোন ভাল করতে। তারা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বল (হে মুহাম্মাদ)! তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও জমিনের মধ্যকার ঐ জিনিসের ব্যাপারে সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি জানেন না। তারা যে সমস্ত শিরক করছে আল্লাহ পাক এর থেকে পবিত্র ও উচ্চ।" [সূরা ইউনুস:১৮]

এটা হচ্ছে আউলিয়া এবং নেককার লোকদের কবরে যারা যায়, তাদের অধিকাংশের অবস্থা। তারা সেখানে গিয়ে কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হয়। কবরবাসী আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে এ বিশ্বাসে তাদের কাছে দোয়া করে। তাদের উদ্দেশ্যে মানত করে। পশু যবাই করে। তাদের কাছে সাহায্য কামনা করে এবং কবরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। এসব কাজ কুফর ও শিরক যা কিনা ঈমান ভঙ্গের কারণ।

মক্কার কাফিররা নবী-রাসূল ও ওলী-আউলিয়াদের আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে তাদের মূর্তি বানিয়ে তাদের পূঁজা করত। আর তারা বলত:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থ: "আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়।" [সূরা যুমার:৩]

আর এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ হেদাআত করেন না তাকে যে মিথ্যাবাদী কট্টর কাফের।" [সূরা যুমার: ৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাদের শুধু কাফির না, কট্টরপন্থী কাফির বলেছেন। অথচ তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের আনুগত্য করে, শুধুমাত্র এই জন্যই করে যাতে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে। কিন্তু এই কারণেই তারা আল্লাহর নিকটবর্তী না হয়ে বরং মুশরিক ও কট্টরপন্থী কাফিরে পরিণত হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, রাসূলগণ আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম বটে, কিন্তু এর অর্থ শুধু সংবাদ পৌঁছানোর মাধ্যম।

৩। মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে সঠিক মনে করা:

মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।" [আল ইমরান:১৯]

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

অর্থ: "কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায়, তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আলে ইমরান:৮৫]

এখানে সন্দেহ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে; তার কুফরীর ব্যাপারে কোনো মুসলিমের সন্দেহ পোষণ করা।

যেমন ইহুদী, নাসারা, মাজুসি (অগ্নি পূজারি), বৌদ্ধ, জৈন, মূর্তি পূজারী হিন্দু, পৌত্তলিকদের শিরক ও কুফরীর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কোনো দ্বিমত নেই। তাই কোনো মুসলমান এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। করলে সেও ইজমার দলীল দ্বারা কুফরী মতবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ দৃষ্টিকোন থেকে জাহেলি যুগের মুশরিক যারা নিজেদের মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে নিজেরাই স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, আর বর্তমান যুগের মুশরিক যারা ইসলাম ও ঈমানের দাবী করে অথচ আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হককে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, এই দুই ধরণের মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।" [সূরা তওবা: ২৮]

আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমদের দেখা যায়, ইসলামের পাশাপাশি বিধর্মীদের ধর্মবিশ্বাসকেও সঠিক মনে করে থাকে আর বলে, যে যে ধর্মে আছে সে সে ধর্মে থেকে জান্নাতে যেতে পারবে। এই আকীদাহ রাখা মাত্রই একজন মুসলিম দাবীদার কাফিরে পরিণত হয়ে যাবে। নেতা-নেত্রীদের অনেককেই দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় সমাবেশে গিয়ে বিধর্মীদের আকীদার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য দিয়ে থাকে। এদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই; পায়ুপথ থেকে বায়ু বের হওয়ার সাথে সাথে যেমন অজু ভেঙ্গে যায়, ঠিক তেমনি এইরূপ কুফরী আকীদা প্রকাশ করার সাথে সাথে ঈমান ভেঙ্গে যায়।

৪। রাসূল সা. এর দ্বীন, অথবা (পুণ্য কাজের) সওয়াব অথবা (পাপের জন্য) শাস্তি এবং দ্বীনের যে কোনো বিষয়ে রং-তামাশা, বিদ্রুপ করা :

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

অর্থ: "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল! তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা কোন ওজর পেশ করো না। নিশ্চয় ঈমানের পর তোমরা কুফরি করেছ।" [সূরা তাওবা: ৬৫-৬৬]

আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে অনেক নাট্যানুষ্ঠানে ও সিনেমায় খারাপ চরিত্রের অভিনয়ের জন্যে দাঁড়ি, টুপি ও ইসলামী পোষাককে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আল-কুরআনের কোন শব্দ বা আয়াত, কোন ঘটনা প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো নবীর নাম, কেউ কেউ এমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করেন যাতে বিদ্রুপ বুঝা যায়। এ ধরনের বিদ্রুপ উদ্দেশ্যমূলক হোক বা হাসি ঠাট্টামূলক হোক, সবই কুফুরী। আবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাঙ্গ কার্টুন প্রতিযোগিতা করা হয়। যা শুধু ঈমান ধ্বংসের কারণই নয় বরং এই কাজের কারণে তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপমানকারীরা, ব্যাঙ্গকারীরা, বিদ্রুপকারীরা অতীতেও তওবা ও ক্ষমার সুযোগ পায়নি, আজও পাবে না ইনশাআল্লাহ।

আউস গোত্রের সাহাবী কর্তৃক কাব বিন আশরাফকে হত্যা, খাযরায গোত্রের সাহাবী কর্তৃক আবু রাফেকে হত্যা, কাবা ঘরের গিলাফ ধরে থাকা ইবনে খতালকে হত্যা এবং যে সকল মহিলা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে খারাপ কবিতা পড়েছিল তারা দাসী এবং মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে ক্ষমা না করে হত্যা করার ঘটনাগুলো কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের জন্য দলিল হয়ে থাকবে।

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا.

"আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের উপর আদেশ করছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত বসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়। (এমনটি করলে) তোমরা তো তাদের মতই হয়ে গেলে। আল্লাহ তা'আলা সব কাফির ও মুনাফিকদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" [সূরা নিসা: ১৪০]

৫। যাদু:

যাদুর মধ্যে রয়েছে (যাদু-মন্ত্র দ্বারা) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা; উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা। তাছাড়া "তাওলার" আশ্রয় নেয়া। তাওলা হচ্ছে (যাদু মন্ত্রের সাহায্যে) স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বশীভূতকরণ, যাতে স্ত্রীর ভালবাসায় স্বামী পাগল প্রায় হয়ে থাকে। এটা শিরক হওয়ার কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা বিপদাপদ দূর করা এবং উপকার বা কল্যাণ সাধনের বিষয়টিকে গাইরুল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

অর্থ: "তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না।" [সূরা বাক্বারা : ১০২-১০৩]

৬। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও সহযোগিতা করা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! ইহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।" [সূরা মায়েদা: আয়াত ৫১]

বলার অপেক্ষা রাখে না সৌদি আরবসহ সারা বিশ্বের মুসলিম নামধারী শাসকরা আজ এতে লিপ্ত। চারদিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর যেই প্রান্তেই একদল মর্দে মুজাহিদ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য দাঁড়াচ্ছে, তাঁদেরকে এই মুসলিম নামধারী তাগুত নেতারা অমুসলিম কাফের তাগুত শাসকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। আর মুসলিম নামধারী অনেকে ইহুদী-খ্রিস্টান, তাগুত শাসকদের সাথে মুখে মুখ আর সুরে সুর মিলিয়ে মর্দে মুজাহিদদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি নামে নামকরণ করছে।

আর এই মুসলিম নামধারী তাগুত শাসকেরা নিজেদের ভূমিকে খুলে দিয়েছে এই ইহুদি খ্রিস্টান শাসকদের জন্য এবং নিজেদের সেনাবাহিনী দ্বারা তাদের অবিরাম মদদ দিয়ে চলছে। এমনকি এই মর্দে মুজাহিদদের অবর্তমানে তাদের বিবি বাচ্চাদেরও তুলে দিচ্ছে এই বিধর্মী তাগুত শাসকদের হাতে।

৭। মূর্তি, প্রতিমা, মানব রচিত সংবিধান ইত্যাদিসহ অন্যান্য তাগুতকে সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার জন্য শপথ করা:

অন্তরে আল্লাহর দ্বীনের স্থান হবে ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে। দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং গাইরুল্লাহর প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে। দ্বীনের প্রকাশ হবে মুখে স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং কুফরী কথা পরিত্যাগের মাধ্যমে। এমনিভাবে দ্বীনের স্থান হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কার্যকর করা এবং যাবতীয় কুফরী কর্ম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে।

এ তিনটি বিষয়ের কোনো একটি বিষয়ে যদি বান্দা ভিন্নমত অবলম্বন করে তাহলে সে কুফরী করলো এবং দ্বীন পরিত্যাগ করলো বলে বিবেচিত হবে।" [আদদুরার আস সানিয়া: ৮/৭৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি মূর্তি প্রতিমা বা মানব রচিত সংবিধানকে সম্মান দিল অথবা এগুলো রক্ষার জন্য শপথ করল, সে মূলত: তাগুতকে স্বীকার করে নিল। আর তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতিত কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮। মুহাব্বত ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথবা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা: আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায় এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহব্বত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী।" [সূরা বাক্বারা : আয়াত ১৬৫]

এই আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য গাইরুল্লাহকে ভালবাসা কাফেরদের স্বভাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল গাইরুল্লাহকে ভালবাসা কুফরী কাজ; যা ঈমান ভঙ্গের একটি কারণ।

৯। যে ব্যক্তি মনে করে যে, নবী সা. এর নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য বিধান পরিপূর্ণ বা উত্তম:

মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থ: "না, (হে মুহাম্মদ) তোমার রবের কসম! তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা করবে, সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করবে।" [সূরা নিসা : আয়াত ৬৫]

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থ: "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে আমি আজ পরিপূর্ণ করে দিলাম ও আমি সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের উপর আমার নিয়ামত এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে কবুল করলাম।" [সূরা মায়েদা : আয়াত ৩]

অতএব যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিদায়াতের চেয়ে অপর কারো হিদায়াত অধিক পূর্ণাঙ্গ অথবা রাসূলের দেয়া বিধি-বিধানের চেয়ে অপর কারো বিধি-বিধান অধিক সুন্দর। তবে সে ব্যক্তির ইসলাম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

আজকাল লক্ষ লক্ষ মুসলিম নামধারী ব্যক্তি এ ধরনের বিশ্বাসে লিপ্ত। কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও আইন বিধানের চেয়ে অন্যদের আবিষ্কৃত এ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে অধিক সুন্দর মনে করছে। কেউ আবার রাসূলের হিদায়াতের চেয়ে বিভিন্ন ভন্ড, ভ্রান্ত পীর-ফকীরদের তরীকার হিদায়াতরূপী বিদয়াতকে অধিক পূর্ণাঙ্গ মনে করছে।
জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র সুফীবাদ ইত্যাদির প্রেমিকরা কি প্রকৃত অর্থে মুসলিম থাকতে পারে?

১০। যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত কোন বিষয়কে অপছন্দ করে:

যে ব্যক্তি রাসূলের আনীত কোন জিনিসকে ঘৃণা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও বাহ্যিক ভাবে সে এর উপর আমল করে। ইরশাদ হচ্ছে-

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

অর্থ: "এটা এজন্য যে, এরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাকে ঘৃণা করে, ফলে আল্লাহ তাদের আমলকে বাতিল করে দিয়েছেন।" [সূরা মুহাম্মাদ: ০৯]
আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমকেই পর্দা, দাঁড়ি, ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী শিক্ষা, আযান ইত্যাদিকে ঘৃণা করতে দেখা যায়। এ ধারাটি এদের উপর প্রযোজ্য। আর মুসলমান নামধারী কিছু মুরতাদ-কাফের আছে আমাদের সমাজে। তাদেরই একজন বলেছেন, আযান শুনলে আমার বেশ্যার আওয়াজের কথা মনে পড়ে। এদের উপর মুরতাদের হত্যা বিধান কার্যকর করা খুবই জরুরী।

১১। কোন কোন মানুষকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীআতের উর্দ্ধে মনে করা:

ঐ ব্যক্তি কাফের, যে মনে করে যে, কিছু মানুষ চেষ্টা-সাধনায় এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যে, তখন তার আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়ত মান্য করার প্রয়োজন থাকে না। এ ব্যাপারে তারা মুসা (আ.) ও খাজির (আ.) এর ঘটনাকে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে।
অথচ সে ঘটনার সাথে তাদের এ ধারনার আদৌ কোন সামাঞ্জস্য নেই। কেননা, প্রথমত খাজির (আ.); মুসা (আ.) এর সম্প্রদায় ও তাঁর (মুসার) নবুয়্যাত সীমানার বাইরে ছিলেন।
দ্বিতীয়ত: বিশুদ্ধ মতে খাজির (আ.) সৃষ্টির ভাঙ্গা-গড়া বিষয়ক নবী ছিলেন। তাই তিনি মুসা (আ.) এর শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।
অনেক ভ্রান্ত বাতেনী মারেফতপন্থী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়ার বাইরে মনে করে। তারা বলে, আমরা তো হাক্বীকতের মঞ্জিলে পৌঁছে গেছি। অতএব সাধারণের জন্যে উপযোগী শরীয়ার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। অথচ রাসূল সা. বলেন:

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

অর্থ: "এ উম্মাতের কোন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান যদি আমার কথা শোনে, অতঃপর আমার উপর ঈমান না আনে, তবে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।" [সহীহ মুসলিম: ৪০৩]
আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী ও তাঁর রাসূল সা. কে বলেন:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

অর্থ: "আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদাত কর মৃত্যু আসা পর্যন্ত।" [সূরা হিজর: ৯৯]
সুতরাং বুঝা গেল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কারো জন্যই রাসূলের শরীয়ার বাইরে যাবার কোন সুযোগ নেই।

১২। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া:

আল্লাহর বাণী:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

অর্থ: "আর তাঁর চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে।" [সূরা কাহাফ: আয়াত ৫৭]
অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ

অর্থ: "যারা কাফের তারা ভীতি প্রদর্শিত বিষয়সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সূরা আহকাফ: ৩]
আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নেই। অনেকে আছেন কয়েকটা ডিগ্রী লাভ করেও অজুটা ঠিকমত করতে পারে না। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন ফজরের সালাত বার রাকাত।
অনেকে পূজামন্ডপে বা আশ্রমে গিয়ে সুপ্রসন্ন ও সন্তুষ্টচিত্তে ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি - অভিবাদন, শঙ্খ ধ্বনির অভিনন্দন গ্রহণ করে পৌত্তলিকদের হাতে, নিজের কপালে সিঁদুর-তিলক লাগালে কী হয়, সে মাসআলাটুকুও জানে না।
তিনি কি তখন আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের উম্মাত থাকেন না কি রাম-দাস হয়ে যান সে পার্থক্যটুকুও জানার সৌভাগ্য ও জ্ঞান তার নেই।

আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জানার এ অনাগ্রহ ও অনীহাকেই সর্বশেষ এ ধারায় সর্বসম্মতভাবে ওলামায়ে ইসলাম কুফুর বলেছেন। এক কথায় আল্লাহর দ্বীন শেখা থেকে বিরত থাকা, দ্বীনি বিধান অনুযায়ী আমল না করা ও দ্বীন কায়েম করার আন্দোলন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে বিরত থাকাই হল দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা। যারা দ্বীন থেকে বিমুখ থাকবে, দ্বীন শিক্ষা করবে না, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জান মাল বাজি রাখবে না বা জিহাদ ও কিতালকে এড়িয়ে চলবে, তাদের মুসলিম দাবী করার অধিকার নেই। তাদের পুণরায় ঈমান নবায়ন করতে হবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার আল হাফিয নামের উসীলায় ঈমান ধ্বংসকারী আকীদাহ, কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এবং আপনার আর রহমান, আর রাহীম ও আল গাফুর নামের উসীলায় আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিন। আমীন।

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

[illegible]

ওলামায়ে কিরাম জিহাদের জন্য পৃথক পৃথক অনেক লক্ষ্য উদ্দেশ্য উল্লেখ [illegible] আমরা এর সাথে আরো অনেক উদ্দেশ্য [illegible]

[illegible] মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা [illegible] অনেক প্রপাগান্ডা করে আসছে এবং এই বুলি আওড়াচ্ছে যে, -বাধ্য করে কাউকে মুসলিম বানানোর পথ হল জিহাদ। আর মুসলিমরা কোন দলিল প্রমাণ ছাড়া শুধু [illegible] বিশ্বময়। এ উদ্দেশ্য সাধনেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কুফুরী বিশ্বের উপর। [illegible] তাদের একমাত্র অবলম্বন। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মের প্রতি আহবান মোটেই ছিল না তাদের কাছে।

তারা এসব কথা পূর্বেও বলেছে এখনো বলছে। এর কারণ হল, দ্বীন ইসলামের প্রতি শত্রুতা আর ইসলামের দাওয়াত ও [illegible] আবর্জনায় পৃথিবীর পরিবেশকে দূষি করে রেখেছিলো এবং সব সময় সত্যকে অনুধাবন ও হক্বের দিকে অগ্রযাত্রার পথে বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

বাধ্য করে ইসলাম গ্রহণ করানোই যদি জিহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে জিযিয়া আদায়ের শর্তে (কর দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে আপন ধর্মে বহাল থাকা) যুদ্ধ বন্ধ করার [illegible] জিহাদ মানে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। ইতিহাসের কোথাও এ কথা খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, মুসলিমরা কোন রাষ্ট্র জয় করার পর কোন কাফিরকে বাধ্য করেছে ইসলাম গ্রহণ করতে। বরং ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায় [illegible] কাফিরদেরকে তাদের ধর্ম কর্ম পালনে পূর্ণ সুযোগ দিয়েছে। অতঃপর তারা ইসলামের অনুপম আদর্শ, উত্তম চরিত্র [illegible]

[illegible] জায়েয নেই। আরো এমন কত জবাব কত অলিক কথা-বার্তা। যার প্রমাণ কুরআন সুন্নাহ এবং ফিকহে ইসলামী এমনকি উম্মাতের ১৪০০ বছরের কর্মধারার কোথাও পাওয়া যাবে না। বর্তমান যুগে অনেক মুসলিম এ বিষয়ে বিভ্রান্তির শিকার। তাই আমরা বিষয়টিকে একটু বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করবো। [illegible] কুরআন হাদীসে বর্ণিত জিহাদ সং[illegible] বিধানাবলী ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য আমাদের আগে জানতে হবে, ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে জিহাদের উপর কয়টি স্তর অতিবাহিত হয়েছে এবং কখন জিহাদের বিধান চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

কুরআনে বর্ণিত জিহাদের স্তর সমূহঃ

প্রথম স্তর :

এটা হলো ধৈর্য্যের স্তর। সকল অত্যাচার [illegible] পক্ষ হতে যত নিপীড়ন আসে, সব মুখ বুজে সয়ে যাও, প্রতিবাদ করতে যেওনা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.

অর্থ: "সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার করো এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" (সূরা হিজর ১৫, আয়াত ৯৪)

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[illegible] وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف : ١٩٩]

অর্থ: "তুমি ক্ষমা প্রদর্শন করো এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক।" (সূরা আ'রাফ ৭, আয়াত ১৯৯)

রাসূলুল্লাহ [illegible] এ সময় সাহাবাদের বলেছেন,

[illegible]

অর্থ: "[illegible]" ([illegible])

[illegible] (কুরতুবী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮)

জিহাদের দ্বিতীয় স্তর :

এ পর্যায়ে এসে কিতালের বৈধতা প্রদান করা হয়। তবে ফরজ করা হয়নি। সার কথা হল তোমরা অনেক নিপীড়িত হয়েছ, তাই যদি ইচ্ছে হয় তবে কিতাল করতে পার। তোমাদের অনুমতি দেয়া গেল। এ সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

অর্থ: "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে বিজয়দানে সক্ষম।" (সূরা হজ্জ ২২, আয়াত ৩৯)

ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অনেক সালাফ আলেমগণ [illegible]

[illegible]

প্রতিহত কর। এই স্তর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

[illegible]" (সূরা বাকারা ২, আয়াত ১৯০)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ [illegible]

অর্থ: "অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে যায় অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব উপস্থাপন করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেন নি।" (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৯০)

জিহাদের চতুর্থ স্তর :

সকল কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা। চাই তারা আগে শুরু করুক বা না করুক। মোটকথা হল তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে বা জিযিয়া প্রদান করে। যাতে কুফুরী শক্তি ভূলণ্ঠিত হয়ে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয়, ইসলাম হয় সমুন্নত। এই স্তরের সূচনা হয়েছে নবম হিজরীর হজ্জের চার মাস পর হতে। হজ্জের আমীর ছিলেন আবু বকর রাযি. এবং আলী রাযি.। হজ্জের সময় মক্কায় এই স্তরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবায় এই স্তরের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে তিনি বলেন ঃ

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: "অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা [illegible] করো এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাকো। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবা ৯, আয়াত ০৫)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

অর্থ: "তোমরা লড়াই করো আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা সহস্তে নত হয়ে জিযয়া দেয়।" (সূরা তাওবা ৯, আয়াত ২৯)

[illegible] كُلُّهُ لِلَّهِ.

অর্থ: "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল ৭, আয়াত ৩৯)

এতক্ষণের আলোচনা থেকে বুঝা গেলো [illegible] নাযিল হয় নি। বরং ধীরে ধীরে জিহাদ [illegible] উপর তা চূড়ান্ত হয়েছে যে, আল্লাহর যমীনে যেখানেই কুফুরীর প্রাধান্য আছে সেখানেই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

বিষয়টি একটু বিস্তারিত বললে এমন দাঁড়ায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ তোমাদের উপর ফরজ করে দেয়া হলো [illegible] অবিচ্ছেদ্য অংশ। যতদিন তোমরা এই ফরিযা পালন করবে, ততদিন তোমরা থাকবে শ্রেষ্ঠজাতি আর ইসলাম থাকবে আদর্শ ধর্ম হিসাবে। আর শুনে রাখো! যদি এ বিধান পালনে অবহেলা করো, তবে তোমরা হবে সবচাইতে তুচ্ছ ও নির্যাতিত জাতি। আর পৃথিবী ভরে যাবে অনাচার অত্যাচারে।

সুতরাং এখন আর কারো জন্য এই অবকাশ নেই যে, পূর্ববর্তী স্তরগুলো সংক্রান্ত কোন আয়াত বা হাদিস এনে [illegible]

"যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও কুফ্ফাররা দখল করে [illegible] উপর জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়, ঐ মুহূর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্যে সন্তানের প্রয়োজন হয় না তার পিতা-মাতার কাছ থেকে অনুমতি নেয়া এবং স্ত্রীরও তার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না।" (ইমামুল মুজাহিদীন শহীদ শাইখ [illegible])

[illegible] আনার পর প্রথম ফরজ প্রথম [illegible] (ইমামুল মুজাহিদীন শহীদ শাইখ [illegible])

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের খারাপ আমল ও নফসের খারাবী থেকে আশ্রয় [illegible] দান করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর যাকে পথভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ দেন তাকে হিদায়াতদানকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারের উপর ও তাঁর সাহাবীগণের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

অতঃপর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা এই দ্বীনকে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পছন্দ করেছেন এবং এই দ্বীনের জন্যে সর্বশেষ নবীকে পাঠিয়েছেন, যিনি রাসূলদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহ প্রাপ্ত। তাঁকে পাঠানো হয়েছে তীর ও বর্শা দ্বারা, এই দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। [illegible] দ্বারা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত।

[illegible] রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা। যা নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে এবং যে কাফেরদের অনুসরণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।" ([illegible] সাগীর)

আল্লাহ তা'আলা মানবতার মুক্তির পথ রেখেছেন জিহাদের মধ্যে, কেননা তিনি বলেছেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى [illegible]

অর্থঃ "আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল।" (সূরা বাকারা ২, আয়াত ২৫১)

এভাবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এই বিধানকে মানব জাতির উপর অনুগ্রহ স্বরূপ দান করেছেন এবং এটিকে দ্ব্যর্থহীন করে দিয়েছেন। অন্য কথায় মানব জাতির পূর্ণর্গঠনের জন্যই সত্য-মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে। যেন সত্য সদা বিজয়ী হয় এবং যা কিছু উত্তম তা বিস্তার লাভ করে। এর আরো একটি উদ্দেশ্য হল মু'মিনদের আমল এবং ইবাদাতের স্থানগুলোকে নিরাপদ রাখা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ [illegible] يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

অর্থঃ "আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না [illegible] সাহায্য [illegible] নিশ্চয় [illegible]" ([illegible])

[illegible]

قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থঃ "যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তবে তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন। আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (সূরা তাওবা ৯, আয়াত ৩৯)

মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দিক হল কৃপণতা ও কাপুরুষতা।" (বুখারী, আবু দাউদ)

صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.

প্রতি ভালোব
ঘৃণা।" (আবু
'কিতালের প্র

গিয়েছিলেন। মহা মহিমান্বিত আল্লাহ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ

অর্থঃ "তাঁদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর, যারা সালাত বিনষ্ট করল শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।" (সূরা মারয়াম ১৯, আয়াত ৫৯) তারা তাদের নফসের অনুসরণ করতো

বেলায় থাকে গর্দভের ন্যায় এবং দুনিয়াবী বিষয়ে জ্ঞানী আর আখেরাতের বিষয়ে একদম মূর্খ।" (সহীহ, জামে সাগীর, নং ১৮৭৪)

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ দুই প্রকার :

: (যেখানে হয়।) এক্ষেত্রে কাফিররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে একত্রিত হয় না। এই জিহাদ ফরযে কিফায়া হয়। তবে এটা যদি সকলেই বর্জন করে তাহলে

। আত্মরক্ষামূলক জিহাদ : এটি হলো

একে

তারপর তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদেরও গাফলতি বা জনশক্তির ঘাটতি থাকে

পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুম বর্তাতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঘাটতি পূরণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এটি পুরো দুনিয়ার সকল মুসলিমদের উপর ফরজে আইন হয়ে যাবে।

এই বিষয়ের উপর শাইখ ইবনে তাইমিয়া

ভূমি থেকে) বের করে দেয়া হয়, এটি জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিহাদ। সর্বজন স্বীকৃত যে, দ্বীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে একটি আবশ্যক দায়িত্ব। ঈমান আনার পর প্রথম

পার্থিব ও দ্বীনের উপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে ওজর-আপত্তির কোন সুযোগ নেই। যেমন, সরবরাহ অথবা পরিবহন ব্যবস্থা না থাকাকে ওজর হিসাবে পেশ করা। বরং যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, তা নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। আলিমগণ, আমাদের সহকর্মীগণ এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ের উপর একমত।"

ইবনে তাইমিয়া রহ. কাজীর বক্তব্যের প্রতি দ্বিমত পোষণ করেন, যিনি যানবাহনকে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করে বলেছিলেন, "জিহাদ যদি কোন দেশে ফরজে আইন হয়, তখন হজ্জের ক্ষেত্রে যেমন যানবাহন থাকা জরুরী ঠিক

(যদি শত্রুদের দূরত্ব সফরের দূরত্বের সমান হয়)

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. আরও বলেন, "কাজী হজ্জের সাথে তুলনার ক্ষেত্রে যে কথা বলেছেন, তা এর পূর্বে অন্য কেউ বলেনি এবং এটি হচ্ছে একটি দূর্বল উক্তি। জিহাদ ফরজ কারণ এর মাধ্যমে শত্রু কর্তৃক ক্ষতিকে দূর করতে হয় এবং এই কারণেই এটি হজ্জের উপর

উবাদা বিন সামিত রাযি হতে বর্ণিত, নবী

মুসলিমদের উপর বাধ্যবাধকতা এই যে, তাকে শুনতে হবে ও মানতে হবে, কঠিন এবং সহজ সময়ে সর্বাবস্থায়, তার পছন্দ হোক বা না হোক এবং যদিও তার অধিকার তাকে না দেয়া হয়। তাই এই আবশ্যক দায়িত্বের একটি খুঁটি হচ্ছে জিহাদে বেরিয়ে পরতে হবে। যদিও আমাদের কঠিন অথবা সহজ সময় হয়।

যেভাবে হজ্জের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, ফরজ কাজগুলো কঠিনতর সময়গুলোতেও বহাল থাকে এবং এটা হলো আক্রমণাত্মক জিহাদের বেলায়। কিন্তু প্রতিরোধমূলক জিহাদের ক্ষেত্রে এই ফরজ কাজটির প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক গুণ বেড়ে যায়। দ্বীন এবং পবিত্র বিষয়গুলো আগ্রাসী শত্রুদের থেকে রক্ষা করা হলো ' ফরজ। এক্ষেত্রে সবাই একমত। ঈমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রুদের পার্থিব ও দ্বীনের উপরে আগ্রাসনকে প্রতিহত করা।" আমরা এখন এ ব্যাপারে

আক্রমণ চালায়, এমতাবস্থায় জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায় এবং এই ফরজে আইন হয় তাদের উপর, যারা ঐ আক্রান্ত এলাকার নিকটে অবস্থান করছে। যদি নিকটবর্তীদের সাহায্য প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা হতে যারা দূরে

কিফায়া। আর যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাদের নিকটবর্তী

আইন হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে হতে পারে

অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে এটি ফরজে

হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।" (হাশিয়াতুত দুসুকী ২/১৭৪)

তিন. শাফেয়ী মাযহাব :

রামলী লিখিত 'নিহায়াতুল মুহতাজ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "যদি তারা (কাফিররা) আমাদের ভূমিতে আক্রমণ চালায় এবং তাদের ও আমাদের মধ্যকার দূরত্ব হয় যতটুকু দূরত্বে সফরে সালাতে কসরের বিধান বাস্তবায়ন হয় তা অপেক্ষা কম, তাহলে ঐ ভূমির মুসলিমদের উপর তাদের ভূমিকে রক্ষা করা ফরজে আইন হয়ে যায়। এমন কি এটি তাদের উপরও

মহান শাইখ আইমান আল

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু সংশয় নিরসন

JUNE 2012

জিহাদ কুরআন ও হাদীসের একটি বিশেষ পরিভাষা। তার অর্থ হলো দ্বীন ইসলামের প্রতিরক্ষা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। [illegible] ব্যবহার পাওয়া যায়,

[illegible]

(১) অর্থ শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

(২) কোন কাজে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো।
এই অর্থেই বলা হয়ে থাকে মোজাহাদা। কুরআন ও হাদীসে জিহাদ শব্দের বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার পাওয়া যায়, কোথাও শুধু جهاد و مجاهدة এসেছে। কোথাও তার পরে في سبيل الله যুক্ত হয়েছে। কোথাও আবার في الله বা فينا যুক্ত হয়েছে। এমনিভাবে سبيل الله শব্দটিও কখনো একাকী ব্যবহার হয়েছে কখনো جهاد এর সাথে মিলে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক্ষেত্রে জিহাদের অর্থ বিভ্রাট থেকে বাঁচার জন্যে একটি মূলনীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। যা মূলত [illegible] আলোকে গৃহিত ও অধিক নিরাপদ। এতে ভয়াবহ বিভ্রান্তি ও অনর্থক ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।
যেখানে শুধু مجاهدة শব্দ এসেছে অথবা তারপর في الله বা فينا এসেছে। সে আয়াতগুলো "আম" (ব্যাপক)। অর্থাৎ সেখানে জিহাদ শব্দটির আভিধানিক যে [illegible]

এ সকল ক্ষেত্রে মুফাস্সিরগণের নীতি হল তারা ১টি دين শব্দ উহ্য রেখে তাফসীর করেন। যেমন আল্লাহর বাণী,
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} الحج : ٧٨ --- [أي في دين الله
অর্থঃ "আর তোমরা আল্লাহর পথে সর্বশক্তি ব্যয় করো।" (সূরা হজ্জ, আয়াত [illegible])

অর্থাৎ 'যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্যে পূর্ণ [illegible] কর প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদের বহু পথের সন্ধান দেই।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

এই আয়াতদ্বয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য [illegible] করে। যে কেউ যে কোনো পদ্ধতিতে দ্বীনের জন্য কোনো প্রচেষ্টা করবে, সে এই আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য হতে পারবে।

[illegible] مجاهدة মূল ধাতুর সাথে في سبيل الله যুক্ত হয়েছে। অথবা কোথাও শুধু في سبيل الله বলা হয়েছে (যেমনটা যাকাতের হকদার [illegible] এসেছে) তো এই সকল আয়াত দ্বারা جهاد এর খাছ (বিশেষ) অর্থ উদ্দেশ্য। এ কারণেই সূরা তাওবার যেখানেই جهاد শব্দ এসেছে সেখানেই শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী এবং তার অনুসরণে শাইখুল হিন্দ (রহ.) যুদ্ধ করা অর্থ লিখেছেন।
এমনিভাবে হাদীস গ্রন্থগুলোতে ابواب الجهاد ও فضائل الجهاد নামে যে শিরোনামগুলো এসেছে সেখানেও এই বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য। আপনি চিন্তা শক্তিকে জাগ্রত রেখে অধ্যায়গুলো পাঠ করেন। তাহলে দেখবেন في سبيل الله এর [illegible]

এতে বুঝা গেল في سبيل الله শব্দটিও ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। যার সুনির্দিষ্ট অর্থ হল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। কিন্তু শত দুঃখের বিষয় আমাদের [illegible] "আম" (ব্যাপক) করে দিয়েছে। এমনকি শুধু "আম"ই নয় বরং নিজেদের কাজের সাথে "খাছ" (সীমাবদ্ধ) করে নিয়েছে।

কারণ তারা দ্বীনের কাজগুলোর মধ্যে শুধু তাবলীগকেই জিহাদ বলে। অন্যান্য দ্বীনি কাজ যেমন তা'লীম, তাদরীস, তাফসীর, [illegible] না। বরং তাবলীগের কিছু সাধারণ সাথী ভাই তো এমন আছে, যারা এগুলোকে [illegible] তা ঢালাওভাবে নিজেদের কাজের জন্য ব্যবহার করা শুরু করেছে। আজ বাধ্য [illegible]

তাবলীগী ভাইদের এই কাজগুলো কোনভাবেই সহীহ হচ্ছে না।

[illegible] ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। কুরআন ও হাদীসে যখন এই শব্দ উল্লেখ করা হয় তখন এর দ্বারা قتال في سبيل الله উদ্দেশ্য হয়। তবে হ্যাঁ কিছু [illegible] হয়েছে। এই মিলানোটুকুই এ কাজগুলোর ফজীলতের জন্য যথেষ্ট। যেমন হাদীসে আছে :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله [illegible]

[illegible]

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলম অন্বেষণের পথকে في [illegible] তুলনা করলেন। এই তুলনা করাটাই তালেবে ইলমের জন্যে ফজীলত। এর থেকে আগে বাড়ার কোন অধিকার কারো নেই। এমনিভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকেও في سبيل الله এর সাথে মিলানো [illegible] جهاد في سبيل الله কে তাবলীগের সাথে "খাছ" করা বা سبيل الله কে "আম" করা [illegible] ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন দাবি ছাড়া কিছুই নয়। এই কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বদা স্মরণ রাখা জরুরী।

মোট কথা এই في سبيل الله পরিভাষাটি কুরআন ও হাদীসে عام(ব্যাপক) না خاص এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে [illegible] আলোচনায় এই কথাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, في سبيل الله একটি বিশেষ পরিভাষা [illegible] الجهاد। অর্থাৎ জিহাদের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তার মানে তাদের নিকটও এটা বিশেষ পরিভাষা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ফজীলতসমূহ একটি বিশেষ কাজের জন্যে নির্ধারিত। কিন্তু তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা في سبيل الله সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে عام (ব্যাপক) করে [illegible]

[illegible] কিতাব থেকে তাবলীগী কাজের জন্য যে মুন্তাখাব নির্বাচিত সংকলন রচনা করেছেন, তাতে জিহাদের অধ্যায় পুরোটাকেই শামেল কারেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট উদ্দেশ্য এটাই যে, তাদের কাজও একটি জিহাদ। এ বিষয়ে মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ. এর সাথে অধমের আলোচনা ও চিঠি আদান প্রদান হয়েছে।

হযরতের মনোভাব এমন ছিল যে, আমাদের তাবলীগী কাজও জিহাদ। তিনি এক চিঠিতে নিজের দলিল হিসাবে এ কথা আমাকে লিখেছেন যে, তিরমিযি শরীফের একটি রেওয়ায়েত তাবেঈ উবায়াহ্ রহ. মসজিদে যাওয়াকে في سبيل الله এর প্রয়োগ ক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। তাহলে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে কেন তা প্রয়োগ করা যাবে না? আমি [illegible]

[illegible] حجت বা দলিল। কিন্তু তাবেঈদের ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর কথা হল هم رجال ونحن رجال অর্থাৎ [illegible] নয়। [illegible] পরিভাষাটিকে عام (ব্যাপক) করতেন তাহলে একটা কথা ছিল।

[illegible] প্রয়োগ ক্ষেত্র হবে? যদিও কোন কোন ভাইকে বলতে শুনা যায় تبليغ هي ديني كام هي তাবলীগই দ্বীনী কাজ। হযরত রহ. এমনটা বলতেন না। যদিও তিনি هي "একমাত্র" ব্যবহার না করে بهي "ও" বলতেন। অর্থাৎ তাবলীগও দীনী কাজ। কিন্তু তাবলীগ জামাতের সাধারণ ভাইয়েরা بهي "ও" কে هي "ই" দ্বারা পাল্টে দিয়েছে। মোটকথা, তারা [illegible] তারা হয়তো হাকীকী জিহাদকেও জিহাদ [illegible]

[illegible] পর শ্রদ্ধেয় মাওলানা ওমর পালনপুরী সাহেবের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে আর কোন চিঠি আসেনি।

কোন এক চিঠিতে শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব একটি যুক্তি পেশ করে ছিলেন যে, জিহাদ হল حسن لغيره (সত্তাগত ভালো নয় অন্য কারণে ভালো) বাহ্যিক দৃষ্টিতে জিহাদ হল জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা। আর দাওয়াতে তাবলীগ স্বয়ং حسن لذاته (সত্তাগত ভালো) এটা হল আল্লাহ তা'আলা ও সৎকাজের প্রতি দাওয়াত সুতরাং যে সব ফজীলাত ও সওয়াব حسن لغيره এর জন্যে, তা حسن لذاته এর জন্যে কেন হবে না?

আমি উত্তরে আরজ করেছিলাম এভাবে قياس (যুক্তি) দ্বারা সওয়াব সাব্যস্ত করা গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা কিয়াসটা শরঈ আহকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সওয়াব বা ফাজায়েল এবং এ জাতীয় অন্যান্য توقيفي বিষয়ে কিয়াস চলে না। (তাওকীফী বলা হয় এমন বিষয় যার বাস্তবতা বান্দার বিবেক দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। যেমন কোন্ সূরা পাঠে কি [illegible] ব্যবহার করে কোন [illegible] পৌঁছার অধিকার শরীয়ত কাউকে দেয়নি। বরং কুরআন ও হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে, তা সেভাবেই বহাল রাখতে হবে।)

অর্থাৎ এসকল স্পষ্ট বিষয়ে কুরআন [illegible] সওয়াবের কম বেশী কষ্টের অনুপাতে হয়ে থাকে। (যেমন হাদীসে দূর থেকে [illegible] কথা বলা হয়েছে) আর আল্লাহই ভালো জানেন, কোন কাজে কি পরিমাণ কষ্ট ও এর সওয়াব কি হবে। দুনিয়ার মানুষ এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। স্পষ্ট কথা হল, কষ্টের বিবেচনায় পারিভাষিক جهاد في سبيل الله এর ধারে কাছেও তাবলীগী কাজ পৌছতে পারবে না। এরপরও কিভাবে জিহাদের সওয়াব ও ফজীলাত ঐ [illegible] ব্যবহার করেন নি।

[illegible]

আমি তাকে নিজের থেকে অনেক বড় মনে করি। তিনিও আমাকে মহব্বত করেন। তাছাড়া তিনি এতটাই বয়স্ক হয়েছেন যে, আমার আলোচনা তার অসন্তুষ্টির করণ হতে পারে।

হ্যাঁ! বিশিষ্ট তাবলীগী হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ বালিয়ায়ী এর সাথে আমাকে আলোচনা করিয়ে দিন। তিনি ইলমী মানুষ। আর ইলমী মানুষ আলোচনার মাঝে রেগে যাবেন না। পরে তাদের কারো সাথেই আর আলোচনা হয় নি। ইতিমধ্যে তাঁরা তিনজনই মারা গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেব নেক কাজের প্রতিদান দান করুন। আমীন।

ফায়দা :

[illegible] هي "ই" এর কথা হয়েছে। এটা একটি উদাহরণ দ্বারা ভালোভাবে বুঝা যায়। হিন্দুস্তানে একটি বড় হিরোক খন্ড, কোহিনুর। এটা অত্যন্ত মূল্যবান হিরা। যদি তা হাত থেকে পরে ছোট বড় পাচঁ টুকরা হয়ে যায় তাহলেও এ টুকরাগুলো মূল্যহীন হবে না। প্রতিটি টুকরার কিছু না কিছু মূল্য থাকবেই।

কিন্তু কোন টুকরার এই অধিকার নেই যে, সে বলবে, আমিই ঐ কোহিনূর। হ্যাঁ প্রতিটি টুকরা একথা বলতে পারবে যে, "আমিও কোহিনুর" মানে উহার একটি অংশ।

উক্ত উদাহরণ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, [illegible] সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর সকল কাজ একটি পূর্ণ 'কোহিনুর' ছিল। তারাঁ একই [illegible] ফকীহ, মুজাহিদ ছিলেন এবং তারা রাজ্যও চালাতেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই সব কাজ পৃথক পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে কোন দ্বীনী কাজকারীরা এ কথা বলতে পারেন যে, আমিও সাহাবী ওয়ালা কাজ করি। কিন্তু কারোরই এ অধিকার নেই যে, সে বলবে, আমিই [illegible] বিষয়টি বুঝার তাওফীক দান করুন এবং যে সব ভুল-ত্রুটি হচ্ছে তার সংশোধন করুন। আমীন।

-সূত্রঃ তোহফাতুল আলমায়ী।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(১) [illegible]

(২) [illegible]

(৩) [illegible] অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ দেন, তখন তাদের উপর এটি ফরজে আইন হয়ে যায়।" (আল মুগনি ৮/৩৫৪) এবং [illegible] নিকটবর্তীদের উপর তাদেরকে বহিস্কার করা ফরজে আইন হয়ে যায়। কারণ [illegible] এক্ষেত্রে জিহাদে বের হওয়ার জন্যে পিতা-মাতা অথবা ঋণদাতার [illegible] একমত পোষণ করেছেন।" (ফাতওয়া আল কুবরা,৪/৬০৮)

উল্লেখিত চার মাযহাবের দালায়েল থেকে এ কথাটি [illegible]

[illegible]

আন্তর্জাতিক জিহাদ : বিভিন্ন সংশয় নিরসন

[illegible] -এর [illegible]
বিভাগীয় প্রধানঃ তানজিম আদ-দাওয়া, আল কায়েদা পাকিস্তান।

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ [illegible]

[illegible]

[illegible]

আলোচনা করবো ইন্‌শাল্লাহ। সবার আগে আমরা উস্তাদ আহমেদ ফারুকের কাছ থেকে তানজীম আল-কায়দার পরিচিত জানতে চাইবো।

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : আল- [illegible] আলা রাসুলিল্লাহ। ওয়া আলা আলিহী [illegible]

তানজীম কায়দাতুল জিহাদ, যা সারা বিশ্বে আল-কায়দা নামে পরিচিত। এটি [illegible] শাইখ ওসামা বিন লাদেন (আল্লাহ্‌ তাঁকে সকল খারাপ কিছু থেকে হিফাজত করুন, জিহাদের এই পথের উপর দৃঢ় থাকার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের উপর তিনি বরকত দান করুন।)

মূলতঃ এর পরিচিতি এতটুকুই। তবে আল-কায়দার পরিচয় দেয়ার আরেকটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হল, এখন এটি কেবল একটি তানজীমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই - যেখানে কিছু অনুসারী ও সমর্থক থাকে। বরং এটি এখন একটি মানহাজের নাম। [illegible]

যেখানেই এই উম্মতের মুক্তি ও এর পক্ষে ক্বিতালের কথা শোনা যায়, সেখানে [illegible] আসে। তাই জিহাদ এবং আল-কায়দা এই দু'টি শব্দ এখন একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করলে এটি এখন আর [illegible] এবং আমরা তাঁদের থেকে এবং এ বিষয়ে শেষ কথা হল যখন আমরা তানজীম নিয়ে আলোচনা করছি, এটি তো এই যুগের নাজেলাতুন মিনান নাওয়াজেল। কারণ বর্তমানের মুসলিমদের উপর এমন শাসকেরা এসে চেপে বসেছে, যারা নিজেরা তো জিহাদের দায়িত্ব পালন করছেই না, উল্টো তারা জিহাদের পথে প্রথম বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে এটি শুধু কোন তানজীমের একক কোন [illegible]

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ [illegible]

مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

অর্থঃ "আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ

আস-সাহাব : আল-কায়দার ব্যাপারে সাধারণদের মধ্যে বলতে শোনা যায় যে, এটি শুধু আরব ভিত্তিক একটি তানজীম। তাহলে পাকিস্তানের মানুষ এখানে কিভাবে অন্তর্ভূক্ত হল?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : এ ব্যাপারে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, যাঁরা এর

অধিকাংশই আরবদের মধ্য থেকে ছিলেন আর এখনও আল-কায়দার বড় একটি অংশ আরব মুজাহিদীনদের মধ্য থেকে আছেন। কিন্তু এটি না এর পরিচিতির কোন অংশ আর না এর সাথে শরীক হওয়ার জন্য এটি কোন শর্ত। এ বিষয়ে

ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে ক্বিতালরত একটি মাজমু'আর নাম। তাই যে কেউই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বীদার

(আলজিরিয়ার) মধ্যেও আল-কায়দা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক একইভাবে ইরাক, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যেও আল-কায়দা কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও যদি আমরা দেখি যারা আমেরিকায়

অথবা বিশ্বের অন্য কোনখানে সেখানকার মুসলিমরাও এর সাথে সামিল রয়েছেন। এখানে সব জায়গা থেকেই মানুষ শরীক হচ্ছে আর ঠিক একইভাবে পাকিস্তানের মানুষও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার মত কোন কিছুই নেই।

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : দেখুন! এটি তো আমাদের নিজস্ব মনগড়া কোন সিদ্ধান্ত নয়, আল্লাহ্‌র গোলাম ও বান্দা হিসেবে

এটি এমন এক ফরয ইবাদত, যার জন্য আমরা দুনিয়াতে এসেছি, যে ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থঃ "আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।" (সূরা জারিয়াত ৫১, আয়াত ৫৬)

একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের জীবনের

একইভাবে আল্লাহ্‌র কালেমাকে কিভাবে সবার উপরে তুলে ধরা যায় এবং নবুয়তী

বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, কিছু

তার আলোকে জিহাদ এখন ফারদুল 'আইন। ফুকাহাগণ যে সকল পরিস্থিতে

১) মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত জায়গাও যদি কুফ্‌ফাররা দখল করে নেয়।

২) মুসলিমদের থেকে কোন পুরুষ অথবা

করে ফেলে।

৩) অথবা মুসলিমদের শাসক যদি মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগী) হয়ে যায়, তাহলে তাকে সরানোর জন্য জিহাদ ফারদুল আইন হয়ে যায়।

আজ আমরা যদি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে যাই, তাহলে একদিক থেকে নয় বরং সব দিক থেকেই আমরা দেখবো যে আজ পূর্বের চেয়েও আরো জোড়ালোভাবে জিহাদ ফারদুল 'আইন হয়ে গেছে।

আমরা জিহাদের রাস্তাকে কেন বেছে নিয়েছি? এ কারণেই বেছে নিয়েছি যে,

'আইন মনে করি, শুধু আমাদের উপরেই নয়, বরং পুরো উম্মতের উপরেই জিহাদ

শারিয়াহ্ অনুযায়ী শাসন করা হচ্ছে। আমাদের এক দু'জন ভাই নয় বরং আলেমগণ এমনকি আফিয়া সিদ্দীকির মত

তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে আজ এই উম্মত এমন এমন পরিস্থিতির উপর দিয়ে যাচ্ছে যা পূর্বে না এই উম্মত দেখেছিল আর না নীরবতার সাথে তা সহ্য করেছিল। উদাহরণতঃ আল্লাহর কিতাবের সাথে একবার নয় বার বার অবমাননা করা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم -যাকে আমরা আল্লাহ্ (তা'আলা)-র পরে না অন্য কাউকে বেশি ভালোবাসি অবমাননা করা হচ্ছে। আর এতগুলো বিষয় একত্রিত হওয়ার পরও যদি আমরা জিহাদের জন্য না দাঁড়াতাম, তাহলে আল্লাহ্র আযাব আসার আশংকা ছিল। সুতরাং এটিই হচ্ছে মৌলিক কারণ যেজন্য আমরা জিহাদের পথকে বেছে নিয়েছি।

আস-সাহাব : কিছু মানুষ যারা দাওয়াতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, তারা বলে থাকেন যে, মুজাহিদীনরা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াহ ও তাবলীগের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : অবশ্যই না, এটি কিভাবে সম্ভব? আমি এর পূর্বেও বলেছি যে, আমরা তো আর যিনি আমাদের উপর জিহাদকে ফরয করেছেন। তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন

তাই ইসলামের মধ্যে যতগুলো আহ্কামাত রয়েছে, তা জিহাদই হোক দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি সবগুলোকেই আমরা আমাদের উপর ফরয মনে করে থাকি। মুজাহিদীনদের তো মুসলিমদের থেকে ভিন্ন অন্য কোন আক্বীদা নেই। তবে প্রত্যেকটি হুকুম শারিয়াহ্ যেভাবে বর্ণনা করেছে এবং ফুকাহাগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে ঠিক ঐ অবস্থানেই রাখা উচিত। তাই দাওয়াহ-কে আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করে থাকি এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়টিও জানা থাকা উচিত যে, কিছু কিছু পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যখন জিহাদ ফারদুল 'আইন হয়ে যায় আর দাওয়াহ্ হয়ে যায় তখন ফারদুল কিফায়া।

আর যখন জিহাদ ফারদুল 'আইন হয়ে যায়, তখন এমনই একটি বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে উপনীত হয় যে, সকল ফুকাহাগণ লিখেছেন তখন সন্তানকে তার পাওনাদারের কাছ থেকে, দাসকে তার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হয়। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদ যখন ফারদুল 'আইন হয়ে যায়, যখন এর সাথে অন্য কোন কাজ সাংঘর্ষিক হয় তখন জিহাদকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আর আমরাও এই একই আক্বীদা পোষণ করি যে, দাওয়াহর কাজও করবো; যেমনিভাবে আপনার সাথে আলোচনার মাধ্যমে হচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাছে দাওয়াহ্ পৌঁছিয়ে যাচ্ছি। এই দুয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই, তবে যখন কোন প্রকারের বৈপরীত্য আসে অথবা সাংঘর্ষিক হয়, তখন জিহাদকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

না, তা হল দাওয়াহ-এর কাজকে

দাওয়াহ্ দেয়ারও চেষ্টা করেন। এটি তো এই আলোচনার একটি দিক গেল আর এই আলোচনার আরো একটি দিক হল যা ইমাম শারাখসী (রহ.) বলেছেন, "ক্বিতাল এই জন্য ফরয হয়নি যে শুধুমাত্র যুদ্ধ করা হবে, বরং এটি ফরয হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াহ্ পৌছানো হয়।" তাই ক্বিতাল স্বয়ং দাওয়াহ্-এর একটি মাধ্যম। তিনি এর পরে বলেন, "দাওয়াহ্-এর দু'টি ধরণ রয়েছে, এক ধরণের হচ্ছে তরবারীর মাধ্যমে দাওয়াহ অর্থাৎ ক্বিতাল। আর মাধ্যমে দাওয়াহ্ অর্থাৎ যাকে আমরা তাবলীগ বলে থাকি।"

তিনি এর সাথে আরো উল্লেখ করেন যে, "মুখের মাধ্যমে দাওয়াহ্ অর্থাৎ তাবলীগ হচ্ছে ক্বিতালের চেয়ে সহজতর একটি কাজ। কেননা, ক্বিতাল হচ্ছে এমন একটি আমল যার দ্বারা নিজের জান ও মালকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়। কিন্তু তাবলীগের মধ্যে এমন কোন কাজ করতে হয় না। তাই আমরা এখন দাওয়াহর মধ্যে প্রথম ধরণটি করে যাচ্ছি যা বেশি কষ্টকর ও বিপদজনক কাজ এবং যার মধ্যে বেশি কুরবানী চাওয়া হয়। আর এ বিষয়টি শুধু তাঁর বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, ক্বিতাল ও তরবারীর মধ্যে আল্লাহ্ সুবঃ তা'আলা দাওয়াহ্-এর এক আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া রেখেছেন।

৯/১১ এর বরকতময় হামলার কথা স্মরণ করে দেখুন, এর পরে ইউরোপ এবং আমেরিকায় যে বিপুল পরিমাণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তা ইতিপূর্বে বহু বছর ধরে তাবলীগের কাজের মাধ্যমেও সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিছু সংখ্যক ভাইয়ের জীবনের কুরবানীর ফলে ছায়াতলে আসার জন্য এক দাওয়াহর মাধ্যম তৈরি হয়েছিল। শাইখ ওসামা বিন লাদেন (রহ.) এক আলোচনার মধ্যে

হযরত আবু বকর রাযি. হযরত উমর রাযি. হযরত উসমান রাযি. হযরত আলী রাযি. প্রমূখ সাহাবীগণ তখন দাওয়াহ্ দিচ্ছিলেন। সেখানে তের বছর যাবৎ দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর এক শত-এর কিছু বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু মৌখিক দাওয়াহর কাজ করা হচ্ছিল, আর ঠিক এর কিছুদিন পর অর্থাৎ মাদানী সময়ে যখন জিহাদকে ফরয করা হল এবং মক্কা [illegible] সামনে আনা হল এবং তাদেরকে প্রিয় নবীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল যে তিনি কেমন ব্যক্তি, তখন তারা উত্তরে বলতে লাগলো, 'আপনি একজন সম্ভ্রান্ত পিতার সম্ভ্রান্ত সন্তান'।

এ জন্যই শাইখ উসামা (রহ.) বলেন, এ রকম কেন হল?

যেই ইসলাম তাদের তের বছরের মৌখিক দাওয়াহর মাধ্যমে বুঝে আসে নি, এখন তা অতি অল্প সময়ে কিভাবে বুঝে এসে গেল? তা এ কারণে হয়েছে যে, তরবারী হক্ব কথাকে বুঝতে সহায়তা করে। [illegible] ক্ষেত্রেই এমন নয় যে শুধু প্রমাণ দেখেই দাওয়াহ্-কে কবুল করতে শুরু করে দেয়। যাদের নফ্স প্রশান্ত তারা এভাবে কবুল করে নেয়, তবে অনেক মানুষের [illegible] অহংকার এবং স্বেচ্ছাচারিতা তার উপরে বিজয়ী হয়। যার সামনে হক্বের পক্ষ থেকে প্রমাণ পেশ করার পরও [illegible] ধরণের অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করে। তাই এ ধরণের মানুষের জন্যই যখন তরবারী এসে পরে এবং শক্তির শুধু প্রদর্শনী করা হয়, এখানে গর্দনের আঘাত করার কথা বলা হচ্ছে না শুধু প্রদর্শনী করা হয়, তখন সে সহজভাবে দাওয়াহ্ কবুল করে নেয়। আর আমরা এই [illegible] কাজ করছি না, বরং দাওয়াহর রাস্তায় যে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে স্বীকার করেছি, এই অপরাধে আর কত রক্ত চায় পৃথিবী আমাদের কাছে? শতাব্দির রক্তস্রোতও কি [illegible] নেভাতে? পৃথিবীর আর কোন জাতির [illegible] থেকে এত রক্ত কি ঝরেছে? আর কোন [illegible] হয়েছে কি আর কোন জাতির জনপদ?

[illegible] কবে নিরাপদ হবে? কোথায় আজ জাতিসংঘ ও তার নিরাপত্তা পরিষদ? কেন

[illegible] বোনের লুণ্ঠিত আবরু ইজ্জতের? অপরাধ প্রমাণিত এবং অপরাধীও চিহ্নিত। কেন বিশ্ব বিবেক এত নিরাসক্ত, আমেরিকা তবু কেন চোখ থেকেও অন্ধ?

[illegible] না শান্তি চায়। তালেবান পররাজ্যের দখল চায় না, মুসলিম ভূমির নিরাপত্তা চায়, সেখানে তারা আল্লাহর শাসন কায়েম করবে এবং দিশেহারা মানবতাকে [illegible] মোড়লদের চোখে এটাই অপরাধ। তাই বিশ্বের একক পরাশক্তি আমেরিকা তার বিশাল সমর সজ্জা নিয়ে প্রায় নিরস্ত্র [illegible] তাহলে কি ধূলায় মিশে যাবে আফগানিস্তান?

[illegible]!

তোমার নাবীর অসহায় উম্মাহর ফরিয়াদ [illegible] রব। আমাদের উপর থেকে ও নীচ থেকে [illegible] ওদের হাতে আছে আধুনিকতম মরণাস্ত্রের বিশাল ভান্ডার, আমরা নিরস্ত্র অসহায়। আমাদের রক্ষা কর।

গনতন্ত্র এ যুগের সবচেয়ে বড় শিরক

মূল ঃ শাইখ আবু [illegible] । অনুবাদ ঃ ইবরাহীম খলীল

গণতন্ত্র... এ যুগের ফিতনা। যা মাখলুককে ইলাহ ও হাকেম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর আল্লাহকে ব্যতিরেকে শরীয়ত প্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থাকে বান্দার জন্য খাছ করেছে। [illegible] ইচ্ছা ও বিচার ব্যবস্থার উপর সমুন্নত করেছে। আর এটাই স্পষ্ট কুফুরী এবং দ্বীন থেকে বিচ্যুতি। সুতরাং যে এগুলোকে বিশ্বাস করবে বা এর দিকে আহবান করবে বা এর দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে বা এর প্রতি সন্তুষ্ট হবে, তাহলে সে কাফের, মুরতাদ। যদিও সে মুখে দাবী করে যে, সে মুসলিম।

সেই শাসক কাফের, যে কুফুরী আইন-কানুন ও মানব রচিত বিধান দ্বারা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে। সেই বিচারক কাফের, যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজেকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ সে আইন প্রণয়ন করে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে (আইন প্রণয়নকারী সংস্থার সদস্য)। এমনিভাবে যে আল্লাহর আইন থেকে ফিরে আসে এবং তাগুতী আইনের কাছে বিচার কামনা করে (অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী আইনের কাছে বিচার কামনা করা -যেমন বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা) এবং [illegible] প্রাধান্য দেয়া (যেমন বাংলাদেশের আইন কানুনকে প্রাধান্য দেয়া আল্লাহর আইন কানুনের উপরে)।

ঐ শাসক কাফের, যে কুফুরী ও শিরকী আইন দ্বারা বিচার করে এবং ঐ শাসক, যে তাগুতী, কুফুরী ও শিরকী আইনগুলোকে রক্ষা করে এবং যারা তাগুতী কুফরী ও শিরকী আইন পরিবর্তন [illegible] শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করে। সুতরাং সে [illegible] এমপি, মন্ত্রি, ও আদালতের বিচারকগণ - [illegible] প্রণয়ন করে, সকলেই বিচারক এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এরা সকলেই কাফের। সুতরাং যার মাঝেই উপরোল্লেখিত কোন একটা [illegible], মুরতাদ। তার আনুগত্য করা যাবে না এবং মুসলিমদের উপর তার কোন কর্তৃত্বও নেই এবং মুসলিম রাষ্ট্রের উপরও তার কোন কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং যদি সামর্থ থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে এবং জিহাদ করতে হবে। উপরোল্লেখিত কারণ সমুহের কুরআন থেকে দলিল,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

অর্থঃ "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।" (সূরা মায়েদা ৫, আয়াত ৪৪) (শানে নুযুলসহ এই আয়াত [illegible]

[illegible]

অর্থঃ "তার বিধানে তিনি কাউকে শরীক করেন না।" (সূরা কাহাফ ১৮ঃ আয়াত ২৬)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ

অর্থঃ "তাদের কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি তিনি তাদের দেন নি।" (সূরা শুরা ৪২, আয়াত ২১)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا [illegible]

নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাগুতকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে [illegible] বিভ্রান্তিতে [illegible]

[illegible]

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থ: "[illegible]

[illegible]

أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

অর্থ: "আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে যা এর পূর্বের [illegible]

[illegible]

কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং [illegible]

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ [illegible]

[illegible]

অর্থ: "এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রবোচনা দেয় [illegible]

[illegible]

করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব [illegible]

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا [illegible]

[illegible]

মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭, আয়াত ২৫)

[illegible]

করেছেন তা যারা অপছন্দ করে। তাদের [illegible] (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ঃ আয়াত ২৬)

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ.

[illegible]

তাদের ভাব দেখে মনে হয় যেন এই [illegible] দলিল নেই।

[illegible]

বিজয়ের স্বপ্নে পরাজিত তারুণ্য

[illegible]

[illegible] কি? তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য কোন টি? কি হতে চায় তারা?

হ্যাঁ, তাদের কিছু লক্ষ্য আছে। কিছু চাওয়া আছে। আছে কিছু স্বপ্ন। বিজয়ের স্বপ্ন।

কেউ স্বপ্ন দেখে ভালো গায়ক হবার। নোলক, সোনিয়া, বিউটির মতো গান গেয়ে দর্শক নন্দিত ক্লোজআপ ওয়ান হওয়ার। কেউ আবার স্বপ্ন দেখে নায়ক হওয়ার। কেউ হতে চায় লাক্স চ্যানেল আই সুন্দরী প্রতিযোগীতার ষ্টার। হলে হলে তার ছবি চলবে, দর্শক তাকে দেখলে ভীড় করে অটোগ্রাফ চাইবে। ক্যামেরার ঝলক সূর্যের আলোকে ম্লান করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর বাইরে ব্যতিক্রমী বিজয়ের গল্পও [illegible] হিসেবে মূসা ইব্রাহীম নামক এক [illegible] মাস মূসা জ্বরে আক্রান্ত ছিলো।

আর এই ফালতু ইস্যুকে জনগণের মাঝে প্রচার করা এবং মাসাধিককাল যাবত [illegible]

খেলা অন্যতম। ক্রিকেটে আমাদের সোনার ছেলেরা একটি দেশকে পরাজিত করতে পারলে পুরো দেশ সেই বিজয়ের জ্বরে কিভাবে আক্রান্ত হয়, তার দৃষ্টান্ত আমরা অতীতে দেখেছি বাংলাদেশের ক্রিকেট টীম কর্তৃক অন্য দেশকে হারানোর সময়। যুব-তরুণদের মধ্যকার এই ক্রেজকে আরো শত-সহস্র গুন বাড়িয়ে দেয়ার মহান দায়িত্ব (?) পালন করে যাচ্ছেন আমাদের দেশে একচেটিয়া ব্যবসা করা বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানী গুলো।

[illegible] মিডিয়াগুলো ভালো নায়ক, গায়ক, অভিনয় শিলী, সুন্দরী প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হওয়া, ভালো ক্রিকেটার হওয়া, এভারেষ্টের চূড়ায় ওঠার মতো ঠুনকো [illegible] যুবকদের সামনে তাদের জীবনের সাফল্যের মানদন্ড নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

[illegible] সত্বেও অবস্থা যেন সেই তিমিরেই। এই উম্মাহর মূল স্বত্বার মাঝে উন্নতি আর সফলতার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। [illegible]

[illegible]

[illegible] করেছে। তারা এমন একটি নতুন ট্রেন্ড চালু করেছে, যার মাধ্যমে বর্তমানে এক বোতল কোমল পানীয় থেকে শুরু করে [illegible] তরুনীর অর্ধ-উলঙ্গ নাচকে ফরজ করে দিয়েছে। ভাবখানা এমন যে, পণ্য যাই হোক না কেন, তার বিজ্ঞাপনে মুসলিম তরুণ-তরুনীর এক সাথে ঢলাঢলি করে নাচতে হবেই। না হলে সেই পণ্য মানসম্মত হবে না এবং বিক্রিও হবে না!

[illegible] সিম বিক্রি করার জন্য মধ্যরাতে তরুণ-তরুণীদেরকেকে গোপানে তাদের ঘর ছেড়ে বের হয়ে খোলা মাঠে এসে উদ্দাম নৃত্যের তালে তালে নাচার নসিহত করছে। তাদেরকে সুরসুরি দিয়ে বলছে, তুমি আসো নি সাড়া দিতে...

এভাবে তারা এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সম্পদ [illegible]

বিবাহ থেকে তাদেরকে নিষেধ করছে। দূরে সরিয়ে রাখছে। ত্রিশোর্ধ যুবককে না করার। তাকে বলছে, 'আরে ভাই বিয়েতে অনেক খরচ। তাই বিয়ে না করে ১৩০০ টাকা দিয়ে এই মোবাইল সেট কিনেন আর প্রেমিকার সাথে ফাও প্যাচাল পেরে সময় কাটান।'

অথচ একটি সময় ছিলো, যখন মুসলিমরা একটি অঞ্চলকে জালিমের নির্যাতন থেকে

করতো। সেই ভূখন্ডের লোকদের মন জয় করাকেই প্রকৃত বিজয় বলে মনে করতো।

তথা তাওহীদের দাওয়াত

মজলুম মানবতাকে মুক্তি দেয়া।

একটা সময় ছিলো, যখন মুসলিম মা-

বলে দিবে।

জিজ্ঞেস করুন এই সপ্তাহে ইউএস

হবে? কিয়ামতের দিন কোন প্রশ্নের উত্তর

দেয়ার আগে সে এক চুলও নড়তে পারবে না? -দেখবেন অধিকাংশ যুবকই বলতে পারবে না।

কারণ কেউ তার সামনে এসব বিষয়ের

অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

চেতনভাবে আমরা যুবকদেরকে ইসলাম সংক্রান্ত বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে তুলে ধরা হয়, যৌবনকাল হচ্ছে এনজয়

তো বার্ধক্যের জন্য। আগে যৌবনকালে আনন্দ-ফুর্তি করো। নিজের ক্যারিয়ার করার সময় হবে, তখন দেখা যাবে।

নোর পর হজে যেতে হবে। হজ

যুব-তরুণদের ইসলাম সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ও উদ্দীপনাই ছিলো

কারণ। হযরত উমর রা. এর সময়ে
গেছেন। যে সকল এলাকা এখনও
যেখানে আজও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়নি। মানব রচিত মতবাদ,
ইসলামের হেলালী নিশান তোমাকেই উড়াতে হবে।"
রাষ্ট্রের প্রধান খলীফা ও কর্তাব্যক্তিদের
পেতো মজলুম মানবতাকে মুক্ত করার। ইসলামের সুমহান সাম্যের বাণী পৃথিবীর সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নেয়াটাই ছিলো তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। মজলুম মানবতাকে কুফরের শৃংখল থেকে মুক্তি দেয়ার মাঝেই তারা খুঁজে পেতো প্রকৃত আত্মিক প্রশান্তি

মুসলিম যুব-তরুণদের সোনালী যুগের সেই জয়ের নেশা আর বিজয়ের স্বপ্নের
আলোর মশাল। তারিক বিন যিয়াদের
সাগর পাড়ি দিয়ে 'জাবালুত তারেক' বা জিব্রাল্টার প্রণালীর মুখে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজা রডারিকের মানবরচিত মতবাদ আর স্বেচ্ছাচারী শাসনের শৃংখল
দিয়েছিলেন একনিষ্ঠ তাওহীদ ও এক রবের ইবাদতের সোনালী রাজপথ।

মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের মতো মাত্র ১৭ বছরের টগবগে নওজওয়ানরা সেই আরব থেকে এই সুদূর ভারত উপমহাদেশে এক নির্যাতিত বোন ফাতেমার আর্তনাদে সাড়া দেয়ার জন্য ছুটে এসেছিলেন। রাজা দাহিরের বন্দিশালা ভেঙ্গে তারা মুক্ত
বঙ্গদেশকে মুক্ত করতে,

জালাল ইয়ামানী রহ.। কোনো মাজার ব্যবসা কিংবা পার্থিব স্বার্থে নয়।
গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ. এর
হাত থেকে। বছরের পর বছর খৃষ্টানদের
নিষ্পেষিত মজলুম জনতাকে দিয়েছিলেন প্রকৃত মুক্তির স্বাদ।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা., মুসান্না বিন হারেসা রা. এর মতো বীর সেনানীরাও তাদের যৌবনে স্বপ্ন দেখতেন রোম-পারস্যে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার। সেখানকার মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে এক আল্লাহর
নিয়ে আসার। তাঁরা তাঁদের

কেউ কি আজ কথিত সেই জয় ও বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর তারুণ্যের শত চিন্তার মধ্যে একটি বারও এই উম্মাহকে আবারও বিশ্বের বুজে বিজয়ী জাতি হিসেবে পরিচিত করার স্বপ্ন তুলে ধরে?

বিশ্বের নানা প্রান্তে নির্যাতিত-নিপীড়িত মজলুম মুসলমানদের রক্ত প্রবাহ বন্ধ করা, বিধবা আর সন্তানহারা মা-বোনের অশ্রু মোছার কথা কি কেউ চিন্তা করে?

করে না। এটাই হলো বাস্তবতা। আর
ঘুরে দাঁড়ায়, তাহলে আল্লাহর কসম! এই
উজ্জ্বল সৌন্দর্য ফিরে পেতে বাধ্য।

হবে। এসব কষ্ট স্বীকার করে, যদি আজ
রা. মতো; যিনি উমাইয়া ইবনে খালফের

যদি একটি যুব কওম ঘুরে দাঁড়ায় হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. মতো; যাকে দীন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার চাচা কষ্ট দিয়েছিলো। চাঁটাইয়ের মধ্যে
তারপরও তিনি ইসলাম বিজয়ের মিশন ত্যাগ করেন নি।
যদি একটি দল আজ আবারও উঠে আসে সেই হযরত খাব্বাব আর খুবাইব রা. মতো; যারা শত নির্যাতন সয়েছেন, শূলিতে চড়েছেন কিন্তু নিজ আদর্শ থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত হননি, নিজের স্থানে
মেনে নেন নি।
যদি এই উম্মাহর মা' গণ এমন কিছু নবীন সন্তান ধারণ করতে পারে, যারা

অধিবাসীদেরকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করা ও এই ভূমিতে তাওহীদের বাণী তথা ইসলামী জীবনাদর্শ পৌঁছে দেয়ার

আল্লাহ আমাদের

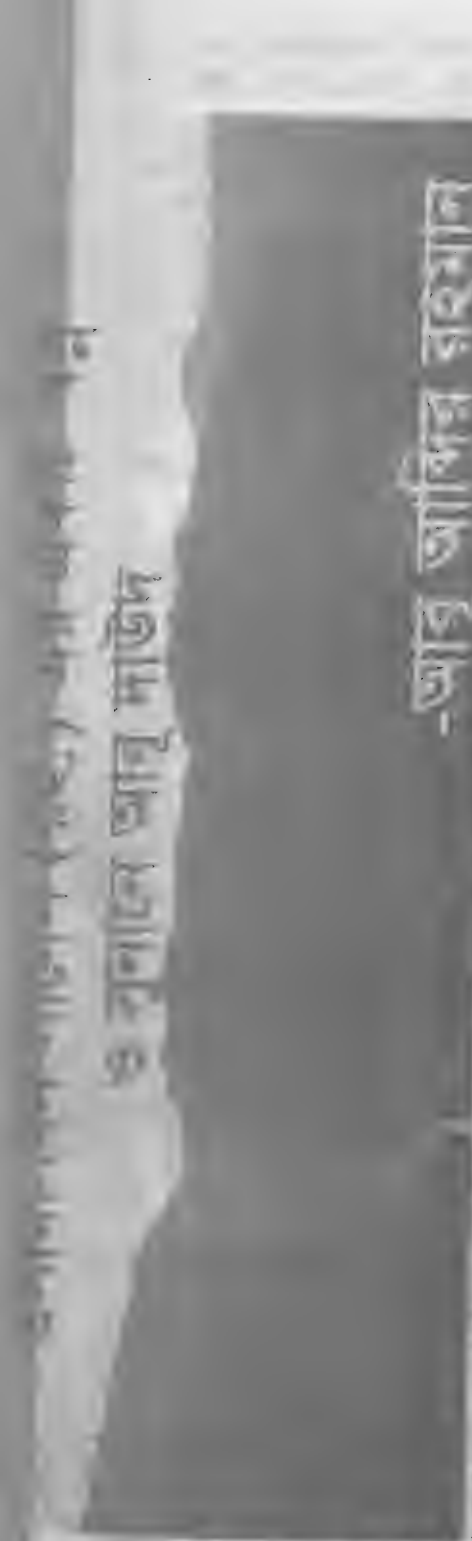

একটি কাকতালীয় ঘটনা : আসুন, শুরু করি উসামা বিন লাদেনের নয় বছর বয়সে দেখা স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে... (একজন তালেবে ইল্‌ম হতে বর্ণিত)

আমি উসামা বিন লাদেনের বাবা মুহাম্মাদ বিন লাদেনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। বহু সময় আমার তাঁর সাথে থাকা হয়েছে [illegible] কাজে বহুবার তাঁর বাসায় যাওয়া হত। আমাদের আলোচনার সময় প্রায়শই তাঁর সন্তানদের খেলাধুলার কারণে আমাদের কথাবার্তা বাধাগ্রস্ত হত। তখন তিনি তাঁর বাচ্চাদের বাইরে গিয়ে খেলতে বলতেন। কিন্তু তিনি সবসময় তাঁর একটি ছেলেকে নিজের পাশে বসে থাকতে বলতেন। আমি এতে খুব অবাক হই এবং তাকে একবার প্রশ্ন করিঃ

"[illegible] তাঁর অন্য ভাইদের সাথে খেলতে দেন না? সে কি অসুস্থ?"

মুহাম্মাদ বিন লাদেন মৃদু হাসলেন এবং উত্তর দিলেনঃ " না। আমার এই ছেলেটির কিছু বিশেষ ব্যাপার আছে।"

যখন আমি কৌতূহলী হয়ে তাঁর ছেলেটির নাম [illegible]

"তার নাম হল উসামা আর তার বয়স নয় বছর। কয়েকদিন আগে তাকে নিয়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আমার ছেলে [illegible]"

[illegible]

আমি।"

অতঃপর সে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল "আপনি কি উসামা বিন মুহাম্মাদ [illegible] লাদেন!" তখন সে আমার দিকে একটি পতাকা এগিয়ে দিল আর বলল, "আল [illegible] ইমাম মাহদি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ এর কাছে হস্তান্তর করবেন।" আমি তার হাত [illegible] চলছে।

[illegible] আমার ছেলের এই স্বপ্নের কথা শুনে খুব অবাক হলাম। কিন্তু ব্যাবসায়িক কাজের চাপে আমি তার স্বপ্নের কথা ভুলে গেলাম। পরদিন সকালে সে আমাকে আবার ফজরের নামাজের আগে আগে ডেকে তুলল এবং একই স্বপ্ন আমার কাছে বর্ণনা করল। তৃতীয় দিন সকালেও ঠিক একই ঘটনা ঘটল। তখন আমি আমার ছেলের জন্য দুশ্চিন্তা করতে শুরু [illegible] একজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে গেলাম এবং উনাকে পুরো ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি বিস্মিত হয়ে [illegible]?"

[illegible] গুন বেড়ে গেল। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, আমি নিশ্চিত যে তুমি সততার সাথে জবাব দিবে।" তিনি [illegible]

পতাকার মত ছিল কিন্তু এর রং সবুজ

ছিল না, কাল ছিল। আর তার উপর কিছু [illegible]।

অতঃপর তিনি উসামাকে পরবর্তী প্রশ্ন করলেনঃ "তুমি কি কখনও নিজেকে যুদ্ধ করতে দেখেছ?"

"হ্যাঁ, আমি প্রায়ই এমন স্বপ্ন দেখি"।

তারপর তিনি উসামাকে ঐ ঘর থেকে বাইরে গিয়ে কুরআন পড়তে বললেন। উসামা বের হয়ে গেলে সেই আলেম আমার (উসামার বাবা) দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "তোমার পূর্বপুরুষেরা কোন এলাকা থেকে?"

আমি উত্তর দিলাম, "ইয়েমেন এর হাদরামাওত হতে।"

তারপর তিনি আমাকে আমার বংশের ব্যাপারে কিছু বলার জন্য বললেন।

আমি জবাব দিলাম "আমরা সান্‌ওয়াহ নামক গোত্র হতে, যা ইয়েমেন এর একটি প্রসিদ্ধ কাহতানি গোত্র।"

তিনি তখন সজোরে তাকবীর দিলেন, উসামাকে ঘরের ভেতর ডেকেয়ে আনলেন এবং উসামাকে চুমু খেতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন। তিনি আরও বললেন [illegible]। [illegible] "হে মুহাম্মাদ বিন লাদেন! তোমার এই [illegible] করবে ইমাম মাহদীর জন্য এবং তার দ্বীনকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সে খোরাসান এলাকায় হিজরত করবে। হে উসামা! বরকতময় এবং সৌভাগ্যবান সে, যে [illegible] করবে। এবং ধ্বংস ও হতাশ হবে সে, যে তোমাকে একা ছেড়ে দিবে আর তোমার [illegible]।"

[illegible] বর্ণিত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করি-

[illegible] وسلم- « يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاثٍ عَلَى [illegible] لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ ». أَوْ قَالَ «

অর্থঃ "আলী ইবন আবু তালেব রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু [illegible] ওয়ারা-আন্‌-নাহার হতে আল হারিস ইবন হারাস নামে একজন ব্যাক্তি আসবে। তার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিবে মানসূর নামে এক ব্যাক্তি যে মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলের [illegible] এর জন্য। [illegible] আবু দাউদ, নং ৪২৭৭)

এক :"মা-ওয়ারা-আন্‌-নাহার হতে আল হারিস ইবন হাররাস নামে একজন ব্যাক্তি আসবে" "আল হারিস" এর একটি অর্থ হল "সিংহ শাবক" এবং "হারাস" অর্থ হল "যে বীজ বপনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে" আর এটা হল হুবহু "উসামা বিন লাদেন" নামটির অর্থ। "উসামা" অর্থ হল "সিংহ শাবক" আর ইয়েমেনী উপভাষা অনুযায়ী "লাদেন" এর অর্থ হল "যে বীজ বপনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে" আরবী এই হাদীসটির ভাষা দ্বারা একথা বুঝাচ্ছে না যে তার প্রকৃত "নাম" হবে "আল হারিস ইবন হারাস" বরং এখানে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হলঃ "يُقَالُ لَهُ", অর্থাৎ "সে এই নামে পরিচিত হবে" অথবা "তাকে বলা হবে"।

সুতরাং এখানে "আল হারিস ইবন [illegible]" বোঝানো খুব স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব। "মা-ওয়ারা-আন্‌-নাহার" এর অর্থ হল "নদীর ওপারের এলাকা" অর্থাৎ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটাস নদীর ওপারের এলাকা। [illegible] আজকের আফগানিস্তান।

আমরা জানি যে উসামা বিন লাদেন ছিলেন এবং তার যোদ্ধারা আজও আছেন [illegible] করে।

[illegible] মানসূর নামে এক ব্যাক্তি।" "মানসূর" অর্থ হল "যে বিজয়প্রাপ্ত" অথবা "যাকে তার শত্রুদের উপর বিজয় দেয়া হয়েছে।"

"আইমান-আল-জাওয়াহিরি" এখানে "আল-জাওয়াহিরি" এসেছে "আল-জাওয়াহির" যা "জা-হির" এর বহুবচন। আর "জা-হির" এর একটা অর্থ হল "যে বিজয়প্রাপ্ত"। আইমান-আল-জাওয়াহিরি হলেন আল-ক্বায়দার নতুন কর্ণধার এবং উসামা বিন লাদেন এর উত্তরসূরি। পুনরায়, হাদীস এ একথা উল্লেখ্য নেই যে তার আসল নাম "মানসূর" হবে, বরং যা বলা হয়েছে তা হল, সে একজন [illegible] পরিচিত হবে।

[illegible] (যাবতীয়) বিষয়সমূহ এমন ভাবে সুদৃঢ়/প্রতিষ্ঠা করবে যেমন ভাবে কুরাইশ [illegible] আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য।" আল-[illegible] তাদের খুতবাসমূহ এবং বিবৃতি সমূহে বর্ণিত, আর তা হল, বর্তমান মুসলিম বিশ্ব [illegible] মুরতাদ সরকারসমূহ অপসারণ এবং মুসলিম ভূখন্ড থেকে হামলাকারী ক্রুসেডারদের বহিষ্কার করে [illegible]। শেষ কথা অবশ্যই নির্ভুল ও সম্পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট বিদ্যমান। তবুও আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে খোরাসান থেকে কালো পতাকাধারী যে বাহিনী আসবে, তা উসামা বিন লাদেনের (রহ.) [illegible] প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। এই বাহিনীটি মুসলিম ভূমিগুলো দখলদার [illegible]

জিহাদ

আমেরিকান মিডিয়া ও তাদের অন্ধ অনুসারী

-আবূ আব্দির রহমান

ইসলাম, [illegible]

[illegible]

"...[illegible]

[illegible]

সে!!" সুতরাং ছাগলছানাটি তাকে বলল, "আমি জন্মই নিয়েছি এই বছর!"

[illegible]

ঐ ছাগলছানাটির দুর্বল মা যখন তার [illegible] বিচ্ছিন্ন হতে দেখছিল, তখন সে কিই ক[illegible] দিয়ে গুতো দিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এতে নেকড়েটি বিন্দুমাত্র আক্রান্ত হয় নি অথচ নেকড়েটি চিৎকার করে উঠল, "দেখ! দেখ! সন্ত্রাসী!!" এর ফলে গাছের [illegible]

[illegible]

[illegible] নামগুলো আজ আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে।

[illegible] (মিডিয়াতে) "সন্ত্রাসী" শব্দটি দেখবে তখন তাকে "মুজাহিদ" শব্দটি দিয়ে পরিবর্তন করে দিবে, আর যখনই [illegible] "জিহাদ" দিয়ে পরিবর্তন করে দিবে।

এই কুফফার মিডিয়া "জিহাদ" ও [illegible] ব্যাবহার করে না এর কারণ হল এগুলো [illegible] শব্দগুলোকে মুছে ফেলা অসম্ভব। এর ফলে তারা অন্য শব্দ বাছাই করে এবং তাদের নিজেদেঃ পছন্দমত ঐ শব্দ গুলোর সংজ্ঞা দেয়।

সুতরাং তারা আজ যে শব্দগুলো বাছাই করেছে সেগুলো হল সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসী ইত্যাদি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা হল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।"

[illegible]

শহীদ 'আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.

ঊনবিংশ শতাব্দীর জিহাদের মূল কান্ডারী

শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যামের পরিচিতি : কে ছিল এই মহান শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.?

"শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিমাহুল্লাহ) একক কোন ব্যক্তি ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একাই পুরো একটি উম্মাত। তাঁর শাহাদাতের পর মুসলিম মায়েরা তাঁর মত দ্বিতীয় একটি সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।" (শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) [illegible]

"বিংশ শতাব্দিতে জিহাদকে পুনঃর্জাগরণের জন্যে তিনিই একমাত্র [illegible]"

"তাঁর কথা সাধারণ কোন মানুষের কথা ছিল না। তাঁর কথা ছিল খুবই অল্প, কিন্তু এর অর্থ ছিল অত্যন্ত গভীর। যখন আমরা তাঁর চোখের দিকে তাকাতাম, তখন আমাদের অন্তর ঈমান আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যেত।" (-একজন আরব মুজাহিদ)

[illegible] অথবা আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদ নেই, যিনি শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিমাহুল্লাহ) এর জীবনী শিক্ষা এবং [illegible]

"১৯৮০ এর দশকে শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিমাহুল্লাহ) এমন একটি মুদ্রিত নাম, যার কথা চেচনিয়ার জিহাদের ময়দানগুলোতে আজও বার বার প্রতিধ্বণিত হয়ে চলেছে। তিনি মুজাহিদীনদের ব্যাপারে বলতেন যে, যে জিহাদের ময়দানে মারা গেল, সে যেন [illegible]

[illegible]

হারতিয়্যাহ নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এমন একটি পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন যেখান থেকে তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন ইসলাম সম্পর্কে এবং ভালোবাসতে শিখেছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.কে। আল্লাহর পথের [illegible] এবং আখেরাতে আকাঙ্খার বিষয়ে।

আব্দুল্লাহ আয্যাম ছিলেন এমন একজন ব্যতিক্রমধর্মী কিশোর যিনি খুব অল্প বয়সেই ইসলামের প্রচার কাজ শুরু করেন। তার সহচররা তাঁকে ধর্ম ভীরু কিশোর হিসাবেই চিনত। শৈশবে তাঁর মধ্য হতে কিছু অসাধারণ গুনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল যা তাঁর শিক্ষকেরা বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ তিনি তখনও [illegible] থেকে তিনি ডিপ্লোমা লাভ করেন।

পরবর্তীতে তিনি ১৯৭০ সালে ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলী আগ্রাসী বাহিনীর [illegible] করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি চলে যান মিশরে এবং সেখানে আল আজহার [illegible] ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৭১ সালে তিনি কায়রোতে আল আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পান্ডিত্যের পুরুস্কার লাভ করেন এবং সেখান থেকে তিনি ইসলামী আইনের বিজ্ঞান ও উসুলুল ফিকহ্ এর উপর পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

যখন শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিমাহুল্লাহ) উপলব্ধি করতে পারলেন [illegible] বিজয় ফিরিয়ে আনতে পারে। তখন থেকেই জিহাদ ও বন্দুক হয়ে যায় তাঁর প্রধান কাজ ও বিনোদন। তাই তো তিনি বলেছিলেন, "আর কোন সমঝোতা নয়, নয় সংলাপ অথবা কোন আলাপ

[illegible]

১৯৮০ সালে তিনি যখন সৌদি আরবে ছিলেন, তখন একজন আফগান মুজাহিদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। যিনি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছেন। অতঃপর তিনি তাঁদের মধ্যেই সময় কাটালেন এবং আফগান জিহাদের বিষয়ে আরো কিছু জানতে চাইলেন। যখন তাঁকে [illegible] হচ্ছিল তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এতোদিন যাবত তিনি এই পথটিকেই খোজ করছিলেন।

এভাবে তিনি সৌদি আরবের জেদ্দায় বাদশাহ আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষকতার পেশাকে ত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলে যান জিহাদের অংশগ্রহণ করার জন্য। তাঁর বাকী জীবন তিনি এর মধ্যেই অতিবাহিত করেন। [illegible] করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে পুরোপরিভাবে [illegible] করেন।

[illegible] পথে যুদ্ধ করার পূর্ণ আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। ঠিক যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলেছিলেন "আল্লাহর পথে যুদ্ধের ময়দানে এক মূহুর্ত দন্ডায়মান হওয়া ৬০ বছর যাবত ইবাদাতে দন্ডায়মান থাকার চেয়ে শ্রেয়।"

আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এমন কি

আরো নিকটবর্তী হতে পারেন। এর কিছু

চলে যান।

পেশোয়ারে আব্দুল্লাহ আয্যাম ও তাঁর প্রিয় বন্ধু উসামা বিন লাদেন বাইতুল আনসার (মুজাহিদীনের সেবা সংস্থা) এর সন্ধান পান। যারা আফগান জিহাদের জন্যে সমস্ত প্রকার সাহায্য সহযোগীতা করতে প্রস্তুত ছিল। এই সংস্থা অনেক

পাহাড়ে। গরম-ঠান্ডায়, গাধায় চড়ে, পায়ে হেঁটে সফর করেছেন। তাঁর সাথে কোন শাইখ ক্লান্ত হতেন না।

তাঁর সারা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল জিহাদের মাধ্যমে খিলাফত পূনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি বিশ্বাস করতেন পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। যাতে

সাত বছর কেটেছে আফগান জিহাদে আর

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা শুরু করলো ।

ধ্বসে যেতে পারত, কিন্তু আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাঁকে

রাখবেন (আমরা তাঁর ব্যাপারে এরকমই ধারণা করে থাকি) তিনি তাঁর মহৎ প্রত্যাবর্তন করলেন।

দিনটি ছিল ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর, শুক্রবার ১২টা ৩০মিনিট। রেখেছিল আর রাস্তাটি এতই সরু ছিল

হন) একাকী অন্য আরেকটি গাড়িতে করে আসছিলেন প্রথম বোমাটি যেখানে পুঁতে রাখা হয়ে ছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই গাড়িটি থামানো হল এবং শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাটা শুরু করলেন আর তখনই শত্রুদের বোমাটি বিকট শব্দে

শহরবাসী শুনতে পেয়েছিল।

মসজিদ এবং আশপাশ থেকে মানুষ ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসল। সেখানে গাড়ীর বিক্ষিপ্ত কিছু টুকরো ছাড়া আর কিছুই

বিস্ফোরণের ফলে আকাশের উপর একশ মিটার উঠে গিয়েছিল। বাকী দু'জনের দেহও একই পরিমাণের উচ্চতায় উপরে উঠে গিয়েছিল এবং তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ গাছের এবং বৈদ্যতিক তারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। আর শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর দেহটি সম্পূর্ণ অক্ষত শুধুমাত্র মুখ দিয়ে

ঘটল। যিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ

জিহাদ করার মাধ্যমে কাটিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাঁর জন্য জান্নাতের বাগান আরো সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তাঁকে শহীদ হিসাবে কবুল করে নেন এবং সম্মানিত বান্দাদের সাথে থাকার সুযোগ দান করেন। যেমনটি [illegible]

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ [illegible]

অর্থঃ "আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের [illegible] থাকবে, আল্লাহ যাঁদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।" (সুরা নিসা ০৪ঃ ৬৯)

আর এভাবেই জিহাদকে পুনঃজীবিতকারী এই মহান শাইখ জিহাদের ভূমি এবং এই দুনিয়াকে ছেড়ে চলে যান, যিনি আর কখনো ফিরে আসবেন না। তাঁকে পেশোয়ার শহীদদের কবরস্থান 'পাবী' তে কবর দেয়া হয়। সেখানে তাঁকে আরো শতাধিক শহীদদের মাঝে শায়িত করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা দান করুন। আমীন।

ওহে আমেরিকান ! ...এই হচ্ছে ওসামা!

-ওসামার (রহ.) সহযোদ্ধা

নিচের চিঠিটা আমি কিছু ভাইদের মাধ্যমে পেয়েছি। তাদের ভাষ্যমতে, একজন আমেরিকান এই চিঠিটি একটি চ্যাট ফোরামে লিখেছেন আর ভাইদের হাত ঘুরে তা আমার কাছে পৌছেছে। তারা চাইছিলেন যে, আমি এই আমেরিকানের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই। শুরুতে আমি একটু ইতস্ততঃ করছিলাম। কিন্তু ভাইয়েরা বললেন যে, এই আমেরিকানটি সত্য জানতে চায় আর মুসলিম হিসাবে অন্যকে সত্যের দিকে আহবান করতে আমাদের আপত্তি করা উচিত নয়। তাই সে [illegible] উপস্থাপনা -যাতে করে সে তা পড়ে সত্য বুঝতে পারে ও ওসামাকে (রহ.) চিনতে [illegible]...

[illegible]

[illegible] তোমাদের কাছ থেকেই তা জানতে চাই- মিডিয়া থেকে নয়, কারণ আমি মিডিয়াকে [illegible]

আর এই হল আমার উত্তর:

[illegible]...

[illegible] তার নাম হল ওসামা। বাবা মুহাম্মাদ এবং দাদা আওয়ায। সুতরাং রীতি [illegible] একটি। যুবক মুহাম্মাদ ইয়েমেন থেকে জেদ্দায় চলে এলেন - আরব উপদ্বীপের [illegible] করেন। সেখানকার শাসক পরিবারের [illegible]

[illegible] কর, তা ওসামার বাবা মুহাম্মাদের নির্মাণ

করা। আর তুমি যদি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মদীনার মসজিদের অসাধারণ সুন্দর [illegible] পুড়িয়ে ফেলে, তখন আরব নির্মাতারা তা পূণঃনির্মাণ করেন। আর এই মসজিদের নির্মাণ কাজের সম্মানও ওসামার বাবা মুহাম্মাদ অর্জন করেন।

আমি তোমাকে জানিয়েছি যে, ওসামার বাবা ইয়ামেনী ছিলেন, কিন্তু এখনো জানাইনি যে, তার মা ছিলেন শামের। কাজেই ওসামা হচ্ছেন ইয়েমেন ও শামের সন্তান- যা কিনা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দুটি সভ্যতা। কাজেই ওসামার জন্ম সূত্র ঐতিহাসিক এবং উন্নত সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল [illegible] (সাঃ) এর নবুওয়াতের অলৌকিকত্বের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই সভ্যতা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব আর দ্বীনের প্রকৃত [illegible] আত্মিক সত্ত্বা।

ওসামার বাবার গুরুত্ব ও ব্যবসা দিনে দিনে এত প্রসার লাভ করেছিল যে, তিনি আরব উপদ্বীপের বাদশাহকে এক অর্থনৈতিক সংকটকালে সমস্ত সরকারী কর্মচারীর ছয় মাসের বেতন ভাতা দিয়ে [illegible] সেই হচ্ছে ...ওসামা (রহ.)।

ওসামার বাবা তার সম্পদ এবং প্রতিপত্তি [illegible] তার সন্তানদের মনোযোগী, কর্মঠ এবং [illegible] হয়ে।

যৌবনের শুরুতেই একটি ঘটনা তার জীবনে বিশাল এক পরিবর্তন এনে [illegible] নের মুসলিম ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করল। আর এই খবর সারা বিশ্বের মত [illegible] থেকেই অন্য সব যুবকদের মত ঘটনা, খবরা-খবর পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলেন। কিন্তু অন্য আর সব যুবকদের তুলনায় ওসামা ছিলেন একটু আলাদা। কারণ ওসামা সত্যিকারভাবেই কাজে বিশ্বাসী [illegible] সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বেশ কয়েকবার [illegible] সফর করলেন। অবশেষে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি আফগানিস্তানে পাড়ি জমানোর চিন্তা ভাবনা করলেন।

[illegible] আফগান মুজাহিদদের সাথে সোভিয়েত [illegible] ভূমি থেকে পর্যুদস্ত অবস্থায় বের করে [illegible] রাশিয়ার জন্য। আরো অনেক দেশ তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল।

[illegible] থেকে বের হয়ে সুদান চলে গেলেন এবং [illegible] সরকার সুদানে ওসামার এই অবস্থান পছন্দ করতে পারল না। তারা সুদানের [illegible] ওসামাকে সুদান থেকে বিতাড়িত করার জন্যে। ওসামা যখন বুঝতে পারলেন [illegible] করছে না, তখন তিনি আফগানিস্তানে ফেরত আসলেন, পুরনো মুজহিদীন [illegible] পেলেন, অনুভব করলেন যে আফগানিস্তানেই প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠার অদম্য চেষ্টায় তারা নিবেদিত। ফলে ওসামা আর [illegible] গড়ে উঠল। তাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আফগানিস্তানের সেক্যুলার দলগুলোর [illegible] করতে সক্ষম হলেন। ওসামা তালেবান যোদ্ধাদের এবং তাঁদের নেতা মোল্লা ওমরের সবচেয়ে কাছের এবং প্রিয় [illegible]

[illegible] কাহিনী। এই ঘটনাই সমগ্র দুনিয়ার [illegible] সাদ্দাম হোসেনের ১৯৯০ সালের কুয়েত আক্রমণের পর। আমেরিকান সৈন্য মুসলিমদের সবচেয়ে পবিত্র ভূমি আরব [illegible] ১৯৯১ সাল। ওসামা আরব নেতাদের [illegible] দাও। তিনি বলেছিলেন আমেরিকান [illegible] থেকে আর বের হবে না। আর তার সন্দেহই সত্যে পরিণত হল।

[illegible] এক বিশাল বাহিনী। আর ইতিহাসে এই [illegible] প্রবেশ করতে দিল। তুমি এ কথা সত্যই বলেছ ওহে আমেরিকান যে, তুমি তোমার [illegible] বিশ্বাস কর না, কারণ তারা তোমাদের বলে যে, ৯/১১ হচ্ছে সেই ঘটনা যা [illegible] দিয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, ৯/১১ কেবলমাত্র সেই বিশাল ঘটনার [illegible]

[illegible] কারণ আরবের এই পবিত্র ভূমি

অধিক প্রিয় এবং অনন্য। আমেরিকান ইরাকী মুসলিমদের হত্যা করা -যার মধ্যে ইয়াহুদীদের অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, এই সবগুলোই ওসামা এবং তাঁর

অর্থ দিয়ে সাহায্য করা শুরু করলেন- যেন তাঁরা জালিমের স্বেচ্ছাচারিতা ও জুলুম থেকে বের হতে পারে। তাঁর এই নিঃস্বার্থ

ওসামা এবং তার সাথীরা বুঝতে

না হয়। যাতে তারা পিছিয়ে থাকে।

ওসামা রহ.ও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি মুসলিমদের প্রকৃত

বুঝতে পারার জন্যে যথেষ্ট। আমি জানি না ওহে আমেরিকান...! তুমি ওসামার খবরা-খবরের প্রতি দৃষ্টি রাখতে কিনা। কিন্তু আমি তোমাকে ৯/১১ এর পরে ওসামার সেই ঐতিহাসিক

কি চুপ থাকবে? নাকি গ্যালারিতে বসে

তুমি যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের লোক হয়ে থাক, তাহলে এর কোনটাই করবে না। বরং তোমার মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার জন্য জঙ্গী (যোদ্ধা) রূপ ধারণ করবে। আর ওসামা বিন লাদেন রহ. এই অর্থে

বলে যে, ওসামা হল একজন সন্ত্রাসী। আমরা অস্বীকার করি না যে ওসামা রহ. একজন সন্ত্রাসী ছিলেন। কারণ তিনি তার শত্রু এবং আল্লাহর শত্রুদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল তিনি কেন সন্ত্রাসী হয়েছিলেন?

নম্রতা এবং অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। তারও উপরে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত চৌকশ মানুষ। যা তিনি পিতৃ পুরুষদের থেকে জন্ম সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর জাতির কাছ থেকে সাহসিকতা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, আরব উপদ্বীপের মানুষদের মত।

[illegible]

জেনে রাখো তা সত্য নয়। তুমি যেহেতু সত্য জানতে চেয়েছ যে, আমাদের কাছে [illegible]

[illegible]

ওহে আমেরিকান...!

ওসামা হচ্ছেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। যিনি ইতিহাসের পথ ধরে মাজলুমদের জন্য জিহাদ করে গেছেন। ওসামা হচ্ছেন সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি ক্ষমতা হাসিল করেছিলেন শুধু মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ব্যয় করার জন্যে। তাঁর সমগ্র জীবন কুরবাণী [illegible] জন্যে। তাঁদের গলা থেকে মানব রুপী প্রভূদের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার জন্যে। উম্মাহকে সেই সব শাসকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য, যারা বছরের পর বছর আমেরিকান সরকারের [illegible] অত্যাচার, অবিচার চালিয়ে যাচ্ছে। ওসামা মুসলিমদের সম্মান ও দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছেন। ওসামা হচ্ছেন সত্যবাদী ও পবিত্রতার উদাহরণ, মানবিক মূল্যবোধের ধারক। তোমরা যা সত্য হিসাব জানো ও শুনো, তা সম্পূর্ণরূপ কাল্পনিক। তোমাদের হোয়াইট হাউস এবং পশ্চিমা শাসকদের সাজানো নাটকমাত্র।

[illegible]

ওসামা এই পৃথিবীর শেষ সুন্দর, যা মুছে গেছে। আমি তাঁকে সৌন্দর্য বলছি, কারণ [illegible] সুন্দরগুলো মুছে দিয়ে তা মিথ্যা দিয়ে সাজিয়েছে। আর রাজনীতিকে করেছে [illegible]

[illegible]

[illegible] কারণ তুমি এমন এক সমাজে বসবাস [illegible] এবং শুধুমাত্র নিজের ভোগ চরিতার্থ করার মাঝে ডুবে আছে। এমন সমাজ যা [illegible] জুলুম জারী রেখেছে। আর গণতন্ত্রের নামে অন্য দেশকে জবর দখল করে চলেছে...।

আমি জানি না, তুমি কতটা সংস্কৃতিমনা বা তুমি আদৌ আমার এই কথাগুলো বুঝতে পারছো কি না। কিন্তু ওসামা সম্পর্কে বলতে গেলে আমার এমন বড় বড় বিশেষণগুলো ব্যবহার করতেই হবে। কারণ ওসামা ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ। বিশেষ করে সেই সময়, যখন পৃথিবী থেকে মহৎ গুনাবলীর অধিকারী লোক [illegible] বিন ওয়ালিদ, সালাহ উদ্দিন আইউবী ও তারেক বিন যিয়াদসহ অসংখ্য বীর মুজাহিদের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। যার কথা [illegible]

এরপরেও কি জানতে চাও ওসামা মুসলিমদে কাছে কতটা প্রিয়?

[illegible]

ওসামা সেই হাজার লোকদের [illegible] করে দিয়েছেন। তাঁদের সবচেয়ে দামি [illegible] শান্তিময় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা দেখতে পায়। ওসামা হচ্ছেন এই উম্মাতের আত্মা এবং হৃদয় স্পন্দন -যা কি না একটি লম্বা এবং হাল্কা মানব শরীরের অবয়বে দৃশ্যমান ছিল।

ওহে আমেরিকান...!

ওসামা অসততার সময়ে সত্যের বলিষ্ঠ [illegible] কণ্ঠস্বর। নীচুতার মধ্যে মহত্বের আহ্বান। ওসামা হচ্ছেন সেই সময়কার [illegible], যখন পৃথিবীতে স্মরণীয় [illegible]

শপথ, সারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে সিংহের গর্জনের মতই শোনা গিয়েছিল। যার পরে সেই সিংহ তোরাবোরা এবং হিন্দুকুশ পর্বতের গুহায় আপন বা স্থান [illegible] ওঁৎ পেতে বসে ছিলেন। তুমি হয়তো জানো যে সিংহ খুব বেশী গর্জন করে না। সিংহ শিকারের আগে খুব অল্পই শব্দ করে থাকে। ওসামাও ঠিক তেমনই। তার কথা এবং ভাষণ ছিল অল্প। ওসামা ইসলামের সিংহ। যদি তিনি গর্জন করতেন, তবে [illegible] তাকানোর সুযোগও পেত না। সকল নেকড়ে এবং শিয়ালদের মনে ত্রাস সৃষ্টির জন্যে ওসামার নামই যথেষ্ট ছিল।

ওহে অমুসলিম...!

তোমার জাতির সঙ্গী সাথী সবাইকে জানিয়ে দাও, ওসামা প্রত্যেকটি স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের অন্তরে বেঁচে আছে, আর তাঁর ঐতিহাসিক সে অঙ্গীকার প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে তা খোঁদাই হয়ে আছে যে, আমেরিকানদের জন্যে শান্তির চিন্তা এখন সুদূর পরাহত। কারণ ওসামার উত্তর সূরীরা আজও জীবিত এবং তারা আমেরিকার পতনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ওহে আমেরিকা...!

ওসামা তার শাহাদাতের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় নতুন দিগন্তের সূচনা করে গেছেন। কারণ তিনি দীর্ঘ তন্দ্রা [illegible]

[illegible]...

[illegible]

আমি হয়তো কথাগুলো অনেক দীর্ঘ করে ফেলেছি। কিন্তু তথাপি আমি ওসামা সম্পর্কে অল্প মাত্রই বলতে পেরেছি এবং [illegible] মুসলিমদের জন্য কতটা অর্থ বহন করে। আর আমি যদি এই ভয় না করতাম যে, [illegible] দিনের পর দিন তার কথা শোনাতাম। বুঝাতাম প্রকৃত ওসামা কতটা অর্থ বহন করে। আমি চেষ্টা করেছি এই অল্প কিছু কথায় তাকে চেনাতে। এক কথায়, সত্য এবং মহত্ত্বর মানবতার সংস্কৃতিই হচ্ছে- ওসামা।

আমি অনুরোধ করবো, দয়া করে এই বিষয়গুলো নিয়ে একনিষ্ঠ[illegible] দেখ।

[illegible]

[illegible]

চোখে আগুন ঝলসাতে থাকে। মনে হচ্ছিল আমি এখনই মরে যাবো। এরপর ওরা আমার দুই নাবালেগা হাফেজা মেয়েকেও হাজির করে। এবার আর স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে যাই, তখন আমার বড় মেয়ে কে ওরা বেয়নেট মেরে শহীদ করে। বাকীদের গাড়িতে করে গ্রামে ফেরৎ পাঠায়। জালেম সৈন্যরা আমার ঘর জালিয়ে দেয়, আর আমাকে জম্মু হেরানগর জেলে পাঠিয়ে দেয়। আমার মেঝো মেয়েটি ছিল বিবাহিতা, দু'সন্তানের মা। এই ঘটনার পর সন্তান রেখে তার স্বামী তাকে তালাক দেয়। এ শোকে আমার স্ত্রী পাগল হয়ে গেছে। মেয়েরা একবছর ধরে এই পোড়া ঘরে জীবন মরণের সাথে পাঞ্জা লড়ছে। একবছর পর্যন্ত তারা লজ্জায় ঘর থেকে বের হয়নি। [illegible] পাগল, ইজ্জত লুন্ঠিত।

বল আমজাদ ভাই বল! আমরা কোথায় যাবো? কি করবো? আমাদেরকে এদেশ থেকে বাইরে কোথাও নিয়ে যাও। এখানে থাকা আমাদের আর শোভা পায় না। ভাই তুমি যদি আর একবছর আগে আসতে [illegible]

[illegible] পরেও তোমাদের চেতনা না আসে, তবে [illegible] পয়গাম পৌঁছে দিও। শুধু এক ভাই নয়, হাজার ভাই, হাজার বোন তাদের পথ পানে চেয়ে আছে। দয়া করে জলদি এসো। ধৈর্য্য বাধ মানছে না আর। [illegible]

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ [illegible] وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

অর্থ: "আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের [illegible]"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم : تَجِيءِ رَايَاتٌ سُودٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، وَتَخُوضُ الْخَيْلَ الدِّمَاءَ إِلَى ثُنْنِهَا

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকাবাহী দল আসবে, তাদের ঘোড়ার সিনা পর্যন্ত রক্তে ডুবন্ত থাকবে।" (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ

অর্থঃ "হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিতঃ খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী একটি দল আত্মপ্রকাশ করবে। কেউ তাদের প্রতিহত করতে পারবে না, শেষ অবধি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে ঝান্ডা গেঁড়ে দেবে (খেলাফাত প্রতিষ্ঠা করবে)। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৭৭৫)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে খোরাসান বলতে ইরানের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু করে আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকা [illegible]।

[illegible] প্রচেষ্টা তাদেরকে দমনে সক্ষম হয়নি, বরং মুজাহিদীনগণ এখন উল্টো তাদের উপর চড়াও হয়ে আছে। [illegible] মুজাহিদীন আর কায়েদার ঝান্ডাও কালো রংয়ের। সুতরাং সকল কুফুরী শক্তির বক্ষ চিড়ে [illegible] তারা [illegible] বিজয় করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি [illegible]

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ইহুদীরা এসকল হাদীসকে সামনে রেখেই সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতে মুসলিমার জন্যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছিলেন, এই আশায় যে, উম্মাতে মুসলিমা দুর্দশার দিন গুলোতে এসকল হাদীসকে সামনে রেখে তাদের কর্মসূচি ঠিক করতে সক্ষম হবে।

সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য ঐ সকল [illegible] আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসগুলোকে [illegible] ঐ সকল মুজাহিদীনের জন্যই সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে, যারা দাজ্জালী শক্তিসমূহ আফগানের মাটিতে আগুনের বৃষ্টি নিক্ষেপ করে অগ্নি সাগরে যতই পরিবর্তন সাধন করুক না কেন... মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্য আল্লাহ অবশ্যই এমন এক বাহিনী তৈরী করবেন, যারা ইতিহাসের ধারা এবং দুনিয়ার নকশাকে পরিবর্তন করে ছাড়বে।

এ সমস্ত হাদীস ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্যে সান্তনা স্বরূপ, যারা মুজাহিদীনের সাময়িক পরীক্ষা দেখে উদাসীনতার মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছিল। অতএব এখন আর মন ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন নেই। বরং ঐ সেনাদলের মধ্যে শামিল হও, যাদের ভাগ্যে বিজয় লিখিত। এটা সুসংবাদ ঐ সকল বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্যও, যাদের বাহু অস্ত্র উঠাতে অক্ষম তবে তারা তো হিন্দুস্থান ও বাইতুল মাকদিস [illegible] সৈনিক [illegible] পূরণে সক্ষম!

এটা হচ্ছে কামনা বাসনা ঐ সকল মা বোনদের জন্যে, যারা আফগানের মাটিতে [illegible] মাজলূম নিপিড়ীত ভাইদের কান্নার আওয়াজ শুনে পেরেশানির অতল গহবরে [illegible]।

[illegible] জিয়াদের বোনেরা! এখন খুশি হয়ে যাও! কান্নার মাতম এখন বন্ধ করো। এবার

ইহুদী ও নাসারাদের ঘরে মাতম শুরু হওয়ার সময়। প্রিয় মায়েরা! এবার আপনি আপনার সন্তানটিকে সর্বশেষ যুদ্ধের জন্যে সাজিয়ে তুলুন। কারণ বরযাত্রীর লোকেরা তো এখন দিল্লি আর বাইতুল মাকদিসের দিকে রওয়ানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকল বাদশার বাদশাহী এখন ধ্বংসের সম্মুখীন...! আর ঐ দিকে দেখ... আমাদের প্রিয় ভায়েরা, যারা আমাদের পূর্বেই শাহাদাতের তাজ মাথায় নিয়ে দূলহান সেজে আমাদের সংবর্ধনা দেয়ার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

হ্যাঁ... আমার বোনেরা স্বীয় ভাইদেরকে বর বানানোর সময় এসে গেছে। সুতরাং এখন তো আনন্দের সময়। চেহারায় উদাসীনতা নয়, বরং সন্তুষ্টির নির্দশন থাকা চাই। আখিতে অশ্রু নয় বরং [illegible] চাই। এখন তো আমাদের পালা।

উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে তাদেরকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তাদের পথে কোন প্রকার বাঁধা-বিপত্তি আসবে না। বরং বাঁধা-বিপত্তি তো অনেক আসবে, কিন্তু বাঁধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে অবশেষে বাইতুল মাকদিসে এসে বিজয়ের পতাকা তাঁরা উড়াবে।

إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها فان فيها خليفة الله المهدي

অর্থ: "যখন তোমরা দেখতে পাবে কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা খোরাসানের দিক [illegible] শামিল হয়ে যাও, তাদের মধ্যেই আল্লাহর [illegible] আহমাদ, হাদীস নং ২২৪৪১)

عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل [illegible]

(১০১ / ৮)

অর্থ: "হযরত ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত [illegible] বলেন, যখন তোমরা দেখতে পাবে কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা খোরাসানের দিক থেকে আগমন করছে তোমরা তাতে শামিল হয়ে যাও, যদিও হামাগুড়ি দিয়ে হয়। তাদের মধ্যেই আল্লাহর খলিফা মাহদী আছেন।"
ইমাম হাকেম (রহ.) তার মুসতাদরাকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং [illegible] সহীহ বলেছেন। হাদীস নং ৮৭০৬;মাকতাবায়ে শামেলার হাদীস নং৮৫৩১) অন্য এক হাদীসে বর্ণিত [illegible]

فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج

অর্থ: "সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে যে [illegible] ঝান্ডাবাহী মুজাহিদীনের) নিকট আসবে, যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ঃ ৪০৮২)

[illegible]

[illegible] প্রাসাদগুলোকে নষ্ট করে দিওনা! মনে রেখো কারাগারের কালো কুঠুরীতে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে দাজ্জালী শক্তির সামনে মাথা নত করে দিওনা। জেনে রেখো! কবরের

[illegible] নেই...!! [illegible].....।

[illegible] হবে। তারা আরবে পৌছে ইমাম মা[illegible] দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অথবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে ইমাম মাহদী স্বয়ং তাদের ম্যাঝে বিদ্যমান থাকবেন কিন্তু কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু পরে [illegible]

অপর হাদীসে বরফের উপর চলার ক[illegible] বলা হয়েছে। কারণ বরফের উপর চলা[illegible] খুবই কঠিন। দীর্ঘ সময় বরফের উপর পথ চলেল অবশ হওয়ার আশংকা থাকে আর বরফের উপর দিয়ে চলার কষ্ট [illegible]

[illegible]

আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

[illegible]

আমার জীবন

[illegible]

মাজলুমের আর্তনাদ

মাজলুম মুসলিমের রক্তস্নাত এক উপত্যকা কাশ্মির। এক কালের ভূ-স্বর্গ এখন ভারতীয় হায়েনার হিংস্রতার ছোবলে ক্ষতবিক্ষত। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, হত্যা [illegible], নারীর সম্ভ্রমহানী এই এলাকার [illegible] মানবতা পিষ্ঠ হচ্ছে ভারতীয় দানব বাহিনীর ভারি বুটের পদাঘাতে। কমান্ডার [illegible] আফগান মুজাহিদ। রাশিয়ার কবল থেকে আফগান মুক্ত হওয়ার পর তিনি কাশ্মিরে প্রবেশ করেন। সেথায় তার সাথে সাক্ষাৎ হয় নির্যাতিত এক পরিবারের। তিনি নিজ কানে শুনতে পান তাদের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নির্যাতনের নির্মম করুণ কাহিনী। তাদের এ নির্যাতনের কাহিনী তার [illegible]-

মুহাররম মাসের দশ তারিখ। আমি সোমপুর গিয়েছিলাম। সেখানে একজন সাথী আমাকে নিকটবর্তী গ্রামের এক [illegible] জানায়। আমি সেই গ্রামের এক মাদ্রাসায় উঠে ছাত্রদের মাধ্যমে তার খবর নিলাম। তিনি আমাকে তার ঘরে এসে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ জানান। এ মুজাহিদ মাত্র [illegible] দিন আগে জম্মু জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই তের-চৌদ্দ বছরের এক কিশোরী দরজা খুলে দেয়। আমি মুজাহিদ সাথীর কথা জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি কাঁদতে শুরু করে, দরজার দুই পাশে দুই হাত রেখে [illegible] পথ বন্ধ করে দাড়িয়ে কাঁদতে থাকে, [illegible] জিজ্ঞেস [illegible] থেকে এসেছে [illegible]? [illegible], শ্রীনগর থেকে এসেছি। [illegible] সাথে বিশেষ কথা আছে। এবার সে আমার উর্দূ ভাষা ও কথার ভঙ্গিতে আন্দাজ করে, নিশ্চয় আমি কোন মুজাহিদ হবো এবং অনেক দূর থেকে এসেছি। ফলে সে দরজা থেকে সরে দাঁড়ায় এবং একটি কামরার দিকে হাত দ্বারা ইশারা করে, এই কামরার মধ্যে সেই মহান মুজাহিদ বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি মুসাফা করলেন। অতঃপর আগমনের কারণ জানতে চাইলেন, আমি তাকে আমার সংগঠনের পরিচয়সহ কাশ্মিরে আসার কারণ ব্যক্ত করলাম। তার সাথে জিহাদ ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়, অতঃপর তাকে আমি আমাদের সংগঠনে যোগ দেয়ার আহবান জানাই।

জবাবে তিনি বলেন, "দেখো আমজাদ! আমার অনেক সমস্যা। আপাততঃ তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারছি না। [illegible] এক বন্ধু চালাতেন। জিহাদেও তিনি শরীক হতেন। আমি ছাড়া পাওয়ার দু'মাস আগে ভারতীয় সৈন্যরা তার দু'পা কেটে দিয়েছে। জেল থেকে বের হওয়ার [illegible] জিম্মাদারী ন্যাস্ত করেন। এই মাদ্রাসা থেকে এই পর্যন্ত অনেক হাফেজ ফারেগ হয়েছে, অনেকে এখনো পড়ছে। অতএব দীনের স্বার্থে আমাকে মাদ্রাসা চালাতেই [illegible]

আমি আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বলা শুরু করেন এবং সাথে সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি কেন কাঁদছেন আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। জেল, নির্যাতন, সাথীর হাত পা কর্তনের খবর কিংবা [illegible] কাছে [illegible] ব্যাপার। এতে একজন অকুতোভয় [illegible] তিনি সম্পূর্ণ অবগত। তা সত্ত্বেও মাদ্রাসা [illegible] এই বিষয়টিও আমাকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে শুরু করেনঃ

ভাই আমজাদ! গত বছর আমাকে এক সাথীর সাথে গ্রেফতার করে বারামুলার এক ইন্টারোগেশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন ও একরাত চরম নির্যাতনের পর আমাকে এক কর্ণেলের সামনে হাজির করা হয়। কর্ণেল আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমাকে তো দেখতে ভালো মানুষ বলে মনে হয়। একটা শর্ত পূরণ করলেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।

আমি বললাম, স্যার কি সেই শর্তটি? কর্ণেল কুটিল হেসে বলল, "তোমার একটি মেয়েকে একরাতের জন্যে আমার খিদমাতে পাঠিয়ে দিবে।"

তার জানোয়ারের মত চেহারা দেখে আর ধৈর্য্য রাখতে পারছিলাম না, শরীরের সমস্ত শক্তি দ্বারা সজোরে তার গালে একটি চর কষিয়ে দিলাম। জানোয়ারটা ঘুরে পরে গেল, উঠে বিড়বিড় করতে লাগলো। তোমাকে মজা দেখাচ্ছি, বুঝবে এবার কোন ভিমরুলের বাসায় ঢিল ছুঁড়েছো। বলতে না বলতেই সাত-আটজন সিপাহী আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিল-ঘুষি আর বুটের লাথিতে আমার দেহ থেতলে যায়। এ সময় জিপের স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনতে পাই, এক ঘন্টার মধ্যে ওরা আমার বড় মেয়েকে ধরে নিয়ে আসে। আমাকে একটি খুটির সাথে বেঁধে রাখে। এরপর চোখের সামনে যা ঘটেছে, একজন পিতার পক্ষে মেয়ে সম্পর্কে তা বলা যায় [illegible] মনে দয়ার উদয় হলো না। এখানেই শেষ নয়। এরপর ওরা আমার মেঝো মেয়েকে নিয়ে [illegible] আমার হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ...

বাকী লেখা ৩৬ পৃষ্ঠায়

মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক যুদ্ধের 'প্রস্তুতি' নিচ্ছে মার্কিন সেনারা

করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তাদের। ইসলাম আমেরিকার শত্রু এ বিষয়টি সেনাদের মাথায় ঢোকানো হচ্ছে। তাই আমেরিকাকে রক্ষা করতে হলে বিশ্বের

পরই বিষয়টি সবার নজরে আসে।

সামরিক একাডেমীতে 'মুসলমান বিদ্বেষী' এ কোর্সটি পড়ান লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ম্যাথিউ এ ডুলে। আপত্তির মুখে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ গত এপ্রিলের শেষ দিকে সাময়িকভাবে ওই কোর্সটি স্থগিত করে। ডুলে তার ক্লাসে যা বলেন, এর মর্মবস্তু হচ্ছে, ইসলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু। তিনি বলেন, 'উদারপন্থী ইসলাম' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এ কারণে

সামরিক বাহিনী অনুসরণ করলেও গত বছর এফবিআই এর কিছু বিষয় পরিবর্তন করে, কারণ সেগুলো ছিল অতিমাত্রায় মুসলিম বিদ্বেষী। ওই কোর্সের বিষয়টি স্বীকার করেছেন জেনারেল ডেম্পসি। ডেম্পসি বলেন, 'ওই পাঠক্রম ধর্মীয়

বিরোধী। এটা পুরোদস্তর আপত্তিকর ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।'

তিনি জানান, মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতিটি শাখায় এবং সব আঞ্চলিক

প্রিয় পাঠক!

১২-০৫-১২ ইং তারিখের কালের কণ্ঠ পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে ধরা হলো। এগুলো তো সেই সংবাদ যা মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। আর গোপনে তারা যে মিশন পরিচালনা করছে তা আরো কতই না ভয়াবহ। আর একথাটি মহান আল্লাহ তার নিজ ভাষায় খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা মারাত্মক। অবশ্যই আমি তোমাদের

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

অর্থ: "আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে

যদি পারে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৭)

সুতরাং সকল মু'মিনদের জন্য অপরিহার্য হলো, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: "আর তোমরা সকলে মুশরিকদের

[illegible] ইসলামী বিশ্বে এক নব জাগরণের জন্ম হয়েছে। আল্লাহর সাথে মুহাব্বত পোষণকারী বান্দাগণ [illegible] আল্লাহর নাযিলকৃত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তখন [illegible] সকল চক্রান্ত মাকড়সার জালের মত ছিঁড়ে পরতে শুরু করেছে। তালেবানদের আন্দোলন রাতের আঁধারে নিমজ্জিতদের প্রভাতের উজ্জ্বল রবির সুসংবাদ দিয়েছে, কনকনে শীতে কম্পমান লোকদেরকে নিজেদের প্রজ্বলিত অগ্নির মাধ্যমে উষ্ণতা দিয়েছে, জ্ঞানবান অন্তরসমূহকে সমুদ্রের সুবিশাল উর্মি মালা দিয়ে প্রশান্ত করেছে। অত্যাচার-অবিচার নির্যাতন- [illegible] খাদে পড়ে থাকা সম্প্রদায়কে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। হিনমন্যতা আর কাপুরুষতাকে ভাগ্যের লিখন সাব্যস্তকারীদেরকে ভাগ্য গড়ার সবক দিয়েছে।

জিহাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণকারীগণ যা বলার বলুক, কিন্তু এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, উসমানী শাসন ব্যবস্থার পতনের পর থেকে আফগান জিহাদের সূচনাকাল পর্যন্ত মুসলিমদের লাশে পৃথিবী [illegible]। [illegible] প্রার্থনার আর্তনাদ শুধু [illegible] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [illegible] উম্মাত থেকে ভেসে [illegible]। [illegible] শুধু উম্মাতে মুসলিমার [illegible] উঠছিল। [illegible]।

আফগান জিহাদের পর থেকে [illegible] পরিবর্তন হয়েছে। [illegible] যদি আমাদের ঘরে চুলায় আগুন না [illegible] হত্যাকারীদেরও [illegible] হয় না। আমাদের সমাজে মাতম [illegible] তাদের সমাজেও উল্লাসের ধ্বনি উঠাতে পারে না। আমাদের ঘরগুলো যদি জ্বালিয়ে দেয়া হয়, তবে দুশমনদেরও সেইখানে জ্বলে যেতে হয়, আমরা যদি পেরেশাণিতে থাকি তবে তারাও নিরাপদে থাকতে পারে না।তীব্র শীতের রাতে যদি ঘুমাতে না পারি তবে তাদের চোখেও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আমরা যদি ঘর বাড়ি হারা হয়ে যাই তবে দেখবেন তাদেরও বাড়িতে থাকার সুযোগ হবে না। হিসাব দু পক্ষের সমানে সমান। হ্যাঁ... কিছু আগ পিছ হতে পারে আমরা ইনশাআল্লা তাদের পিছু ছুটতেই থাকব, বিজয় আমাদের হাতেই ধরা দিবে। কেননা আমরাতো আমাদের [illegible] থেকে এমন পুরুষ্কারের আশা রাখি যা কাফের সম্প্রদায় রাখে না।

এই বাসনা অন্তরে ধারন করেই বর্তমান বিশ্বের ইসলামী আন্দোলন সমূহ বিশ্ব কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করেছে, যদিও কথাটি বাস্তব যে কুফুরী শক্তির মত মুসলিমদের হাতে এত সব মরণাস্ত্র আর মাধ্যম নেই, কিন্তু পেরেশানি নয়, প্রতিটি যুগে ঈমানদারগণ একই [illegible] আল্লাহর উপরই ভরসা রেখে ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হন,

আফগানের মাটিতে দাজ্জালী শক্তি সমূহ [illegible] ব্যবহার করেছে তালেবান শাসণের উপর আগ্রাসন কালে তালেবানদের জন্যে মার্কিন বোমারু বিমান গুলো ছিল টেনশনের কারণ, কেননা উচু আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া দ্রম্নত গতির এ পেম্লনগুলোকে ধ্বংস করার মত কোন হাতিয়ার তাদের হাতে ছিল না। কিন্তু তালেবান সরকার পতনের পর এই বিষয়গুলো এখন আর কোন গুরুত্বই রাখে না। এখন শুধু তালেবানরাই মার্কিনীদের উপর একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে,প্রকাশ্যে তাদের ক্যাম্পে আক্রমণ করে মার্কিন সেনাদের জীবিত ধরে নিয়ে আসছে, তাদের থেকে প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধলব্দ মাল অর্জন করছে মুজাহিদীনের এ সকল কর্ম কান্ডের মধ্য দিয়ে মার্কিন আকাশ পথের শক্তিটুকু শুধু মাত্র লাশ বহনের কাজে লাগছে, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়, [illegible] এই [illegible] এক দিকে [illegible]।

আপনি যদি মার্কিন বাহিনী আর মুজাহিদীনের মনোবল প্রসঙ্গ তুলেন তবে মুজাহিদীনের অবস্থা হচ্ছে তারা মার্কিন ক্যাম্পগুলিতে আক্রমন করে সেখান থেকে গণীমতের মাল নিয়ে আসে। তারা এই সংকল্প নিয়ে বের হয় যে, মার্কিনীদের জিন্দা গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। পক্ষান্তরে মার্কিন সেনাদের অবস্থা হচ্ছে যে,একবার হামলার সময় একজন মুজাহিদ এক মার্কিন সেনার এত নিকটবর্তী হয়ে গিয়ে ছিল যে, মাত্র দশ মিটার দুরত্বের ব্যপার, মুজাহিদ এত দূর থেকে এসে ক্যাম্পের এক পাশের দরজা বিরত্বের সাথে কাটছিল, আর মার্কিন সেনা বসে বসে দেখছিল, মার্কিন সেনার এতটুকু সাহস ছিল না যে, ট্রিগার পর্যন্ত আঙ্গুলটি নিয়ে মুজাহিদের দিকে ফায়ার করবে। বরং তার অবস্থা এই ছিল নিজের পাশে বসে থাকা সেনাকে পর্যন্ত মুখ খুলে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিল না, যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, জি হ্যাঁ...

এরা হচ্ছে ঐ বাহিনীর বাঘ, যারা শুধু মাত্র ভরসাহীন কিছু কাগজের দিকে নিশানা লাগিয়ে ফায়ার করে অভ্যস্ত যারা ইরাকি নিরিহ নারী, শিশুদের বুককে নিশানা বানিয়ে ফায়ার করে নিজেদের বীরত্ব জাহির করে। এরা হচ্ছে মিডিয়ার বানানো ঐ হিরো যাদের হুমকি ধমকি ঐ সকল শিশুদের সাথে যারা এখনো [illegible] সাথে বাহাদুরী দেখানো খুবই সহজ, কিন্তু [illegible] হিরো হওয়া তো কঠিন কোন কাজ নয়,কিন্তু আল্লাহর সৈনিকদের মুকাবেলা করা ফিল্ম বা সিনেমার কোন কাহিনী নয়, বরং এখানে তো আসল গুলি চলে, যা লাগলে পরে অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়, এ ভাবে যখন কোন মুজাহিদ বাহিনী কোন মার্কিন বহরের উপর আক্রমণ করে তখন [illegible] ছাই হয়ে যায়, অথবা আহত হয়ে জীবন [illegible] মোকাবেলা হচ্ছে তাহলে অস্ত্র হাতে-নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এসে একটু জবাব দেয়া যাক।

আফগান ভূমিতে দাজ্জালী শক্তি মার্কিনীদের অদ্যবধী যে ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়েছে তার খসরা যদি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হয় তবে বিজয়ের নেশায় মত্ত মার্কিন সম্প্রদায়ের সকল উম্মাদনা ভন্ডুল হয়ে যাবে, কিন্তু তারা যতই সত্য কে গোপন করে রাখুক অচিরেই বাস্তবতা বিশ্ববাসীর সামনে [illegible] হলিউড চলচিত্রের ফিল্ম আর দৈত্ত দানবের কাহিনীতে স্বীয় বীরত্ব প্রকাশ কারী সেনাদের দৌরত্ব কতটুকু!! আল্লাহর সৈনিকদের সামনে ময়দানে অবতীর্ণ [illegible] আফগানিস্তান ছেড়ে পালাতে হবে, পক্ষান্তরে বন্ধুরা বলে আমেরিকাকে পালাতে [illegible]

[illegible] সকল মর্যদা পূর্ণ আসনগুলি অর্জন করবে, যা মুজাহিদীন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যদি বাসনা থেকেই থাকে তবে আসুন! আমরা আপনাকে আহবান করছি, [illegible] তাগিদ যদি অন্তরে থেকেই থাকে তবে ঐ সেনা দলে শামিল হয়ে যাও। (জান দিয়ে [illegible] ভীরু নিজেদের ঈমান বাচানোর ব্যাপারে সন্দিহান তারা উঠে পড়ুন তাদের দলে শামিল হয়ে পড়ুন। চাই সেনাদের পানি পান করানোর মত ছোট দয়িত্বটিও আপনাকে দেয়া হয়। আল্লাহর তা'আলা আমাদের সকলকে সেই সেনাদলে শামিল হওয়ার তাওফীক দান করুন। [illegible]।

আল হামদুলিল্লাহ! আল হামদুলিল্লাহ!! আল হামদুলিল্লাহ!!!

[illegible] নে ফুঠে উঠেছে যে মার্কিন বাহিনী নিজেরা টিকতে না পেরে ন্যাটো বাহিনীর সাহায্য নিয়েও টিকতে পারছে না। বরং এখন পালানোর পথ খুজছে। পালাতেও পারছে না, যুদ্ধ বন্ধ করতেও পারছে না, পালালে পরাজয় সুনিশ্চিত আর অহেতুক যুদ্ধ করার জন্যে প্রতি দিন কোটি কোটি ডলার খরচ করছে এভাবেই আল্লাহ তা'তাআলা তার ঘোষণা বাস্তবায়ন করছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[illegible] عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ [illegible] يُحْشَرُونَ.

নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তারা নিজদের সম্পদসমূহ ব্যয় করে, আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে। তারা তো তা ব্যয় করবে। অতঃপর এটি [illegible]

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

অর্থঃ "আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ [illegible]" (সূরা [illegible])

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা ও আমাদের করণীয়

-[illegible]

আমি আমার এই বক্তব্যকে একটি কৌতুক দিয়ে শুরু করতে চাই। কোন এক বাড়িতে রাতের বেলায় একজন মেহমান গিয়ে হাজির হল। মেজবান খুশি হলো। রাতের খানা-পিনা শেষে ঘুমানোর ব্যবস্থা করলো। কিন্তু মশারী টানানো হয়নি। রাতে যেমন তাকে উপর থেকে মশা কামড়াচ্ছিল তেমনি নিচের থেকে ছাড়পোকা-ও। সকালবেলা মেজবান [illegible] জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! রাতে ঘুম কেমন হলো? কোন কষ্ট হয়নি তো? মেহমানও ভদ্রতা সুলভ রসিকতার সুরে বললেন, ও না! তেমন কোন কষ্ট হয় নি। তবে মনে [illegible]।"

[illegible]

শিরক এবং ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদ এবং সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদের অপব্যাখ্যা করে মুসলিম জাতির ঈমান-আক্বিদা ধ্বংস করছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যত বাণী : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএই দুই শত্রু সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সতর্ক করে গিয়েছেন। প্রথম [illegible] ইমাম বায়হাকী বর্ণিত নিচের হাদীসটি [illegible]:

سنن أبي داود للسجستاني – ٤٢٩٩

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى [illegible]

[illegible] قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ [illegible] الْوَهَنَ ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

অর্থ: "হযরত ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, [illegible]

জন্য) একে অপরকে আহ্বান করবে যে ভাবে খাবারের প্লেটের দিকে ক্ষুধার্ত লোকদেরকে ডাকা হয়।

তখন একদল সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন কি আমাদের সংখ্যা খুবই নগন্য হবে?

[illegible] তোমরা তখন সংখ্যায় অনেক বেশী হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে বন্যায় পানির উপর ভাসমান ময়লা-আবর্জনা ও খড়-কুটার ন্যায়। আর তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় তুলে নেয়া হবে। পক্ষান্তরে তোমাদের অন্তরে "অহান" চাপিয়ে দেয়া হবে। একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ "অহান" কি?

[illegible] বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা (সম্পদের মোহ) এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা (শহীদ হবার আকাঙ্খা না থাকা)"। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯৯)

[illegible] ওয়াসাল্লাম) এর এই হাদীসের প্রতিটি [illegible] সমস্ত কাফের শক্তিগুলি الكفر ملة واحدة এর বাস্তব রূপ নিয়ে মুসলিমদের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ নারী শিশুকে হত্যা ও ধর্ষণ করেছে, মুসলিম যুবকদের তাজা রক্তে পৃথিবীর মাটি লাল করে দিয়েছে। কাশ্মীরী মা-বোনদের পেট চিরে সন্তান বের করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মেরে নিচে ছুরি ধরে দ্বি-খন্ডিত করে উল্লাস করেছে। মুসলিমদের পাখীর মত গুলি করে হত্যা করছে।

আফগানিস্তানের মুসলিম যুবকদের উলঙ্গ করে পিরামিড তৈরী করেছে। কুরআনুল কারীমকে পায়খানায় ছুড়ে মেরেছে। কুরআনের গায়ে ক্রুশ একে দিয়েছে। [illegible] পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। মা-বোনরা সহ্য করতে না পেরে দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকরে ঠুকরে আত্মহত্যা করেছে। ফিলিস্তি[illegible] জবাবে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে বুক ঝাঁঝড়া করে দেয়া হচ্ছে। মুসলিমদের [illegible] গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

ইরাকে প্রথমে অবরোধ দিয়ে লক্ষ লক্ষ শিশুকে হত্যা করলো, তারপর বৃষ্টির মত বোমা ফেলে নির্মমভাবে সাধারণ মুসলিমদের হত্যা করল। পাকিস্তানের লাল মসজিদ, সোয়াত এবং ওয়াজিরিস্তান সহ যেখানেই ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ হয়েছে বা হচ্ছে সেখানেই কুফফারদের হামলার নিশানা হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। মজলুম মুসলমানদের ফরিয়াদে আজ আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। আল্লাহ (সুবঃ) এই চিত্রটাকে কত সুন্দর করেই তুলে ধরেছেন সূরা নিসা (৪ নং সূরা) এর ৭৫ নং আয়াতে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ [illegible] لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

অর্থ: "আর [illegible] তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে অথচ অসহায়-দুর্বল নর-নারী ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও, এখানকার অধিবাসীরা ভয়ানক অত্যাচারী। আর তোমার তরফ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার তরফ থেকে কাউকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী করে দাও।" (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৭৫)

ও হে মুসলিম যুবকেরা!

গোটা বিশ্বের মজলুম, নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেসিত মুসলিমদের [illegible] এক উসমানকে মুক্ত করার জন্য অথবা তার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আমরণ জিহাদ করার জন্য বাইয়্যাত নিলেন। চৌদ্দশত সাহাবী নবীর হাতের উপরে হাত রাখলেন, শপথ নিলেন-

اما الشريعة واما الشهادة

"হয়তো শাহাদাত নয় তো শারিয়াহ।" মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। দ্বীনের জন্য জীবন বাজী। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

"আমরা সেই সে জাতি যারা মুহাম্মাদের হাতে আমরণ জিহাদের বাইয়া'আত নিয়েছে।"

মুজাহিদ ভাইয়েরা!

এই ভূখণ্ডে দ্বীনের পতাকা উড্ডীন করার [illegible] বিমান বহর, ইসরাইলের মরণাস্ত্র আর ভারতের সতের লক্ষ সৈন্য দেখে ভয় [illegible] তোমাকে কালবৈশাখী ঝড়ো হাওয়া দেখে ভয় পেলে চলবেনা। এ ঝড়ো হাওয়া তো বয়ে যাচ্ছে তোমাকে আরও উর্ধ্বে তুলে নেয়ার জন্যই। তুমি তোমার নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি [illegible] করনি ? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন? ইরশাদ হচ্ছে,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সাহায্যের উপর নির্ভর করে। ঘোষণা [illegible]

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ [illegible] وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ [illegible] جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ [illegible] غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থ: "অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত [illegible] নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করল না, [illegible] তবে সামান্য খেয়ে নিবে, তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি

সামান্য কয়েকজন ছাড়া। অতঃপর তালুত যখন তা পার হল এবং তার সাথে ছিল [illegible] বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, আর যাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বলতে লাগল, এমন অনেক ছোট ছোট দল যারা অনেক বড় বড় দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছে।" [illegible]

বরং জাহেরী শক্তির উপর নির্ভর করলে আল্লাহর সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ.

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন [illegible] যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, এবং তা তোমাদের কোন কাজে আসে নি এবং পৃথিবী প্রশস্ত [illegible] সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।" (সূরা তওবা ৯, আয়াত ২৫)

হ্যাঁ, তোমাকে সাধ্যমত শক্তি অর্জন [illegible] আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ [illegible]:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ [illegible]

অর্থ: "[illegible] কর তাদের সাথে যুদ্ধ [illegible] জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার [illegible] শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং [illegible] ঘোড়া দিয়ে, যাতে সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও, যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয়করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আনফাল ৮, আয়াত ৬০)

এ আয়াতে উল্লেখিত قُوَّةٌ (শক্তি) রণ প্রস্তুতিকেই বুঝানো হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول واعدوا لهم ما لستطعتم من قوة الاان القوة الرمى الاان القوة الرمى الاان القوةالرمى. وراه مسلم

হযরত উক্‌বা ইবনে আমের হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে মিম্বর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ এবং বললেন যে, যেনে রাখো! (শক্তি)قُوَّةٌ মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা। قوة(শক্তি) মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা। قوة (শক্তি) মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা। [মুসলিম]

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! আজ অনেকেই বলবেন যে, জিহাদ শুরু হলে [illegible] পাবেন। তাদের এ দাবীর প্রতিবাদে আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেছেন:

[illegible]

অর্থ: "যদি তারা (সত্যিই) বের হওয়ার ইচ্ছা রাখতো তাহলে তারা এর জন্য [illegible] আয়াত ৪৬)

সুতরাং কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়া শুধু [illegible] হবে?

প্রিয় ভাইয়েরা! দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে এদেশে বহু ধারায় কাজ চলছে।

১। সমাজ সংস্কার :

কেউ মনে করেন দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাধ্যমে সমাজ থেকে কতিপয় [illegible] সংশোধনের মাধ্যমে। সবাই যদি দ্বীনের পথে চলে আসে তাহলে আর অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে না। এজন্য তারা এ কাজকেই দ্বীনের একমাত্র কাজ বলে মনে করেন এবং জিহাদ ও কিতালের আয়াত এবং হাদীসগুলোকে তারা তাবিল করে ঐ কাজের জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

উদাহরণ স্বরুপ, গাশতের বয়ান করতে গিয়ে বয়ান করেন এক সকাল এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় ঘুরা-ফেরা করা দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম" আবার বলা হয় "গাশতে বের হয়ে কারো দরজায় অপেক্ষা করা শবে কদরে মক্কা শরীফে হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে এবাদত করা থেকে উত্তম"।

[illegible] এ হাদীসগুলো রাসূল সা. যুদ্ধ [illegible] ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকা সীমান্ত পাহারা দেয়া সৈন্যকে লক্ষ্য করে বলেছেন। মুহাদ্দিসিনে কিরামগণ ও জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন। আবার যেসকল জায়গায় এধরনের তাবিল করা যায় না সেগুলোকে বেমালুম এড়িয়ে চলে যায়। যেমন তারা তাবলীগে বের হতে উৎসাহিত করার জন্য বলে থাকেন "আল্লাহ তাআলা মুমিনদের যান এবং মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে" এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় অথচ আপনি সূরায়ে তাওবার ১১১ নং আয়াত পড়লে দেখবেন সেখানে তারপর কী বলা হয়েছে। আয়াত

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى [illegible]

[illegible] তারা মারে এবং মরে। এভাবে কুরআনুল

কারীমের প্রায় পাঁচশত আয়াতকে তারা হয়ত এড়িয়ে যায় নতুবা ঘুরায় এবং অপব্যখ্যা করে থাকে। এই দলের মূল দাওয়াত হলো لا اله الا الله মানে কিছু থেকে কিছু হয় না সব কিছু আল্লাহ থেকে হয়। দোকানে খাওয়ায় না, [illegible] খাওয়ায় না, ব্যবসা-বাণিজ্য খাওয়ায় না, ক্ষেত-খামারে খাওয়ায় না ইত্যাদি। অথচ এই বিষয়গুলো তো কাফেরগণও স্বীকার করতো। কুরআন শরীফের সূরা যুখরুফে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

অর্থঃ "আর তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই কেবল এগুলো সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যুখরুফ ৪৩, আয়াত ০৯)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ.

আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তবু তারা কীভাবে বিমুখ হয়? (সূরা যুখরুফ [illegible])।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ.

অর্থঃ "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, 'কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ ও সূর্যকে নিয়োজিত করেছেন'? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তাহলে তোমরা [illegible]?" (সূরা আনকাবুত ২৯, আয়াত ৬১)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

অর্থঃ "আর তুমি যদি [illegible] কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে [illegible] পর সঞ্জীবিত করেন'? [illegible] 'আল্লাহ'। বল, [illegible] আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না। (সূরা আনকাবুত ২৯, আয়াত ৬৩)

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ.

অর্থঃ "বল, 'তোমরা যদি জান তবে বল, 'এ যমীন ও এতে যারা আছে তারা কার?' অচিরেই তারা বলবে, 'আল্লাহর'। বল, 'তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' বল, 'কে সাত আসমানের রব এবং মহা আরশের রব'? তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?' বল, 'তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর ওপর কোন আশ্রয়দাতা নেই?' যদি তোমরা জান। তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ?" (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ৮৪-৮৯)

সুতরাং لا اله الا الله এর অর্থ যদি তারা যা বলে তাই হতো তাহলে কাফেরগণ কেন لا اله الا الله এর ঘোষণাতে ক্ষেপে গেল? আসলে এই লোকগুলো لا اله الا الله এর [illegible]

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ.

অর্থঃ "সে কি সকল ইলাহ গুলো একই ইলাহ এ কেন্দ্রীভূত করলো?...এত আশ্চর্যের কথা।" (সূরা সোয়াদ, [illegible])

[illegible] নেই। এর দাওয়াতের মানেই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তার কমান্ড প্রতিষ্ঠা করা। যা এই দাওয়াত ও মেহনতের লোকেরা বুঝতে সক্ষম হয়নি।

এখন যদি কেউ এ দাবী করে যে, তারা لا اله الا الله এর দাওয়াত দেয় তাহলে তাদের জন্যে অপরিহার্য হল সম্পূর্ণভাবে لا اله الا الله এর দুটি রুকন কে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে দেয়া যার একটি হল لا اله বলে 'কুফুর বিত তাগুত' তাগুতকে বর্জন করা। আর অপরটি হল الا الله বলে 'ঈমান বিল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

অর্থঃ "যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারা ২, আয়াত ২৫৬)

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল ঈমানের দুটি রুকুন ১/ কুফুর বিত্ তাগুত ও ২/ঈমান বিল্লাহ সুতরাং কেউ যদি একই সাথে কুফুর বিত্ তাগুত ও ঈমান বিল্লাহর দাওয়াত না দেয় তাহলে তার দাওয়াতই হবে না।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

অর্থঃ "আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগুতকে।" (সূরা নাহাল ১৬, আয়াত ৩৬)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

আর তোমার পূর্বে [illegible] রাসূল আমি পাঠাইনি [illegible] এই ওহী পাঠিয়েছি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা [illegible]

আমার ইবাদাত কর।' (সূরা আম্বিয়া [illegible]

নবী ওয়ালা কাজ সম্পর্কে আল্লাহ [illegible]

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

[illegible]

অর্থ: "হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা [illegible] না।" (সূরা মায়েদা ৫, আয়াত ৬৭)

[illegible] অংশ প্রচার আর কিছু গোপন করে [illegible] বলেন,

[illegible]

وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ

[illegible]

অর্থ: "নিশ্চয় যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত যা আমি নাযি[illegible] করে।" (সূরা বাকারা ২, আয়াত ১৫৯)

[illegible]

মিশরে ছিলেন এক নেতা....

মিশরে ছিলেন এক নেতা....

[illegible]

করে দিতেন।

জমিনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিজয়ী বেশে ঘুরে বেড়াতেন;

[illegible]

পড়তেন অভিযানের সন্ধানে;

[illegible]

যাঁর অনুরোধের প্রত্যুত্তর দেয়া হত সাত আসমানের উপর থেকে,

[illegible]

বিশ্রাম ছাড়াই অধিকার নিশ্চিত করতেন।

[illegible]

(ফিলিস্তিন) আমার হবেই।

[illegible]

ফিতনাকে নির্মূল করার জন্যে।

[illegible]

যার ইনসাফ ছিল অতুলনীয়।

আজ কোথায় সেই সালাহ্উদ্দিন; যখন আমরা দূরাবস্থার ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নে।

অতএব জাগো! জাগো!!

হে জামানার সালাহ্ উদ্দিন জেগে উঠো, [illegible]

[illegible]

যারা পিছনে পড়ে থাকে তাদের জন্য একটি উপদেশ

-ইবনে নুহাস আদ দামেশকী (মৃত্যু ঃ ৮১৪)

তোমরা যারা জিহাদকে অবহেলা করেছ এবং সফলতার পথ হতে দূরে সরে থেকেছ; তারা আসলে নিজেদেরকে আল্লাহর করুণা ও রহমত হতে বঞ্চিত হবার অবস্থানে নিয়ে এসেছ এবং নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হতে বঞ্চিত করেছ। কিসে তোমাদের পেছনে ফেলে রাখল? কেন তোমরা মুজাহিদীনদের সারিতে যোগদান করনি? কেন তোমরা তোমাদের জীবন ও সম্পদ [illegible] কারণগুলোর একটি নিশ্চয় হবে: দীর্ঘ জীবন কামনা। পরিবার। সম্পত্তি। বন্ধুবান্ধবের (সাথে সম্বন্ধ) আসক্তি। জিহাদের আগে আরও কিছু সৎকর্ম করবার বাসনা। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা। ক্ষমতা/পদমর্যাদা অথবা [illegible] আসক্তি। এ সকল কারণগুলোর কোন [illegible] থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এছাড়া আর কিছুই তোমাদের ধরে রাখতে পারে না। তোমরা কি শুনতে পাওনা তোমাদের প্রতি আল্লাহর ডাক-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

[illegible] যখন তোমাদেরকে বলা হয় -বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অলসভাবে বসে থাক) তাহলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে [illegible] সামান্য।" (সূরা আত তাওবাহ ৯, আয়াত ৩৮)

উপলব্ধি করতে পারবে যে তোমরা (ভাল থেকে) বঞ্চিত এবং মনে রাখতে পারবে [illegible] নিজেদেরকে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছ।

১. দীর্ঘ জীবন কামনা :

আল্লাহর নামে বলছি, নির্ভীকতা আয়ু কমিয়ে দেয় না; আর কাপুরুষতা একে বৃদ্ধি করে না। আল্লাহ বলেন,

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থ: "প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সুতরাং যখন সেই নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কাউকেই আর অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" (সূরা মুনাফিকুন ৬৩, আয়াত ১১)

[illegible]

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আনকাবুত ২৯, আয়াত ৫৭)

তোমরা যারা নিজেদের সাথে প্রতারণা [illegible] ও যন্ত্রণা রয়েছে আর কিয়ামতের পর বিচার দিবসে রয়েছে প্রচন্ড ভয়। তোমাদের মনে পড়ে কি, যে শহীদ এই সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়? সে মৃত্যু যন্ত্রণার কিছুই অনুভব করে না- সামান্য কাঁটা ফোটার মত ব্যাথা ছাড়া।

প্রিয় ভাই আমার! তবে কেন এমন সুযোগ [illegible] তখন তুমি থাকবে শান্ত স্থির। মৃত্যুর পর সাধারণ মৃত্যু এবং শহীদ হবার মধ্যকার পার্থক্যটা বুঝতে পারছ কি?

২. পরিবারের সাথে সম্পৃক্ততা :

যা আপনাকে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রাখছে তা যদি হয় পরিবার পরিজন, সহায় সম্পত্তি, বন্ধু বান্ধব, তবে দেখুন আল্লাহ কী বলেন,

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

অর্থ: "আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই [illegible] প্রতিদান। আর তারা (জান্নাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।" (সূরা সাবা ৩৪, আয়াত ৩৭)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

অর্থ: "তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন

আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ ৫৭, আয়াত ২০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে চাবুকের নিচে বা পায়ের নিচের জমিটুকুও এই পৃথিবী এবং এর ভেতর যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।" (বুখারী)

সুতরাং [illegible] দুর্ব্যবহার আর ঈর্ষা পোষণ করে। যদি আপনার টাকা পয়সা থাকে তবে তারা আপনাকে ভালবাসে, আর যদি আপনি দেউলিয়া হন, তবে তারা আপনাকে ত্যাগ করে। একদিন তারা আপনার সাথে, অন্যদিন আপনার বিরুদ্ধে। অবশেষে [illegible] ঘাটবে না এবং এক পয়সা পরিমাণ ছাড়ও তারা আপনাকে দেবে না/এমনকি পরস্পরের জন্যও তারা আপনাকেই দায়ী করবে। তারা প্রত্যেকেই সেদিন নিজেকে উদ্ধার করতে চাবে, এমনকি যদি এর বদলে আপনাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হয় তবুও।

৩. [illegible] :

[illegible] এবং এই [illegible] আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে- কীভাবে এই সম্পদ গড়ে তুলেছেন? আর কীভাবে [illegible]

প্রবেশ করবে (যা হবে) ৫০০ বছর (এর সমান)।"

[illegible]

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ [illegible]

অর্থঃ "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আল্লাহরই নিকটে রয়েছে মহা পুরষ্কার।" (সূরা তাগাবুন, আয়াত ১৫) এরপরও কিভাবে আপনার সম্পদ আপনাকে জিহাদ হতে বিরত রাখে?

৪. সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালবাসা :

সন্তান সন্ততির প্রতি ভালবাসা এবং তাদের জন্য চিন্তিত্ব হওয়ার কারণ কি এই যে আপনি তাদের জন্য উদ্বিগ্ন? কিন্তু আপনার চেয়ে আল্লাহই তাদের জন্য [illegible] তাদের ব্যবস্থা করে দেননি, যখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন মাতৃগর্ভে ছিল! এমন এক সন্তান কি করে আপনাকে জিহাদ হতে বিরত রাখে, যখন ছোটকালেও তাকে নিয়ে আপনি চিন্তিত ছিলেন আর বড় হবার পরও। তারা সুস্থ হোক বা অসুস্থ, আপনি তাদের নিয়েই চিন্তা ভাবনা করেন। আপনি তাদের অবজ্ঞা করলে তারা বিদ্রোহ ও বিরোধিতা করে। [illegible] ঘৃনা করে। আপনার এত ভালবাসার [illegible] করুন তাদের সুব্যবস্থার জন্য। যেমনটি [illegible] অমঙ্গল আপতিত হয়, তার উপর আপনার কোনই হাত নেই। তাদের বা আপনার নিজের জীবনের উপর আপনার কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই। আপনার আয়ূর সাথে ১টি দিন যোগ করার ক্ষমতাও আপনার নেই। একদিন অবশ্যই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং সন্তানদের ইয়াতীম হিসেবে রেখে যেতে হবে। তখন আপনি আফসোস করবেন, হায় আমার এতিমরা! আমি যদি শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম!

জবাব দেয়া হবেঃ এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন,

[illegible]

يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

অর্থঃ "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই [illegible] উপকারে আসবে না এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। [illegible]

[illegible] সৎকর্মশীলগণ ব্যাতীত। অতএব আপনার বন্ধুরা যদি সৎ কর্মশীল না হয়, তবে

তাদের সাথে আর থাকতে চাবেন না। কেননা কাল অবশ্যই তারা আপনার বিরুদ্ধে যাবে। তবে তারা যদি সৎকর্মশীল হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ আপনাদের এর চেয়ে ভাল জায়গায় পুনর্মিলিত করবেন। আল্লাহ বলেন,

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.

অর্থ: "আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব। তারা ভাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে।" (সূরা হিজর, আয়াত ৪৭)

৬. ক্ষমতা ও মর্যাদা :

কারণে যে উচ্চপদ, ক্ষমতা ও মর্যাদা হাসিল করেছেন এবং এই দুনিয়ার তা হারাতে চান না। আপনি এখন যে পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এর আগে আর কতজন এই পদে ছিল। এ পদ যদি তারা ছেড়ে যেতে পারে, তবে নিঃসন্দেহে একদিন আপনাকেও ছেড়ে যেতে হবে। আপনার ক্ষমতা, সে তো অস্থায়ী। আর আপনার ভুলে যাবে। আপনার পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনাকে জান্নাতের পথ হতে দূরে রাখছে। জান্নাতের সর্বনিম্ন ব্যাক্তিও এই পৃথিবীর দশগুন এলাকা এবং এর অন্তর্ভূক্ত সবকিছুর অধিকারী হবে। এতো কেবল জান্নাতের সর্বনিম্ন ব্যক্তির মর্যদা ও ক্ষমতা, যা এ পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজার চেয়েও বেশি। এই পৃথিবীর কিছুই দূষণমুক্ত বা বিশুদ্ধ নয়। আপনি যে সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, এটার বেশ বড় একটি অংশ জুড়ে রয়েছে হতাশাব্যঞ্জক অনেক কিছু। ক্ষমতা ও পদমর্যাদার জন্য অপনাকে অনেক লড়াই করতে হবে। এতে অনেক শত্রুর জন্ম হবে আর হারাতে হবে বন্ধুদের। পথিমধ্যে অনেক বেদনা, অনেক ব্যর্থতা সহ্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

অর্থ: "স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা পতি পত্নী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও এবং ফেরেশতা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে বলবে, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। কতই না ভাল

৭. আরামদায়ক জীবনযাপনের প্রতি আসক্তি :

এগুলোর কোনটিই চিরস্থায়ী নয়। আপনার এই বিলাস বহুল বাড়ি, ইট পাথর, ও চুনসুরকি দ্বারা তৈরী বাড়ি ছাড়া না হয় তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে, আর যদি ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় তবে এটার পতন ঘটবে। ঘটনাক্রমে আপনি কি সোনা ও রূপার ইটের তৈরী প্রাসাদে থাকতে এর চেয়ে বেশি পছন্দ এবং যার কোন রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। এর আসবাবপত্র পছন্দনীয় এবং সুবিন্যস্ত করে সাজিয়েছে ফিরিশতারা। আর এতে আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট খাবার পরিবেশন করবে এমন দাস-দাসীরা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

مَكْنُونٌ.

অর্থ: "তাদেরকে পরিবেশন কিশোরগণ। তাদেরকে দেখে মনে আয়াত ২৪)

ঘাম নেই। আমাদের দেহ ভিন্ন এক রূপ নিয়ে আসবে। জীবন সেখানে অসীম। সেখানে সময়ের কোন চাপ নেই। জান্নাতীরা যখন তখন, যা ইচ্ছা, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণই করতে পারবে। তারা সিংহাসনে হেলান দিয়ে স্ত্রীর সাথে ৪০ বছর কথা বলতে পারবে। আপনার এবং এত আমোদপ্রমোদের মাঝে শহীদ হওয়া ছাড়া আর কিছুই কোন বাঁধা নেই। এই পদ্ধতির তুলনা করে দেখুন।

৮. অধিক সৎকর্ম করার জন্য দীর্ঘায়ু কামনা :

আপনি হয়ত জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন না, কারণ আপনি এর জন্য প্রস্তুত নন এবং আপনি আরও নেককাজ করতে চান। অর্থাৎ আপনি ভালো নিয়তে জিহাদ থেকে দুরে আছেন। কিন্তু শুনুন, আপনি প্রতারিত বা বঞ্চিত হচ্ছেন। আল্লাহ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (٥) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

অর্থ: "হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চনা যেন কিছুতেই না করে। শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহবান করে শুধু এজন্য যে, তারা যেন জাহান্নামের সাথী হয়।" (সূরা ফাতির, আয়াত ৫-৬)

এটা শয়তানের ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই পথ নয়। সাহাবা এবং তাবিঈনরা কি সৎকর্মের প্রতি আপনার চেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন না। আপনি কি শুনেননা আল্লাহ আপনাকে বলছেন,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ: "বের হও হালকা অথবা ভারী (স্বল্প [illegible] সরঞ্জামের সাথেই হোক) এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা তওবা ৯, আয়াত ৪১)

আপনি কি দেখছেন না যে, নিজেকে শুধরানোর বা আরও ভাল করবার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে জিহাদ, আল্লাহ বলেন,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً [illegible] الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

অর্থ: "বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্ত নয় এবং নিজদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজেদের জান ও মাল দ্বারা [illegible] উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৯৫-৯৬)

[illegible] নেই। [illegible] সৈন্যদের সারিতে দাড়িয়ে থাকা, [illegible] আল- বায়হাকী আল-হাকিম)

৯. [illegible] :

[illegible]

সুন্দরী বলে মনে হয়; তবে শুনুন সেও কি একসময় সামান্য একটা মাংস পিন্ড ছিল না? এবং একসময় সেও কি পঁচে নিঃশেষ হয়ে যাবে না? প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ কারণে আপনাকে তার থেকে দূরে থাকতে হয়েছে জীবনের অনেকটা সময়। সে বাধ্য হবার থেকে অবাধ্যই বেশি ছিল। সে যদি নিজেকে পরিস্কার না রাখত, তবে তার থেকে দুর্গন্ধ আসত। যদি সে চুল না আঁচড়াত তবে তা অবিন্যস্ত বা এলোমেলো হয়ে থাকত। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সে আরও কুৎসিত হতে থাকে। তাকে খুশী করা সহজ নয়, তার ভালবাসা রক্ষার্থে আপনাকে অনেক খরচ করতে হয়। আপনি সবসময় তাকে খুশী করতে চান বা প্রভাবান্বিত করতে চান, কিন্তু কিছুই যেন যথেষ্ট হয় না তার জন্য। সে আপনাকে শুধু তখনই ভালবাসে, যখন সে যা চায় আপনি তাই দেন। আর যদি না দেন তবে সে আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে খুঁজে নিবে একথা বলে যে, যদি আমাকে চাও তবে খরচ কর আমার জন্য! [illegible] চিরস্থায়ীভাবে তাকে উপভোগ করা সম্ভব [illegible]

[illegible] আপনাকে জান্নাতের নারী থেকে দূরে রাখে! আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, শহীদের রক্ত জান্নাতে তার স্ত্রীর সাথে দেখা হবার আগে শুকায় না। সে হবে সুন্দর, যার থাকবে বড় বড় দ্যুতিময় চোখ। একজন কুমারী যেন একটি পান্না। [illegible] হার মানাবে। পৃথিবীতে যদি তার হাতের [illegible] তবে মধ্যবর্তী সম্পুর্ণ এলাকা তার সুগন্ধে মৌ মৌ করবে। আর যদি সে সমুদ্রের পানিতে থুথু ফেলে, তবে এর নোনা পানিও বিশুদ্ধ (খাবার) পানিতে পরিণত হবে। তার দিকে যতই তাকাবেন, সে ততই সুন্দর হতে থাকবে। তার সাথে যত সময় অতিবাহিত করবেন, আপনি ততই তাকে ভালবাসবেন। এরকম একজন নারী সম্পর্কে জেনে শুনেও তার সাথে মিলিত হবার চেষ্টা না করা কি বুদ্ধির পরিচয় দেয়? আর যদি আপনি জানেন যে, আপনি ১ জন নয় বরং ৭০ টি হুরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন? জেনে রাখুন! স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। আপনি মারা যাবেন এবং [illegible] যে সে জান্নাতের হুরদের চেয়ে বেশি সুন্দরী। আপনি তাকে পাবেন এ জীবনের সমস্ত অসন্তোষমূলক জিনিস হতে মুক্ত। অনেক বেশি দেরী হবার আগেই জেগে উঠুন। এই দুনিয়ার কারাগার হতে নিজেকে মুক্ত করুন এবং শহীদের মর্যাদা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। এত অসাধারণ পুরস্কার আর আপনার মাঝে কোন কিছুকে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে দিবেন না।

১. [illegible]

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [illegible] হওয়া এই দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম এবং যদি জান্নাতের কোন [illegible] দেয়, তবে এদের মধ্যকার এলাকা আলো আর সুগন্ধিতে ভরে যাবে। তার মাথার ওড়না টি এই দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম।" (বুখারী)

হে আমার মুওয়াহ্হিদ ভাইয়েরা!

[illegible]

মুসলিম! তোমার প্রতি বার্তা...

...হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে কারণ

...ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই, যিনি সব

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁকে যেমন ভয় করা উচিত এবং ... মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (আল-ইমরান ৩, আয়াত ১০২)

... হবে মানুষ এবং পাথর।" (সূরা

..., (যে পথ তোমাদের নিয়ে যাবে ...পালকের ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের ... ...স্ততার ন্যায়।" (সূরা আলে ইমরান ৩,

... হয়ে গেছে।" (সূরা আল হাদীদ ৫৭, আয়াত ১৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজেকে বিক্রয় করে থাকে এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দয়াশীল।" (সূরা বাক্বারাহ ২, আয়াত ২০৭)

সলাত এবং সালাম নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর, যিনি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। যিনি বলেছেন, "দুনিয়া অবশ্যই সবুজ, মিষ্ট ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি করেছেন, যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কিরূপ কাজ কর। কাজেই তোমরা পৃথিবী সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক। কারণ বনী ইসরাঈলদের প্রথম ফিতনাহ নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। (মুসলিম, হাদীস ২৭৪২)

নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন, "প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে, যে অবস্থায় সে মারা গেছে। (মুসলিম, হাদীস ২৮৭৮)

হে মুসলিম! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী তোমার প্রতি আমার ওয়াসা (দিকনির্দেশ) রয়েছে, আমি আমার নিজের যেরূপ কল্যাণ চাই, অনুরূপ কল্যাণ তোমারও চাই। আল্লাহর জন্য তোমাকে নসীহত-

- আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর। একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দাও যার কোন শরিক নেই, এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত কর, যে মেনে নিবে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর এবং যে তা অস্বীকার করবে তাকে কাফের বলে ঘোষণা দাও। শিরককে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর ইবাদতে শিরকের বিরুদ্ধে তর্ক প্রদর্শন কর, এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ কর, এ নীতির ভিত্তিতে শত্রুতা স্থাপন কর এবং যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে কাফির বলে ঘোষণা দাও। এ বিষয়গুলো তোমার প্রতি ওয়াসিয়্যাত, এই দ্বীনের ভিত্তি ও মৌলনীতির অন্তর্ভুক্ত।

- তুমি তোমার দ্বীনকে, তোমার আক্বীদাকে প্রকাশ কর, প্রচলিত [illegible] তোমার প্রতি ওয়াজিব।
- [illegible] পালিয়ে যাবে পাহাড়ে তোমার দ্বীন নিয়ে। যদি তাও না পার তোমার [illegible] কারণে, তাহলে কাফের-মুশরিক-ত্বাগুতের থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে, তাদেরকে বন্ধু বানাবে না। সচেষ্ট থাকবে বাঁধা দূর হবার যেন সুযোগ পেলেই চলে যেতে পার।
- তুমি সাবধান হও!! কাফেরদের সাথে আচরণ এবং মেলামেশায়, এমন কিছু কাজ আছে যা করলে তুমি এই দ্বীন [illegible]
- তুমি সাবধান হও!! কাফেরদের সাথে আচরণ এবং মেলামেশায়, এমন কিছু কাজ আছে যা করলে তোমার ভয়ংকর কবিরাহ গুনাহ হবে, সেগুলো যেমন- কুফফারদের মর্যাদা দেয়া, সম্মান করা, [illegible]
- সাবধান হও কাফিরদের উপর সন্তুষ্ট হইওনা, নির্ভর করো না, সান্নিধ্য অন্বেষণ করো না, অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে না, অনুগত হবে না, ভালবেসো না, কর্তৃত্ব দিও না, সহযোগিতা করো না, উপদেশ-পরামর্শ চেয়ো না, কুফরির কোন বিষয়ে একমত পোষণ করো না, প্রশংসা- প্রসস্তি করো না, অভিভাবক বানাইও না এমনকি সে যদি ভাই বা পিতাও হয়। সতর্ক হও তোমার অজান্তে না আবার তোমার দ্বীন ধ্বংস [illegible] গুনাহ হয়ে যায়।
- সাবধান, সতর্কতার (প্রিকোশানের) নামে বেশী বাড়াবাড়ি করছো না তো যা তোমার জন্য জরূরী নয়।
- এই দ্বীনকে প্রচার, প্রসার এবং কায়েমে সচেষ্ট হও, গাফলতী পরিত্যাগ কর, তোমার অবস্থা যেন বাণী ইসরাঈলের মত না হয় যাদের অনেক দিন যাওয়ার পর অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছিল।
- আল্লাহর কালিমাকে সু উচ্চ করার [illegible] আইন, ঈমান আনার পর সবচেয়ে বড় [illegible] সফলতার চুড়ান্ত পথ।
- এ থেকে গাফেল থেকে যেন মুনাফিকির সাথে তোমার মৃত্যু না হয়, ফাসিক্ব না হয়ে যাও, আযাব স্পর্শ না করে, আল্লাহ না আবার তোমাকে পরিবর্তন করে দেন, সাবধান এই দ্বীনে [illegible]
- [illegible] ওহে মুসলিম!! সাবধান-গাফেল থেকো না, নিজেকে পরীক্ষা কর- এখনই [illegible]
- মুসলিমদের দেশগুলো কুফফাররা দখল করে নিয়েছে, তাদের দ্বীন-সম্মান ভুলণ্ঠিত করছে, দুনিয়াব্যাপী মুসলিম [illegible] করা হচ্ছে, পঙ্গু করা হচ্ছে, নারীদের [illegible] অপবিত্র শুকর-বানরদের বাচ্চায় ভরে যাচ্ছে, কি লজ্জা!! তাদের আর্তচিৎকার কি তোমার কানে পৌঁছে না, কি জবাব [illegible]
- [illegible] কালাম কুরআনকে অবমাননা করা হচ্ছে-প্রিয়তম রাসুলের ব্যঙ্গচিত্র অংকন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে- (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন) তুমি [illegible]
- হে অমুক! যে নিজেকে মুসলিম দাবী করছ!!! তুমি কিসের পিছে ছুটছ?? তুমি আল্লাহকে কি জবাব দেবে?? উম্মাহর রাসুলকে পর্যন্ত নিয়ে ব্যাংগ করা হচ্ছে- আর কি বাকি থাকল?? এই অবস্থায় মাটির উপরের চেয়ে মাটির নীচেই যে উত্তম! আল্লাহর জন্য [illegible] কি???
- [illegible] বিষয়গুলো গোপন রাখ, তাদের [illegible] দোয়া কর, জিহাদের সংবাদ পড় ও প্রচার কর, জিহাদের ইলম ও ফিক্বহ

শিখ, মুজাহিদদের জ্ঞানগুলো শিক্ষা দাও ও ছড়িয়ে দাও, জিহাদের জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি নাও, মুজাহিদদের সাপোর্ট কর, আল ওয়ালা ওয়াল বারার আক্বীদাহ (কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও মুমিনদের সাথে মজবুত বন্ধুত্ব গড়েতোলা)পোষণ কর, মুসলিম বন্দী ও তাদের পরিবারের দেখাশুনা কর, বিলাসিতা ত্যাগ কর, জিহাদের উপকার হবে এমন টেকনিক শিখ, হক্ব আলেমদের চেন ও চেনাও, হিজরত কর, মুজাহিদদের নাসীহা দাও, তাদের কল্যাণ কামনা কর, এই সময়ের ফিরাওন ও মুনাফিক্বদের উন্মোচন কর, জিহাদের নাশীদ বানাও কিংবা প্রচার কর, কাফেরদের অর্থনৈতিক বয়কট কর, আরবী শিখ, তাইফাহ আল মানসূরাহকে তা চেনাও,সরাসরি জিহাদে অংশ নাও। এই হচ্ছে কিছু মাধ্যম জিহাদের কাজে সহযোগীতা করার, সুতরাং অগ্রগামী হও, যত বেশীভাবে সম্ভব তোমার সাপোর্ট শুরু কর।

- তুমি মুজাহিদিন, আল্লাহর পথে বন্দী এবং তাদের ফেমিলির খোজ-খবর নিয়েছ কি? তুমি তোমার সব প্রয়োজন মিটিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছ, আর তারা প্রয়োজনগ্রস্থ নয় তো? তোমাকে আল্লাহ মুক্ত রেখে পরীক্ষা করছেন, তুমি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং ঈমানদারদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণকর কিনা? সাবধান হয়ে যাও বিপদ-বিপর্যয় তোমাকে স্পর্শ করার আগে, আরও সাবধান হও যখন আল্লাহ বলবেন- হে অমুক! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি অন্ন দাও নি, আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি দেখতে যাও নি? তুমি আশ্চর্য হয়ে বলবে- হে আল্লাহ আপনি পবিত্র, আমি কিভাবে আপনাকে খাওয়াবো বা দেখতে যাবো? আল্লাহ বলবেন, হে অমুক আমার অমুক বান্দা ক্ষুদার্ত ছিল তাকে খাদ্য দিলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল তাকে দেখতে গেলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে। সচেতন হও অনেক বেশী দেরি হয়ে যাওয়ার আগে, তুমি জেনে রেখো, বর্তমানে জিহাদের জন্য যেমন মানুষ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মালের। তুমি তোমার ঘরের অতিরিক্ত ফার্নিচার বা স্ত্রীর গহনা কিনতে কিংবা অন্য বিলাসিতায় যে অর্থ ব্যয় করো এর অনেক কম মাল হলেই তারা আল্লাহর শত্রুদের বিরূদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করতে পারে।
- তুমি কি জান এই সময়ের তাইফাহ আল মানসূরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল কারা? যাদের ব্যাপারে উম্মাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে যাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে কিতাল বা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না-চোখমেলে তাকাও কারা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা তাইফাহ-কারা সমস্ত দুনিয়ার কাফেরদের সর্দার আমেরিকা ও তাদের আহযাবের সাথে অর্থাৎ জোট ও সহযোগীদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে? কারা মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে কাফেরদেরকে বের করে দেয়ার চেষ্টায় রত ? কারা মাজলুমদের পাশে দাঁড়াচ্ছে? কারা আল্লাহর কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরতে, শরীয়াহকে কায়িম করতে, খিলাফতকে ফিরিয়ে আনতে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে? কারা মুসলিমদের উপর ঝেকে বসা মুরতাদদের পরিবর্তনের জিহাদে রত? কারা মুসলিম শিশু, মা-বোনদের ইজ্জত,বন্দী ভাইদের রক্ষায় প্রাণ দিচ্ছে? কারা এই উম্মাহর জন্য সর্বদা চিন্তিত? তুমি যদি অন্ধ-বোবা ও বধির না হও,তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ কাদের বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়ার কুফফাররা একট্টা হয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় কোন ক্ষতি করতে পারছে না। আল্লাহর জন্য বলছি, তাদেরকে খুঁজে বের কর এবং তাদের সাথে লেগে থাকো। অন্যদেরকে তাদের চিনাও, তাইফাকে যতসম্ভব সাহায্য কর। তাহলে তোমার জন্য সুসংবাদ হে গোরাবা।
- আল্লাহর ফরযকৃত বিষয়গুলো পূর্ণ হিফাযত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর, নফল সমূহের ব্যাপারে অগ্রগামী হও যাতে তুমি আল্লাহর ভালবাসা পেতে পার।
- তুমি সলাতের ব্যাপারে যত্নবান হও-ইখলাসের সাথে, খুশু-খুযু সহকারে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, জীবনের শেষ সলাতের মত, যথা সময়ে, সুন্নাহ অনুসারে, জামায়াতের সাথে সলাত আদায় কর। পরিবার-পরিজনকে এর নির্দেশ দাও।
- যাকাতের ব্যাপারে যত্নবান হও যদি তোমার নিসাব পূর্ন হয়ে থাকে, যাকাত মুজাহিদিনদের দাও। তবে যাকাত দিয়েই ক্ষান্ত থেকো না, তোমার মাল দ্বারা জিহাদ কর। জিহাদের প্রকার দুটি- একটি হল জীবন দিয়ে এবং অপরটি হল অর্থ দিয়ে। সুতরাং জিহাদের কথা বলেই শুধু ক্ষান্ত থেকো না, এটা তোমার ওজর হিসেবে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হচ্ছে পকেটে হাত ঢুকানো। সুতরাং পকেট থেকে ব্যয় করার মাধ্যমে তুমি জিহাদের অর্ধেক ফারজিয়াত আদায় করতে থাকো যতক্ষণ না শারিরীকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছ। ইবনে তাইমিয়্যা (রহ) বলেন,যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে সশরীরে জিহাদ করা সম্ভব না হয় এবং সে অর্থ দ্বারা জিহাদ করতে সক্ষম হয়, তবে এটা তাদের জন্য ফরয হয়।
- আমলের ক্ষেত্রে সচেতন হও ইখলাসের সাথে করার ব্যাপারে, যেন তা রিয়ার কারণে ধ্বংস না হয়, সাবধান হও কবিরাহ গুনাহগুলো থেকে যা তোমার জাহান্নামের কারণ হতে পারে।
- তুমি সচেতন হও আমর বিল মারূফ (সৎকাজের আদেশ) নাহি আনিল মুনকারের(অসৎকাজ হতে নিষেধ) ব্যাপারে, তুমি যেন এ থেকে গাফেল থেকে অন্যদের সাথে নিজেও ধ্বংস না হয়ে যাও, যেমন ধ্বংস হয়েছিল শনিবারের সীমালংঘনকারীদের কে বাধা না দান করীরা। জেনে রেখো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা তোমার জন্য ফারজ।
- সাবধান হও ওয়াদা, অংগীকার, চুক্তির ব্যাপারে, অবশ্যই তা পূরণ কর, মুনাফিক্বদের মত তা ভঙ্গ কর না, বর্তমানে অধিকাংশের মত হবে না যারা এসবের মূল্য দেয় না, তুমি এ ব্যাপারে তোমার রবের কাছে জিজ্ঞাসিত হবে।
- ইলম অর্জনে সচেষ্ট হও, তুমি জেনে রেখো কথা এবং কাজের পূর্বে ইলম জরূরী, যারা জানে এবং যারা জানে না

তারা সমান নয়, অন্ধকার এবং আলো সমান নয়, পথভ্রষ্টতা আর হেদায়াত সমান নয়, সমান নয় অজ্ঞতা, মুর্খতা আর বাসিরাহ (স্পষ্ট জ্ঞান)। তোমার প্রতি ফারদ দ্বীনের ব্যাপারে জানা। তুমি সচেষ্ট হও তোমার রব সম্পর্কে, তাঁর নাবী (স) সম্পর্কে, তাওহীদ-ঈমান-ইসলাম সম্পর্কে জানার ব্যাপারে। তুমি আরো মনোযোগ দাও তোমার পরিবার-পরিজন এবং অন্যদেরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে, হাক্ব ইলম ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে। তোমার পরিবার যদি মুর্খ থাকে দ্বীনের অধিকাংশ ব্যাপারে সে তোমার দ্বীনের পথে অনেক বড় বাধার কারণ হতে পারে, যা অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত। তুমি নিজেকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।

- তুমি সাবাধান হও তোমার অবসর সময়, যৌবন, অর্থ উপার্জন ও ব্যয়, ইলম অনুযায়ী আমাল করার ব্যাপারে- তুমি জেনে রেখো এসব বিষয়ে তুমি কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে যার উত্তর দেয়া ব্যতীত এক পা ও নাড়াতে পারবে না। আবার জিজ্ঞেস করি এগুলো তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কাজে লাগাচ্ছো তো?
- একটা সময় যখন তুমি দ্বীন বুঝেছিলে তখন তোমার যে অগ্রগামিতা ছিল তা কি স্তিমিত হয়ে গেছে? তুমি কি গাফিলতি, অলসতা, অধিকাংশ সময় তোমার নিজেকে নিয়ে কিংবা এই দুনিয়া ও চাকরি, ব্যবসা বা এই জাতীয় কিছুর পিছে ছুটছ?
- তুমি প্রত্যহ কিছু সময় কুরআন বুঝা ও চিন্তা- গবেষনার কাজে ব্যয় কর, যা তোমার জন্য রহমত, হিদয়াত এবং অন্তর রোগের ঔষধ হবে।
- ওহে! কু প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সাবধান হও, তোমার মন যা চায় তা করো না, আল্লাহ যা চান তা করো। তোমার অবসর সময়কে যথাযথ কাজে লাগাও।
- আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর!! আল্লাহকে ভয় কর!!! ওহে মুসলিম, তোমাকে আল্লাহর সামনে দাড়াতে হবে, তোমার হিসাব নেয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, যিনি সব জানেন তুমি যা গোপন কর ও প্রকাশ কর। তোমাকে অবশ্যই মৃত্যুবরন করতে হবে, যখন তুমি দুনিয়ার সব ছেড়ে চলে যাবে শুধু তুমি আখিরাতের জন্য যা সঞ্চয় করেছ তা নিয়ে, সাবধান হও তোমার শেষ আমালের ব্যাপারে, তুমি জাননা কখন তোমার শেষ মুহূর্ত, তুমি কি প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য? তুমি কি প্রস্তুত কবরের সাওয়াল-জাওয়াবের জন্য? তুমি কি প্রস্তুত ভয়াবহ কিয়ামতের জন্য? হাশরের ময়দানের জন্য? হিসাব নিকাশের জন্য? আল্লাহকে জবাব দেয়ার জন্য? মিযানের জন্য? তুমি কি প্রস্তুত চুলের চাইতে সুক্ষ-তরবারীর চাইতে ধারালো পুলসিরাত কে পারি দেয়ার জন্য?
- তুমি ভয়ংকর জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাজ করছ তো? যার ইন্ধন মানুষ এবং পাথর, যার আগুন ভয়ঙ্কর উত্তাপ সম্পন্ন কালো বর্নের, যা হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে, এমন উত্তপ্ত পানি যা নাড়ি-ভুড়িকে বের করে দিবে, রয়েছে খাবার হিসেবে জাক্কুম ও গলিত পুঁজ, জাহান্নাম অসম্ভব গভীর, ভয়াল জায়গা, কঠোর হৃদয় ফিরিশতারা নিযুক্ত, যেখানে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধির জন্য শরীরকে অনেক বড় করে দেয়া হবে, চামড়াগুলো জ্বলে যাবে, বের হতে চাইবে বের হতে পারবে না, মৃত্যুকে ডাকবে মৃত্যু আসবে না-ভয়ংকর শাস্তি যা অনন্তকাল ব্যাপী চলতে থাকবে।
- তুমি অগ্রগামী হও সেই চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে যেখানে রয়েছে চিরন্তন সুখ, যা মন চাইবে তাই পাবে, যা আদেশ করবে তাই দেয়া হবে, জেনে রেখো দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার পূরনের স্থান নয়, জান্নাতই হচ্ছে এমন জায়গা যা তোমার সব আকাঙ্খাকে পূর্ন করবে। চির কিশোর সেবকগন, চির যৌবন সঙ্গিনীগন, ফলমুল, গোশত, দুধের-মধুর-শরাবের নহর, উত্তম বাসস্থান ও বিছানা, চির আরাম, চির যৌবন, চির সুখ। অসংখ্য নেয়ামতের মাঝে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে তুমি আল্লাহকে দেখবে। শুধু তোমাকে এটা বলাই যথেষ্ট মনে করছি- সবচেয়ে কম মর্যাদার যে জান্নাত লাভ করবে তা হবে দুনিয়ার দশটির সমান!!!
- সুতরাং হে মুসলিম, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, এই বার্তা তোমার কাছে পৌছার পর আশা করি তা তোমার পরিবর্তন এবং সংশোধনে যথেষ্ট হবে, গতানুগতিক চিঠি হিসেবে নিও না যা পড়ে ফেলে দেয়া হয়- আল্লাহর জন্য বলছি এর দ্বারা নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা কর। আর তোমার অবস্থা যদি উত্তম হয় এর চেয়ে যা উল্লেখ করলাম-আল্লাহর কাছে কামনা করি তোমাকে তিনি দৃঢ় রাখুন-মাওত পর্যন্ত লেগে থাকো উত্তম ঈমানসহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার অনুগ্রহে ভাল কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। সলাত এবং সালাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। আপনার দোয়ায় আল্লাহর এ ক্ষুদ্র বান্দাহকে ভুলবেন না (ময়দান থেকে একজন মুজাহিদ)।

সুখবর সুখবর সুখবর

শীঘ্রই আসছে বাংলা ভাষায় অনুদিত, মহান শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর সুযোগ্য ছাত্র শাইখ আবূ মুহাম্মাদ আসীম আল মাকদিসী রচিত- هذه عقيدتنا

"এটিই আমাদের আক্বীদা"

নামক আক্বীদার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

আরো আসছে বাংলা ভাষায় অনুদিত মহান শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর সুযোগ্য ছাত্র শাইখ আব্দুল ক্বাদীর ইবন আব্দিল আযিয রচিত:

"وجوب الا عتصام بالكتاب والسنة (منهج أهل السنة والجماعة)"

"কিতাব এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার বাধ্যবাধকতা (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মানহাজ)"

নামে অপর একটি কিতাব।

মুসলিমদের প্রতি আহবান

প্রিয় দেশবাসী মুসলিম ভাই ও বোনেরা!
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করে এবং শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য, যাতে থাকবে না কোন অংশিদার।

আমাদের মাঝে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এই শিক্ষা দেয়ার জন্য যে, আমরা কিভাবে আমাদের বিশ্বাস ও কাজ-কর্মে তাগুতকে বর্জন করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "প্রত্যেক উম্মাতের মাঝেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই দায়িত্ব দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদাত কর এবং সকল প্রকার তাগুতকে বর্জন কর।" (সুরা নাহাল ১৬: আয়াত ৩৬)

তাগুত : মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ বা উপাস্যের আসনে বসিয়ে যার ইবাদাত বা আনুগত্য করে এবং কোন ব্যাপারে যাকে আল্লাহর সাথে শরীক করে। তবে সেই অংশীদার ইলাহকে বলা হয় "তাগুত"। ক্ষমতাসীন তাগুত হল: আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী কাফির, মুরতাদ শাসক, অর্থাৎ যে শাসক ক্ষমতার বলে হারামকে হালাল করে। যেমন : যিনা, সূদ, মদ্যপান বা অশ্লীলতার অনুমোদন দেয়া, কিংবা হালালকে হারাম করা। যেমন: সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বাঁধা দেয়।

অনুরুপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরিকৃত মানব রচিত সংবিধান দিয়ে শাসন করে, সে হল ক্ষমতাসীন "তাগুত"।

কোন মুসলিম ভূখন্ডে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান চলতে পারে না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম বাস করা সত্বেও আমাদের দেশে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান কার্যকর নেই। উপরন্ত দেশের জেলা থেকে রাজধানী পর্যন্ত নিম্ন ও উচ্চ আদালত গঠন করে যে বিচার কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে, তার মূল ভিত্তি হচ্ছে মানব রচিত সংবিধান। যে সংবিধান প্রনয়ণ করেছে কিছু জ্ঞান পাপী মানুষ। কথা ছিল মানুষ হিসেবে একজন মানুষের কাজ হবে আল্লাহর দাসত্ব করা ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা। কিন্তু সেই মানুষ নিজেই আল্লাহ বিরোধী সংবিধান রচনা করে আল্লাহর বিধানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাই কুফুরী ব্যবস্থা। কেননা মহান আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ছাড়া গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রসহ যে কোনো জীবন ব্যবস্থা অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো সুযোগ মুসলিমদের জন্য নেই। উপরন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতায় সমাসীনরা আল্লাহ বিরোধী শক্তি। কারণ যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র প্রধান কিংবা রাষ্ট্রের অন্যান্য পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হচ্ছে, তা একটি সম্পূর্ণ অনৈসলামিক পদ্ধতি। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কোথাও কাফের মুশরিক রচিত গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ইত্যাদির স্বীকৃতি পাওয়া যায় না।

এধরণের প্রত্যেকটি মানবরচিত ব্যবস্থাই আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী। কাফির, মুশরিক ও ইহুদীদের মস্তিষ্ক প্রসূত এসব মতবাদ প্রনয়ণ করা হয়েছে মুসলিমদের আক্বীদা ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করার জন্য। কাজেই এদেশের মুসলিম জনতার আজ ভাবার সময় এসেছে।

তাই আল্লাহর কতিপয় বান্দারা, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে, আল্লাহর হুকুম ও ঈমানের দাবীকে সামনে রেখে, এই প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা অস্বীকার করে। পাশাপাশি যে সংবিধানকে ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে, তা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় এ ব্যবস্থা ও তথাকথিত নির্বাচন পদ্ধতি পরিহার করে, দাওয়াত, হিজরত ও জিহাদকে একমাত্র দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি হিসেবে বেছে নিয়েছে। তারা নববী পন্থায় দ্বীন কায়েমের বদ্ধ পরিকর। অতএব, সকল মুসলিম ভাই ও বোনের প্রতি আমাদের আহবান আপনারা তাগুতকে পরিহার করুন এবং সত্যিকার দ্বীন কায়েমে সহায়তা করুন।

"তোমাদের উপর যুদ্ধকে ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন তোমরা জান না।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত ২১৬)

উবাদা বিন সামিত (রা.) বর্ণনা করেছেন,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"একজন শহীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাতটি পুরস্কার লাভ করেন;

১) তাঁর রক্তের প্রথম ফোঁটা পরার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।
২) তিনি জান্নাতে তাঁর মর্যাদা দেখতে পারেন।
৩) ঈমানের পোশাকে তাকে আচ্ছাদিত করা হয়ে থাকে।
৪) তাঁকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হয়।
৫) হাশরের ময়দানের ভয়াবহ চিন্তা-উৎকণ্ঠা থেকে তিনি নিরাপদে থাকবেন।
৬) তাঁর মাথায় একটি সম্মানের মুকুট স্থাপন করা হবে।
৭) তিনি তাঁর পরিবারের সত্তর জন সদস্যের জন্য শাফায়াত করার সুযোগ পাবেন।" (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব, পৃষ্ঠা ৪৪৩)